পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 329 Monday, 3 November, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ৩২৯ সংখ্যা ❋ ১৬ কার্তিক ১৪৩২, সোমবার, ৩ নভেম্বর ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

৫ থানার পুর্নবিন্যাসে বিতর্ক! এসআইআর আবহে চর্চার কেন্দ্রে ভবানীপুর

রাজনৈতিক অভিসন্ধি দেখছে বিরোধীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ নভেম্বরঃ কলকাতা পুলিশের ৫টি থানার নতুন সীমান বিন্যাস হল। জারি করে দেওয়া হয়েছে নির্দেশিকা। তালিকায় আলিপুর, পার্কস্ট্রিট, ওয়াটগঞ্জ, নিউ মার্কেট, একবালপুর। আলিপুর এবং পার্কস্ট্রিটের এলাকা বিন্যাস বাড়ানো হল। কমানো হয়েছে ওয়াটগঞ্জ, নিউ মার্কেট এবং একবালপুর থানার এলাকা। আচমকা এই সিদ্ধান্ত নিয়েই প্রশাসনিক মহলে জোরদার চাপানউতোর। চাপানউতোর রাজনৈতিক মহলে। কলকাতা পুলিশের ৯১টি থানার মধ্যে শুধুমাত্র ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ৫ থানারই কেন পুনর্বিন্যস? তাও আবার এসআইআর চালুর আবহে। বাকি অনেক থানা আছে যার এলাকা অনেক বড়। কিন্তু লোকবল কম। কিন্তু সেই থানাগুলির কোনও পুনর্বিন্যাস হল না। কিন্তু কেনই বা শুধু সীমানা বাড়ল আলিপুর এবং পার্কস্ট্রিট থানার? এর পিছনে কী কাজ করছে কোনও রাজনৈতিক সমীকরণ? প্রশ্ন তুলছে বিরোধীদের একাংশ। চর্চা শুরু হয়েছে গতবারের বিধানসভা ভোটের ওয়ার্ডভিত্তিক ফলাফল নিয়েও। এদিকে নতুন পুর্নবিন্যাসে ওয়াটগঞ্জ থানা এবং একবারপুর থানার অন্তর্গত একটি বড় অংশ আলিপুর থানার আওতায় আনা হল। ফলে আলিপুরের ব্যাপ্তি বেড়েছে। পাশাপাশি নিউ মার্কেটের একটি অংশ পার্কস্ট্রিট থানার আওতায় আনা হল। অর্থাৎ দুটিতেই সাউথ ডিভিশনের অধীনে আনা হল। আগে ওয়াটগঞ্জ পুরোটাই ছিল পোর্ট ডিভিশনের অধীনে। সেটি এখন আলিপুরের অন্দরে। আর নিউ মার্কেটের যে অংশ এল পার্কস্ট্রিটের অধীনে সেই অংশটি ছিল সেন্ট্রাল ডিভিশনের অধীনে। সবটাই এখন সাউথ ডিভিশনের অন্দরে। অন্য আঙ্গিকে দেখলে দেখা যাবে ওয়াটগঞ্জ থানা এবং একবারপুর থানার অন্তর্গত যে অংশ আলিপুরের

আওতায় নিয়ে আসা হল সেটা ভাবনীপুর বিধানসভার মধ্যে পড়ে। আবার নিউ মার্কেটের যে সেন্ট্রাল ডিভিশন থেকে পার্কস্ট্রিট থানার হাত ধরে সাউথ ডিভিশনে আনা হল সেটাও ভবানীপুরের মধ্যে পড়ে। কারণ পার্কস্ট্রিটের আওতায় তিনটি বিধানসভা কেন্দ্র পড়ে। তারমধ্যে একটি ভবানীপুর। অর্থাৎ ভাবনীপুর বিধানসভার মধ্যেই ছিলই এই এলাকাগুলি, সেগুলি এবার একছাতার তলায় অর্থাৎ সাউথ ডিভিশন। এখন একটি ডিভিশনের আওতায় আনার পিছনে কী ভোটের অঙ্ক কাজ করছে? প্রশ্ন বিরোধীদের। প্রাক্তন আইপিএস নজরুল ইসলামও বিষয়টি সহজ করে ব্যাখ্যা করছেন। বলছেন, ''রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর পাশাপাশি পুলিশ মন্ত্রীও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবারও তিনি ভাবনীপুর থেকে দাঁড়াতে পারেন বলে একটা সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে ভবানীপুর থানা এলাকা তো আছেই সঙ্গে আরও কিছু কিছু থানার কিছু কিছু অংশ এই বিধানসভার মধ্যে রয়েছে। কেটে-জুড়ে যে অংশগুলিকে যে থানার মধ্যে আনা হল সবই সাউথ ডিভিশনে।'' কিন্তু এর সঙ্গে ভোটের কী সম্পর্ক? নজরুলবাবু করছেন বিস্ফোরক দাবি। বলছেন, ''ভোট দেরি থাকলেও ভোটার তালিকা নিয়েই এখন চাপানউতোর। এক একটা বুথে যে সমস্ত মৃত মানুষের নাম আছে, নাগরিকই নয় এমন মানুষের নাম আছে, সেই নামগুলির বাদ যাওয়া ঠেকাতে তো প্রশাসনের মধ্যে শক্ত হাত যাঁদের তাঁদের লাগবে। বিএলওরা তো আছেন, কিন্তু জোর আছে পুলিশের। ভবানীপুর এলাকার মধ্যে যে এলাকাগুলি পড়ছে সেগুলি যদি খুব বেশি থানায় না থেকে অল্প থানায় থাকে, একই ডিভিশনে থাকে তাহলে সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করা অনেক সহজ হবে। আমার ধারনা এ ছাড়া এর পিছনে অন্য কোনও কারণ থাকতে পারে না।'' তৃণমূল নেতা তন্ময় ঘোষ যদিও বলছেন, ''এটা রুটিন প্রশাসনিক রদবদল। আইন-শৃঙ্খলা যাতে ঠিক থাকে তাই এটা করা হয়েছে।'' বিজেপি নেতা সজল ঘোষ পাল্টা আক্রমণ করে বলছেন, ''এতে ওদের রাজনৈতিক লাভ হতে পারে। কিন্তু রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলার কোনও পরিবর্তন হবে না।''

'কমিশনকে কাজে লাগিয়ে বিজেপি সাইলেন্ট রিগিং করছে' কল্যাণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ নভেম্বরঃ নির্বাচন কমিশনের সাহায্য নিয়ে সাইলেন্ট রিগিং করছে বিজেপি। এবার বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এর আগে ঠিক একই ধরনের অভিযোগ করেন তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। এবার কল্যাণের বক্তব্য, ২০২৫ সালের ভোটার তালিকা অনুযায়ী, যদি বুথের সংখ্যা বাড়ে, তাহলে তো সেই ভোটার তালিকাকেই মান্যতা দিতে হয়। সাংবাদিক বৈঠকে কল্যাণ বলেন, ''২০২৫ সালের ভোটার লিস্ট মেনে যদি আজকে বুথ বাড়ানো হয়, তাহলে ২০২৫-এর জানুয়ারি পর্যন্ত যা যা ভোটার লিস্ট রয়েছে, তাকে মান্যতা দিতে হবে।'' এর পরই তিনি বলেন, ''এটা সিম্পল সাইলেন্ট রিগিং। নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে বিজেপি করছে। কোনও রকমের অসাংবিধানিক কথা বললে হবে না। ২০২৫ সালের ভোটার লিস্ট দেখে বুথ বাড়াচ্ছো, এদিকে ভোটারদের ক্ষেত্রে মান্যতা দিচ্ছো না, এটা তো ঠিক নয়। দ্বিচারিতা হয়ে যাচ্ছে।'' উল্লেখ্য, কুণাল ঘোষও 'সাইলেন্ট রিগিং'এর তত্ত্ব খাড়া করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ''ওরা কীভাবে বলছে কত লোক বাদে যাবে। এটা পরিকল্পিত চক্রান্ত। ওটা বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে বসে চক্রান্তটা ঠিক হয়েছে। সেই চক্রান্তের ফল নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে তাদের ওয়েবসাইটে উঠছে।'' এসআইআর আবহে বিজেপি ও নির্বাচন কমিশনকে আগেও একযোগে আক্রমণ শানিয়েছে শাসক নেতৃত্ব। এবার 'রিগিং' তত্ত্ব। যদিও এ প্রসঙ্গে বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা বলেন, ''বাংলাদেশের মাধ্যমে যারা বাংলাকে সাইলেন্ট সেলিং করছে, তাদের মুখে এসব মানায় না। সেটা আটকাটে বিজেপির যা করার সেটাই করবে। কারণ আমাদের কাছে দেশ আগে, রাজ্যবাসী আগে।''

'অযোগ্য' বাছাই না করেই ফের এসএসসি-তে শিক্ষাকর্মী নিয়োগ?

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ নভেম্বরঃ অযোগ্যদের নাম প্রকাশ না করেই এসএসসি-র শিক্ষাকর্মী নিয়োগ প্রক্রিয়া। সোমবার থেকেই শুরু হয়ে যাচ্ছে এসএসসি-র শিক্ষাকর্মী নিয়োগের প্রক্রিয়া। যোগ্য চাকরিহারাদের সঙ্গেই নতুনরাও আবেদন করতে পারবেন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত অযোগ্যদের তালিকা প্রকাশ করল না এসএসসি। শিক্ষাকর্মীর নিয়োগ প্রক্রিয়াতেও কি আবেদন করবেন অযোগ্যরা? তবে কি ফের কলুষিত হবে নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া? উঠছে সে প্রশ্নও। এ প্রসঙ্গে চাকরিহারা শিক্ষাকর্মী অচিন্ত্য মল্লিকের বক্তব্য, ''এই নিয়োগের বাস্তবতা কতটা রয়েছে, পরীক্ষায় সবাই কীভাবে অংশগ্রহণ করবে, যদি টেন্টেড লিস্ট সরকার নাই দেয়, তাহলে এই পরীক্ষা কীভাবে সম্ভব?'' তাঁর এও বক্তব্য, ''দীর্ঘ ৮ মাস ধরে কোনও বেতন নেই। সরকার একটা ভাতা ঘোষণা করেছিল, কিন্তু সেখানেও যোগ্য অযোগ্য গুলিয়ে দিয়েছিল। যদি সত্যিই যোগ্যদের ভাতা দেওয়ার ইচ্ছা থাকত, তাহলেও হয়তো কিছুটা টাকা পেতাম।'' প্রসঙ্গত, গত মে মাসেই রাজ্য সরকারের তরফে ঘোষণা করা হয়েছিল, চাকরিহারা গ্রুপ সি কর্মীদের প্রতি মাসে ২০ হাজার এবং গ্রুপ ডি কর্মীদের ১৫ হাজার টাকা ভাতা দেওয়া হবে। কিন্তু এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে মামলায় করেন 'ওয়েটিং লিস্ট'-এ থাকা চাকরিপ্রার্থীরা। মামলার জটে কলকাতা হাইকোর্ট আবার তাতে স্থগিতাদেশ দেয়। চাকরিহারা শিক্ষক অমিত মণ্ডল বলেন, ''আমরা আশঙ্কা করছি, এই বিষয়গুলো পরবর্তীকালে আইনি জটিলতার মধ্যে না পড়ে। ২০১৬ সালের যোগ্য শিক্ষাকর্মী যাঁরা রয়েছেন, সমস্ত গাইডলাইন মেনে সমস্ত পদক্ষেপ করা হোক।'' চলতি মাসের ৩ তারিখ শিক্ষাকর্মী পদে আবেদন গ্রহণ শুরু করতে চলেছে এসএসসি। যদিও এসএসসি সূত্রে অবশ্য খবর, দ্রুতই তালিকা প্রকাশ করার কথা ভাবছে তারা। গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি মিলিয়ে 'যোগ্য' চাকরিহারার সংখ্যা ৩,৩৯৪ জন। গ্রুপ সি-তে রয়েছেন ১,২৫৫ জন। গ্রুপ ডি-তে ২,১৩৯ জন। হাইকোর্টে দেওয়া এসএসসি-র শেষ তথ্য অনুযায়ী, গ্রুপ সি-তে 'অযোগ্য'দের সংখ্যা ১,১৬৪ জন। আর গ্রুপ ডি-তে ২,৩৪৯ জন।

কেন হঠাৎ ২ ডিগ্রি কমল তাপমাত্রা? কোনদিকে ঘুরছে হাওয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ নভেম্বরঃ স্থলভাগে ঢোকার পর থেকেই ধীরে ধীরে শক্তিক্ষয় হয়ে গিয়েছে মন্থার। রূপ বদলে নিম্নচাপ, তারপর ফের ঘূর্ণাবর্ত। ওই অবস্থাতেই সম্প্রতি গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশ সংলগ্ন এলাকায় অবস্থান করছিল। হাওয়া অফিস বলছে বর্তমানে আরও একটু সরে গিয়েছে। বাংলাদেশের দিকে সরে উত্তর বাংলাদেশে অবস্থান করছে। তবে নভেম্বরের শুরুতেই শীতপ্রেমীদের জন্য রয়েছে সুখবর। এবার ধীরে ধীরে পারাপতন দেখা যাবে গোটা বাংলাতেই। আবহাওয়া দফতর বলছে, আগামী দুই থেকে তিন দিনে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত কমবে রাজ্যে তাপমাত্রা। তবে সপ্তাহের মাঝে ফের জলীয় বাষ্পের আনাগোনা বাড়তে পারে উপকূলে। কারণে বঙ্গোপসাগরে আবারও নিম্নচাপ তৈরির পূর্বাভাস রয়েছে। তবে সোমবার থেকেই উত্তরবঙ্গে মোটের উপর শুষ্ক হাওয়ারই দেখা মিলবে। বৃষ্টি থেমেছে। এবার শুরু হয়েছে হাওয়া বদলের খেলা। সপ্তাহান্তে তাপমাত্রা কমছে একটু একটু করে। শনিবারের তুলনায় রবিবার দক্ষিণবঙ্গের তাপমাত্রা কমেছে আরও বেশ কিছুটা। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের রিপোর্ট অনুযায়ী, একদিনে ২ ডিগ্রি তাপমাত্রা কমে গিয়েছে। আর এর মূল কারণ হল মেঘলা আকাশ। হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস বলছে, সোমবার ও মঙ্গলবার দক্ষিণবঙ্গে সেই অর্থে কোনও বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। তবে ৫ নভেম্বর অর্থা আগামী বুধবার উপকূলের দুই ২৪ পরগনায় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। মায়ানমার উপকূলে একটি নিম্নচাপ অক্ষরেখা তৈরি হয়েছে। ৬ তারিখ অর্থাৎ বৃহস্পতিবারের পর দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা কমে যাবে। আগামিকাল শুধুমাত্র দার্জিলিং এবং কালিম্পং-এ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে। সোমবারের পর থেকে উত্তরবঙ্গ পুরোপুরি শুষ্ক থাকবে। দক্ষিণবঙ্গের তাপমাত্রা কমে যাওয়ার পরে এখন যেখানে দাঁড়িয়েছে, আগামী পাঁচ দিন সেই একইরকম তাপমাত্রা থাকবে বলে জানা যাচ্ছে। দক্ষিণবঙ্গের তাপমাত্রা ধীরেধীরে নিম্নমুখী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এবছর বর্ষা থেমে যাওয়ার পরও বারবার বৃষ্টি হয়েছে রাজ্যে। দুর্গা পুজো থেকে শুরু করে জগদ্ধাত্রী পুজো, প্রায় একমাস ধরে একটু বিরতি নিয়ে নিয়েই বৃষ্টি হয়েছে। অবশেষে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি থেমেছে। এদিকে, উত্তরবঙ্গে প্রবল বৃষ্টিতে ধস নেমে যে অবস্থায় হয়েছিল, তা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি সেখানকার মানুষ। তবে এবার ক্রমশ পরিস্থিতি বদলাচ্ছে। গত কয়েকদিন আগে হাজির হয়েছিল সাইক্লোন মন্থা। তবে পশ্চিমবঙ্গে তার ব্যাপক প্রভাব পড়েনি। এদিন কলকাতায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৪.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। শনিবার দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩১.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বা আপেক্ষিক আর্দ্রতা ঘোরাফেরা করছে ৭৮ থেকে ৯০ শতাংশের মধ্যে।

'বাড়ি-বাড়ি গিয়ে মহিলাদের ভয় দেখান' শেখাচ্ছেন তৃণমূল নেতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, উত্তর ২৪ পরগনা, ২ নভেম্বরঃ রাজ্যজুড়ে একের পর এক মৃত্যু। এর দায় তৃণমূল চাপাচ্ছে বিজেপির উপর। পাল্টা আবার বিজেপি বলছে, আতঙ্ক ছড়ানোর চেষ্টা করছে তৃণমূল। এই আবহের মধ্যেই এসআইআর আতঙ্ক ছড়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন একজন তৃণমূল নেতা। ভরা মঞ্চ থেকে তিনি নিদান দিচ্ছেন যাতে মহিলাদের এনআরসি-ডিটেনশন ক্যাম্প নিয়ে ভয় দেখানো হয়। তৃণমূল কর্মীদের রীতিমতো বাড়ি-বাড়ি গিয়ে ভয় দেখাতে বলছেন তিনি। তাপস বলেন, ''এনআরসি-র মাধ্যমে ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠাতে চাইছে বিজেপি।'' বাড়ি-বাড়ি গিয়ে প্রচার চালাতে নির্দেশ দিচ্ছে আইএনটিটিইউসি-র উত্তর ২৪ পরগনার জেলা সভাপতি তাপস দাসগুপ্ত। যে সময় আতঙ্কে একের পর এক মানুষ এইভাবে নিজের প্রাণ নিচ্ছেন, সেখানে এই ধরনের মন্তব্য কতটা যুক্তি সঙ্গত তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন সকলে। তাপসবাবুকে মঞ্চের উপর থেকে মহিলা তৃণমূল কর্মীদের শিখিয়ে বলছেন, ''এলাকায় যাঁরা মহিলা তৃণমূল করেন তাঁরা বাড়ি-বাড়ি যান। মহিলাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। বলবেন ভোটার লিস্টে নাম কেটে যাবে, আর আপনাকে ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেবে। বিজেপি আমাদের ভোটার লিস্টের নাম কেটে ডিটেনশন ক্যাম্পে ঢোকাতে চাইছে। মহিলাদের ভয় পাইয়ে দেবেন। দেখবেন হয়ে যাবে। কারণ বাড়ির পুরুষরা তো বাড়িতে থাকে না। ওই বলে দেবে ঠিক আছে হয়ে যাবে বলে কাটিয়ে দেবে। তবে মহিলাদের যন্ত্রণা হবে। ভয় পাবে। আর বিএলওদের পিছনে লাগতে হবে। যদি নিরপেক্ষ কাজ না করে তাহলে কিন্তু কাজ করতে দেওয়া হবে না।'' তাপসের এই বক্তব্যের পাল্টা প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন বিজেপি নেতা সজল ঘোষ। তিনি বলেন, ''মানুষকে ভয় দেখান...আজ কোন জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছি আমরা। ওরা তো চাইছে ভয় দেখাতে। যদি আরও একটা মরে যায় তাহলে আবারও নাচব, আবির খেলব। ওরা তো চায় বাংলার মানুষ আতঙ্কিত হোক। বাংলার মানুষ মরুক। আর যত মরবে ওরা ডিজে বাজাবে তত আন্দোলন করবে। তাই তো হচ্ছে। আমরা তো দেখলাম প্রদীপ করের নামে ডিজে বাজিয়ে নাচছে। কী অবস্থা একজন নেতা বলছেন রান্নাঘরে ঢুকে পড়ো। আরে রান্নাঘর কেন বাথরুমেও ঢুকতে দেবে না তোকে।'' পরে নিজের স্বপক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে তাপস বলেছেন, 'কেন্দ্র তো কত মানুষের নাম বাদ দিচ্ছে। এসআইআর নিয়ে মানুষ ভয় পাচ্ছেন তাই আমি পরিষ্কার বলে দিয়েছি যেন নিরপেক্ষভাবে কাজ হয়।'

'বাড়াবাড়ি করে মানুষকে বিপদে ফেলছে' ভোটার অধিকার রক্ষা অভিযানে নামল সিপিএম

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ নভেম্বরঃ শুরু হয়ে গিয়েছে এসআইআর। তরজা, চর্চা সবই চলছে পুরোদমে। কোমর বেঁধে মাঠে নেমেছে কমিশন। মাঠে নেমে পড়েছে রাজনৈতিক দলগুলিও। চলছে বিএলওদের ট্রেনিংও। তৎপর বিএলএ-রাও। সূত্রের খবর, মূল দলগুলিরর মধ্যে ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত সিপিএম ৬ হাজার ১৭৫ জনের নাম জমা দিয়েছে। এরইমধ্যে সেই বামেরাই শুরু করে দিয়েছে নতুন উদ্যোগ। এর আগে রাহুল গান্ধির উদ্যোগে বিহার দেখেছে ভোটার অধিকার যাত্রা। এবার গোটা বাংলাতেই ভোটার অধিকার রক্ষা অভিযান শুরু করল সিপিআইএম। খোলা হয়েছে ভোটার অধিকার রক্ষা

কেন্দ্র। ঝুলছে পোস্টার। আর তাতেই এসআইআরকে মাথা করে তৃণমূল-বিজেপিকে দেওয়া হয়েছে রাজনৈতিক খোঁচাও। প্রশ্ন তোলা হয়েছে দুই দলের রাজনৈতিক অভিসন্ধি নিয়েও। সিপিএম নেতারা বলছেন, এসআইআর নিয়ে ভোটারদের সহযোগিতা করাই এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য। বিভিন্ন জায়গায় ক্যাম্প করে ২০০২ এর তালিকায় নাম আছে কি না তা জানাচ্ছে সিপিআইএম। নাম না থাকলে কী কী নথি রেডি রাখতে হবে তাও বলে দেওয়া হচ্ছে। এক মাস ধরে চলবে ক্যাম্প। তবে এদিন বেশ কিছু মানুষের আনাগোনা দেখা গেল ক্যাম্পে। সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলছেন, ''ভোটার লিস্টে সংশোধন বরাবরই হয়। কিন্তু এখানে একটু বাড়াবাড়ি করে মানুষকে বিপদে ফেলছে। সে কারণেই মানুষকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে ২০০২ আর ২০২৫ সালের ভোটার লিস্ট নিয়ে বসেছি। কার নাম নেই, কার নাম আছে, কী অসুবিধা সবটাই দেখা হচ্ছে। কীভাবে সমস্যার মোকাবিলা হবে সেই উদ্দেশ্যেই বসানো হয়েছে ক্যাম্প। একমাস ধরে আমরা এই ক্যাম্প চালাব।''

জনসভায় গিয়ে মোদিকে 'ডরপোক' বললেন রাহুল, জনসংযোগে জলে নেমে মাছ ধরলেন, সাঁতার কাটলেন

সংবাদ সংস্থা, বেগুসরাই, ২ নভেম্বরঃ বিহার জুড়ে চড়ছে রাজনৈতিক পারদ। বেগুসরাই ও খাগাড়িয়ার নির্বাচনী জনসভা থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি। বললেন, ''৫৬ ইঞ্চি ছাতির দাবিদার প্রধানমন্ত্রী আসলে 'ডরপোক' (ভীতু)''। রাহুলের এই মন্তব্যে চড়েছে রাজনৈতিক উত্তাপ। ওই জনসভাগুলিতে রাহুল দাবি করেন, ''মোদিজি বড় বড় কথা বলেন, কিন্তু দেশের যুবকদের কর্মসংস্থানের কথা বলেন না। শিল্প, কৃষি বা শিক্ষার উন্নয়ন নয়, শুধু বিভাজনের রাজনীতি করেন।'' কংগ্রেস নেতা আরও বলেন, ''বিহারে উন্নয়নের নামে মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বিজেপি।'' অন্যদিকে, মোখামা কেন্দ্রে ভোটযুদ্ধ পরিণত হয়েছে দুই 'বাহুবলী'র সংঘর্ষে। একদিকে জেডিইউ নেতা অনন্ত সিং, অন্যদিকে এলজেপি প্রার্থী বীণা দেবী- সুরজভান সিং-এর স্ত্রী। অনন্ত সিংয়ের বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক খুনের মামলার পর থেকেই এলাকা কার্যত অগ্নিগর্ভ। মাহাগঠবন্ধনের তরফে তেজস্বী যাদবও নামেন প্রচারে। তিনি সরাসরি প্রশ্ন তোলেন রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে। তেজস্বীর বক্তব্য, ''যেখানে অপরাধীরা প্রভাব খাটায়, সেখানে সাধারণ মানুষ নিরাপদ নয়। এই রাজ্যে শান্তি ফিরিয়ে আনতে হবে।'' চূড়ান্ত ভোটযুদ্ধের আগে বিহারের রাজনৈতিক ময়দানে একদিকে মোদি বনাম রাহুল, অন্যদিকে দুই 'বাহুবলী'র রণক্ষেত্র-মোখামা। সব মিলিয়ে রাজ্যের রাজনীতি এখন

যেন উত্তপ্ত মঞ্চের নাটক। অন্যদিকে, জনসভা সেরে বেগুসরাই জেলায় হঠাৎই মাছ ধরতে নেমে পড়লেন কংগ্রেস নেতা। স্থানীয় মল্লাহ সম্প্রদায়ের মানুষদের সঙ্গে সরাসরি মিশে গেলেন তিনি। সঙ্গে ছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী মুকেশ সাহানি, যাঁর বিকাশশীল ইনসান পার্টি 'ইন্ডিয়া' জোটের শরিক। দু'জনে মিলে নৌকায় চেপে মাঝ পুকুরে পৌঁছন। সেখানে সাহানি জামাকাপড় খুলে কেবল গেঞ্জি আর হাফপ্যান্ট পরে জাল ফেলেন। তাঁর দক্ষতায় মুগ্ধ রাহুল গান্ধিও হাসিমুখে তাকিয়ে থাকেন। এরপর সাহানি কোমরজলে নেমে পড়তেই রাহুলও নেমে পড়েন তাঁর পিছু পিছু। চারপাশে তখন গগনভেদী স্লোগান- রাহুল গান্ধি জিন্দাবাদ! মল্লাহ সম্প্রদায়ের অনেকে সেই সময় পুকুরপাড়ে ভিড় করেছিলেন। কেউ কেউ নিজেরাও জলে নেমে পড়েন রাহুলদের সঙ্গে মাছ ধরতে। শুধু তাই নয়, কানহাইয়া কুমারকে সঙ্গে নিয়ে সাঁতারও কাটেন কংগ্রেস সাংসদ। কংগ্রেসের অফিসিয়াল এক্স হ্যান্ডেল থেকে ভিডিওটি শেয়ার করে লেখা হয়েছে, রাহুল গান্ধি আজ মৎস্যজীবীদের সঙ্গে তাঁদের জীবনের সংগ্রাম ও চ্যালেঞ্জ নিয়ে কথা বললেন। পোস্টে আরও জানানো হয়েছে, ইন্ডিয়া জোট ক্ষমতায় এলে মৎস্যজীবীদের জন্য একাধিক প্রকল্প চালু হবে- যার মধ্যে আছে মাছচাষের বিমা প্রকল্প এবং তিন মাসের নিষেধাজ্ঞার সময় প্রতি পরিবারকে ৫,০০০ টাকা আর্থিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি। এই অপ্রচলিত নির্বাচনী প্রচার যেন রাহুল গান্ধির নতুন রাজনৈতিক ভাবমূর্তি তুলে ধরল-মাটির মানুষ, যিনি ভোটের মাঠে যেমন সক্রিয়, তেমনি জনগণের জীবনের বাস্তবতার সঙ্গেও যুক্ত।

'পাকিস্তানে বিস্ফোরণ হলে কংগ্রেসের ঘুম উড়ে যায়'

সংবাদ সংস্থা, আরাহ, ২ নভেম্বরঃ বিহারে নির্বাচনের আগে ফের কংগ্রেসকে নিশানা করে তীব্র আক্রমণ শানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রবিবার আরাহ-র এক জনসভা থেকে তিনি অভিযোগ করেন, পাকিস্তানে বিস্ফোরণের সময় কংগ্রেসের 'রাজপরিবারের' ঘুম উড়ে গিয়েছিল। তাঁর কটাক্ষ, 'অপারেশন সিঁদুর'-এর পরও পাকিস্তান ও কংগ্রেসের নামদাররা এখনও ঘোর কাটিয়ে উঠতে পারেনি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ''আজ ভারত নিজের শক্তিতে জঙ্গিদের ঘাঁটিতে ঢুকে তাদের শেষ করছে। সম্প্রতি আমরা 'অপারেশন সিঁদুর' অভিযান চালিয়েছি। এটা কি আমাদের দেওয়া গ্যারান্টির প্রমাণ নয়? আমাদের সেনার এই সাহসিকতায় প্রত্যেক ভারতবাসীর গর্ব হওয়া উচিত। কিন্তু কংগ্রেস ও আরজেডি এর পরেও অসন্তুষ্ট। পাকিস্তানে বিস্ফোরণ হলে কংগ্রেসের রাজপরিবারের ঘুম উড়ে যায়। আজও তারা ও পাকিস্তান, 'অপারেশন সিঁদুর'-এর ধাক্কা সামলে উঠতে পারেনি।'' প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, জম্মু ও কাশ্মীর

থেকে ৩৭০ অনুচ্ছেদ প্রত্যাহার করা ছিল 'মোদির গ্যারান্টি', আর সেই প্রতিশ্রুতি পূরণও হয়েছে। তাঁর কথায়, ''আজ জম্মু ও কাশ্মীরে ভারতের সংবিধান পুরোপুরি কার্যকর হয়েছে।'' রবিবারের জনসভায় প্রধানমন্ত্রী শুধু বিরোধী জোটকে আক্রমণ করেননি, এনডিএ সরকারের উন্নয়নমূলক কাজগুলিও তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, ''বিহারের মানুষ রেকর্ড সংখ্যক ভোটে এনডিএ সরকারকে আবার ক্ষমতায় আনবে। এই সরকার সৎভাবে কাজ করবে, দূরদর্শী পরিকল্পনায় এগোবে এবং বিহারকে একটি উন্নত রাজ্যে পরিণত করবে। আমাদের লক্ষ্য 'বিকশিত ভারত', আর তার প্রথম ধাপ হচ্ছে 'উন্নত বিহার'।'' রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, নির্বাচনের আগে মোদির এই মন্তব্য আসলে বিজেপির কৌশলগত প্রচারের অংশ। তিনি 'অপারেশন সিঁদুর'-এর সাফল্যকে জাতীয় গর্বের সঙ্গে যুক্ত করে ভোটারদের আবেগে টান দিতে চাইছেন। পাশাপাশি, কংগ্রেসকে দুর্বল দেখাতে চাইছেন। সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-ও দাবি করেন, বিহারে ফের এনডিএ-ই সরকার গঠন করবে। তিনি বলেন, ''২০০৫ সালের পর থেকে বিহারে আইনশৃঙ্খলা ও পরিকাঠামোয় যে পরিবর্তন এসেছে, তা মানুষ নিজের চোখে দেখেছে। আগে আলোচনা হতো ডাকাতি, হত্যা আর লুঠ নিয়ে, এখন আলোচনা হয় উন্নয়ন আর কর্মসংস্থান নিয়ে।'' প্রসঙ্গত, বিহারে আগামী ৬ ও ১১ নভেম্বর দু'দফায় ভোট হবে এবং আগামী ১৪ নভেম্বর ভোট গণনা।

দিল্লিতে 'বিষ-বায়ু', মোদিকে বিশেষ বার্তা প্রিয়াঙ্কার

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২ নভেম্বরঃ আবারও দিল্লির আকাশ ঢেকে গিয়েছে ঘন ধোঁয়ায়। রাজধানীর বাতাসে দূষণের মাত্রা সোমবার পৌঁছেছে গুরুতর পর্যায়ে। বেশ কয়েকটি অঞ্চলের এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স 'সিভিয়ার' ক্যাটেগরিতে পৌঁছেছে। এই পরিস্থিতে বিজেপি নেতৃত্বাধীন দিল্লি সরকারকে অবিলম্বে পদক্ষেপ করার আর্জি জানিয়েছেন কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধি বঢরা। সম্প্রতি প্রিয়াঙ্কা গান্ধি ওয়েনাড় এবং বিহারে সফর সেরে দিল্লিতে ফিরেছেন। এক্স হ্যান্ডলে কংগ্রেস নেত্রী লিখেছেন, 'প্রথমে ওয়েনাড়, তারপরে বিহারের বচওয়ারা হয়ে দিল্লির বাতাসে ফিরে আসা সত্যিই মর্মান্তিক।' তিনি আরও বলেন, 'এই শহরটি যে দূষণে ঢাকা পড়েছে, তা যেন একটি ধূসর পর্দা যা পুরো শহরের উপর ছুড়ে দেওয়া হয়েছে। এটা আসলেই সময় এসেছে যে আমরা সবাই একত্রিত হয়ে, রাজনৈতিক সংকীর্ণতার বাইরে গিয়ে এই বিষাক্ত বাতাসের বিরুদ্ধে কিছু করতে এগিয়ে আসি। কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারকে অবিলম্বে পদক্ষেপ করতে হবে। এই ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে রক্ষা পেতে যে কোনও পদক্ষেপ করলে আমরা সকলেই সমর্থন এবং সহযোগিতা করব। প্রতি বছর দিল্লির নাগরিকরা এই বিষাক্ত বাতাসের শিকার হন, কিন্তু কখনও কোনও স্থায়ী সমাধান মেলেনি।' কংগ্রেস নেত্রী

আরও লিখেছেন, 'যারা শ্বাসকষ্টে ভুগছেন, যারা প্রতিদিন স্কুলে যান, বিশেষ করে শিশুরা এবং প্রবীণ নাগরিকদের জরুরি হস্তক্ষেপ প্রয়োজন যাতে এই গাঢ় অন্ধকার ধোঁয়া পরিষ্কার করা যায়।' প্রিয়াঙ্কা গান্ধি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা এবং কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদবকে ট্যাগ করে তাঁদের অবিলম্বে পদক্ষেপ নেওয়ার আবেদন জানান। রাজধানীর বায়ু মান গত কয়েক সপ্তাহে মারাত্মকভাবে অবনতি হয়েছে। রবিবাসরীয় সকালে দিল্লিবাসীর ঘুম ভেঙেছে ঘন কুয়াশার মধ্যে। একদিকে ধোঁয়াশার ঘনত্ব, অন্যদিকে বায়ুর গতিবেগ একেবারে মৃদু- যার ফলে দূষণ ফের লাফিয়ে বাড়ছে বলেই মনে করছে সিপিসিবি। বেশ কিছু অঞ্চলে দূষণের মাত্রা রয়েছে চারশোর আশপাশে। যাকে ঘিরে শঙ্কা বাড়ছে। বিভিন্ন অঞ্চলের একিউআই 'ভেরি পুওর' থেকে 'সিভিয়ার' ক্যাটেগরিতে পৌঁছেছে। ৩৯টি মনিটরিং স্টেশন থেকে গড় একিউআই ৩০৩ রেকর্ড করা হয়েছে, তবে ওয়াজিরপুর এবং আনন্দ বিহারের মতো এলাকাগুলিতে 'সিভিয়ার' একিউআই রিডিং পাওয়া গেছে। দীপাবলির পর থেকেই বিষাক্ত হয়ে উঠেছিল দিল্লির বাতাস। তাই 'ক্লাউড সিডিং'-এর ব্যবস্থা করেছিল দিল্লি সরকার। মঙ্গলবার তার ট্রায়াল হয়। কিন্তু বৃষ্টি হয়েছে না হওয়ার মতো। পাশের রাজ্য হরিয়ানা ও পাঞ্জাবের খড় পোড়ানো, যানবাহনের নির্গমন, জলবায়ু পরিস্থিতি এবং নির্মাণ ও শিল্পকর্ম দিল্লির বায়ু দূষণের মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। বর্তমানে দিল্লির বায়ু দূষণ মোকাবিলার জন্য 'গ্রেডেড রেসপন্স অ্যাকশন প্ল্যান'-এর দ্বিতীয় স্তরের বিধিনিষেধ কার্যকর রয়েছে। এদিকে, নাগরিকদের স্বাস্থ্য রক্ষা এবং বায়ু মানের উন্নতির জন্য দিল্লির সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা পুনরায় উঠেছে।

ক্যানবেরায় শেষ ভারত-অস্ট্রেলিয়া সেনা বৈঠক, আঞ্চলিক স্থিতিশীলতায় জোর

ক্যানবেরা, ২ নভেম্বর ঃ অস্ট্রেলিয়ার রাজধানী ক্যানবেরায় তিন দিনব্যাপী ভারত-অস্ট্রেলিযা সেনা পর্যায়ের দ্বিপাক্ষিক বৈঠক শুক্রবার শেষ হযেছে। বৈঠকটি ২৯ থেকে ৩১ অক্টোবর (বুধবার থেকে শুক্রবার) পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়েছে। আলোচনায় দুই দেশের সেনাবাহিনীর পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির পাশাপাশি অ্যামফিবিয়স অপারেশন ও আনম্যানড এযারক্রা ফ্ট সিস্টেমের মতো নতুন ক্ষেত্রে যৌথ উদ্যোগ গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। উভয় দেশই আঞ্চলিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করে। ভারতীয় প্রতিনিধিদল অস্ট্রেলিয়ান ওযার মেমোরিয়ালে শ্রদ্ধা নিবেদন করে এবং রয়্যাল মিলিটারি কলেজ, ডাংট্রুন পরিদর্শন করেন।

শাহরুখ খানের জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২ নভেম্বর ঃ বলিউড কিং শাহরুখ খানের রবিবার ৬০-তম জন্মদিন। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি শাহরুখকে ভাই হিসেবে মনে করেন। সামাজিক মাধ্যমে বলিউড কিং শাহরুখ খানকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী সামাজিক মাধ্যমে লেখেন, আমার ভাই শাহরুখ খানকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা! আশা করি আপনি ভারতীয় সিনেমাকে আপনার প্রতিভা দিয়ে আরও সমৃদ্ধ করবেন। প্রসঙ্গত, শাহরুখ খানের কলকাতার সঙ্গে নিবি। সম্পর্ক রয়েছে।

ইয়েলো লাইনে বাড়বে মেট্রো পরিষেবা

কলকাতা, ২ নভেম্বরঃ আগামী সপ্তাহের শনিবার থেকেই ইয়েলো লাইনে বাড়বে পরিষেবার সংখ্যা। যাত্রীদের যাতাযাতের সুবিধার জন্য এই সময়সূচিতে রদবদল বলে জানিয়েছে কলকাতা মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ।গত ২২ অগস্ট রাজ্যে আসেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আর ওইদিনই তাঁর হাত দিয়েই উদ্বোধন হয় কলকাতা মেট্রোর তিনটি প্রকল্প। এর মধ্যে ছিল ইয়েলো লাইনের নোয়াপাড়া-জয় হিন্দ বিমানবন্দর (৬.৭৭ কিমি)। ইয়েলো লাইন নোয়াপাড়া থেকে বিস্তৃত হবে বারাসাত পর্যন্ত। এর নির্মাণকাজ চলছে।শনিবার দিনের প্রথম পরিষেবাঃহাওড়া ময়দান থেকে সল্ট

বিশ্বকাপ ফাইনাল , এক টিকিটের দাম প্রায় ২ লাখ টাকা!

মুম্বই, ২ নভেম্বর ঃ মুম্বইয়ে রবিবার মহিলা ওয়ানডে বিশ্বকাপের ফাইনালে মুখোমুখি হবে ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকা। মহিলা বিশ্বকাপে প্রথমবার চ্যাম্পিয়ন হতে পারে ভারত, তাই স্বাগতিক দেশের দর্শকদের মধ্যে টিকিট নিয়ে রীতিমতো কাড়াকাড়ি চলছে। ফাইনালের টিকিটের জন্য শনিবার ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামের কাউন্টারের সামনে দেখা গেছে লম্বা লাইন। তবে রবিবার স্থানীয় সময় দুপুর ৩টায় ম্যাচের জন্য অফলাইন টিকিট ছাড়া হবে বলে জানানো হয়েছে। এছাড়া অনলাইনেও চলছে টিকিট বিক্রি। অতিরিক্ত চাহিদার কারণে টিকিটের দামও বেড়েছে। নির্দিষ্ট একটি গ্যালারির প্রতিটি টিকিটের দাম প্রায় ২ লাখ টাকার কাছাকাছি! ভায়াগোগোর মতো ওয়েবসাইটগুলোতে কিছু টিকিট মিলছে যেখানে দাম ৬,৫০০ টাকা থেকে শুরু করে ১ লাখ ৩০ হাজার টাকার বেশি

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

'উদীয়মান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন কনক্লেভ'-এর উদ্বোধন সোমবার, গবেষণা-উন্নয়নের নতুন দিগন্তে ভারত

নয়াদিল্লি, ২ নভেম্বর ঃ দেশের বিজ্ঞানচর্চা ও প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের নতুন ইতিহাস রচনা হতে চলেছে আগামী সপ্তাহে। সোমবার অর্থাৎ ৩ নভেম্বর সকালে নয়াদিল্লির ভারত মণ্ডপমে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উদ্বোধন করবেন ' বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন কনক্লেভ ২০২৫'। সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হবে তিন দিনের এই বৃহ বিজ্ঞান সম্মেলন, যা দেশের গবেষণা, উন্নয়ন ও উদ্ভাবনের জগতে এক নতুন যুগের সূচনা করবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।এই কনক্লেভের অন্যতম আকর্ষণ হতে চলেছে প্রধানমন্ত্রী মোদীর ঘোষিত এক বিশাল তহবিল-গবেষণা ও উদ্ভাবন প্রকল্প তহবিল-যার পরিমাণ ১ লক্ষ কোটি টাকা। এই তহবিলের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার দেশে বেসরকারি ক্ষেত্রনির্ভর গবেষণা ও উন্নয়ন বাস্তুতন্ত্রকে উসাহ দিতে চায়। এতদিন পর্যন্ত ভারতে সরকারি সংস্থা ও সরকারি অর্থায়িত গবেষণা প্রকল্পই ছিল মুখ্য, কিন্তু এই নতুন তহবিল চালুর পর বেসরকারি উদ্যোগ ও স্টার্টআপগুলি গবেষণার ক্ষেত্রে নতুন করে বিনিয়োগ ও উদ্ভাবনের পথে এগোতে পারবে। দেশের তরুণ বিজ্ঞানী, উদ্যোক্তা ও উদ্ভাবকদের জন্য এটি এক বিরাট সুযোগের দুয়ার খুলে দেবে বলে মত শিক্ষাবিদদের।তিন দিনব্যাপী এই কনক্লেভ অনুষ্ঠিত হবে ৩ থেকে ৫ নভেম্বর পর্যন্ত। এতে অংশ নেবেন বিশ্বের খ্যাতনামা বিজ্ঞানী, নোবেলজয়ী, উদ্ভাবক, নীতিনির্ধারক ও গবেষকরা। পাশাপাশি ভারতের নামকরা শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান, শিল্পক্ষেত্রের প্রতিনিধি এবং সরকারি আধিকারিকসহ প্রায় তিন হাজারেরও বেশি অংশগ্রহণকারী থাকবেন এই বিশাল অনুষ্ঠানে। এক মঞ্চে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও নীতি- এই তিন স্তম্ভের প্রতিনিধিদের একত্র করে, ভবিষ্যতের গবেষণার রূপরেখা তৈরি করাই এই কনক্লেভের মূল উদ্দেশ্য।জানা গিয়েছে, কনক্লেভে মোট ১১টি বিষয়ভিত্তিক ক্ষেত্র নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিটি ক্ষেত্রই আধুনিক ভারতের প্রযুক্তিগত উন্নয়নের কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেবে নির্বাচিত হযেছে। এর মধ্যে রয়েছে উন্নত উপকরণ ও উৎপাদন (Advanced Materials Manufacturing), কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (Artificial Intelligence), জৈব-উৎপাদন (Bio-manufacturing), নীল অর্থনীতি বা ব্লু ইকোনমি (Blue Economy), ডিজিটাল যোগাযোগ (Digital Communication), ইলেকট্রনিক্স ও সেমিকন্ডাক্টর উপাদন (Electronics Semiconductor Manufacturing), উদীযমান কৃষি প্রযুক্তি (Emerging Agricultural Technologies), শক্তি, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন (Energy, Environment Climate), স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা প্রযুক্তি (Health Medical Technologies), কোয়ান্টাম বিজ্ঞান (Quantum Science Technology) &¤} ³ÒàA¡àÅ šø™å[v¡û¡ (Space Technology)।এই ১১টি ক্ষেত্র ভারতের আগামী কয়েক দশকের প্রযুক্তিগত বিকাশের দিশারি হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ইতিমধ্যেই শিক্ষাক্ষেত্র, কৃষি, স্বাস্থ্য ও প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটাচ্ছে। ভারত সরকার চাইছে, এই খাতে দেশীয় প্রযুক্তি ও দেশীয় প্রতিভার বিকাশ ঘটুক, যাতে বিদেশি নির্ভরতা কমে। একইভাবে, কোয়ান্টাম প্রযুক্তি ও মহাকাশ গবেষণা এখন ভারতের বৈজ্ঞানিক শক্তির প্রতীক হয়ে উঠছে। ' ও ' এল-১'-এর সাফল্যের পর বিশ্ব এখন ভারতের দিকে তাকিযে, এবং সেই ধারাকেই আরও এগিযে নিতে চায় এই কনক্লেভ।জৈব-উপাদন এবং কৃষি প্রযুক্তির মতো ক্ষেত্রগুলিও এবার আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। ভারতের খাদ্য নিরাপত্তা ও টেকসই কৃষি উন্নযনে এই দুই ক্ষেত্রের ভূমিকা অপরিসীম। ' অর্থনীতি' বা ব্লু ইকোনমি সম্পর্কেও আলাদা গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। সমুদ্রসম্পদ, মৎস্যচাষ, বন্দর উন্নয়ন এবং সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য রক্ষা করে অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটানোর পথ খুঁজবে ভারত। এই দিকটি প্রধানমন্ত্রী মোদীর ' গ্রোথ ইনিশিযেটিভ'-এর সঙ্গে সরাসরি যুক্ত।এছাড়া ইলেকট্রনিক্স ও সেমিকন্ডাক্টর উপাদন ভারতের ' ইন ইন্ডিয়া' নীতির পরবর্তী ধাপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। বিশ্বজুড়ে চিপ সংকটের প্রেক্ষিতে ভারত এখন একটি বিকল্প কেন্দ্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে। এই কনক্লেভে সেই উদ্যোগকে আরও গতিশীল করার রূপরেখা ঘোষণা হতে পারে।স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা প্রযুক্তির উন্নযনেও জোর দেবে এই কনক্লেভ। করোনা-পরবর্তী বিশ্বে স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও ডিজিটাল চিকিৎসার গুরুত্ব বহুগুণে বেড়েছে। ভারতের মেডিকেল ইনোভেশন ও বায়োটেকনোলজি স্টার্টআপগুলির জন্য এই মঞ্চ এক অনন্য সুযোগ এনে দেবে।সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, কনক্লেভ চলাকালীন বিভিন্ন সেশন, প্যানেল আলোচনা ও প্রদর্শনীর মাধ্যমে দেশি-বিদেশি বিশেষজ্ঞরা তাদের গবেষণা, নতুন প্রযুক্তি ও ভবিষ্যতের পরিকল্পনা তুলে ধরবেন। দেশের বিভিন্ন IIT, IISc, AIIMS, DRDO, ISRO &¤} BARC-এর প্রতিনিধিরাও থাকবেন এই অনুষ্ঠানে। তাদের সঙ্গে শিল্প ও উদ্যোক্তা প্রতিনিধিদের সরাসরি সংলাপের মাধ্যমে গড়ে উঠবে নতুন ধরনের সহযোগিতা।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সবসময়ই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে জাতীয় অগ্রগতির মূল চালিকাশক্তি হিসেবে দেখেন। স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষে ' সূচনায় তিনি বারবার বলেছেন, ভবিষ্যতের ভারত হবে উদ্ভাবনের ভারত, যেখানে বিজ্ঞানই হবে উন্নযনের মেরুদণ্ড। সেই ভাবনাকেইত্ব বাস্তব রূপ দিতে এই উদীয়মান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন কনক্লেভ হতে চলেছে এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ।বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রকের তরফে জানানো হযেছে, আগামী তিন দিনে অনুষ্ঠিত হবে একাধিক ' প্লেনারি সেশন', যেখানে বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানীরা বক্তব্য রাখবেন। পাশাপাশি, থাকবে প্রদর্শনী এলাকা, যেখানে দেশীয় স্টার্টআপ, উদ্ভাবক ও শিল্পপ্রতিষ্ঠান তাদের গবেষণা ও পণ্য উপস্থাপন করবে।অনুষ্ঠানের শেষ দিনে ' ইনোভেশন অ্যাওয়ার্ডস ২০২৫'-এর মাধ্যমে পুরস্কৃত করা হবে সেরা উদ্ভাবনকে। যুব বিজ্ঞানী, গবেষক ও স্টার্টআপ উদ্যোক্তাদের মধ্যে এই পুরস্কার সঞ্চার করবে নতুন অনুপ্রেরণা।ভারত মণ্ডপমে অনুষ্ঠিত হতে চলা এই কনক্লেভ শুধু একটি বৈজ্ঞানিক সমাবেশ নয়, বরং এটি ভারতের প্রযুক্তিগত আত্মনির্ভরতার যাত্রাপথে এক বিশাল পদক্ষেপ। প্রধানমন্ত্রী মোদীর উদ্বোধনী ভাষণে দেশের গবেষণা-উন্নয়নের ভবিষ্য রূপরেখা স্পষ্ট হবে বলে মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহল। ' ভারতের' গঠনযাত্রায় এই কনক্লেভ হয়ে উঠবে এক যুগান্তকারী অধ্যায়, যেখানে বিজ্ঞান, উদ্ভাবন ও শিল্প একসঙ্গে মিশে গড়বে আধুনিক, আত্মনির্ভর ভারত গড়ে উঠবে।

লালু-রাবড়ির আমলে বিহারের অবনতি হয়েছিল ভয়াবহভাবে - নির্বাচনী জনসভা থেকে সরব অমিত শাহ

মুজফ্ফরপুর, ২ নভেম্বর ঃ বিহারের রাজনীতি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে বিধানসভা নির্বাচনের আগে। রবিবার মুজফ্ফরপুরে নির্বাচনী জনসভা থেকে আরজেডি ও মহাজোটের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা বিজেপির শীর্ষ নেতা অমিত শাহ। তাঁর কটাক্ষ, লালু-রাবড়ির শাসনকালে বিহারের পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য অবনতি ঘটেছিল। সেই সময়ের বিহার ছিল অপরাধ, দুর্নীতি আর জঙ্গলরাজের প্রতীক। আজ সেই অধ্যায়ে ফেরার সুযোগ দেওয়া মানে রাজ্যকে আবার অন্ধকারে ঠেলে দেওয়া।অমিত শাহর বক্তব্যে স্পষ্ট ছিল, আসন্ন নির্বাচনে এনডিএ সরকার ও নীতীশ কুমারের নেতৃত্বের প্রতি আস্থা রাখার বার্তা পৌঁছে দিতে চান তিনি। জনসভায় হাজার হাজার সমর্থকের উপস্থিতিতে বিজেপি নেতার কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হল বিজেপির পুরনো রাজনৈতিক স্লোগান - জঙ্গলরাজ নয়, উন্নয়ন রাজ চাই।অমিত শাহ বলেন, বিহারের মানুষ যেন ভুলে না যান, লালু-রাবড়ির ১৫ বছরের শাসনে কেমন ছিল রাজ্যের অবস্থা। রাস্তায় বেরোতে মানুষ ভয় পেতেন, অপরাধে ভরেছিল রাজ্য। চাঁদাবাজি, খুন, অপহরণ, প্রশাসনের দুর্নীতি-সব কিছু মিলিয়ে তখন বিহার ছিল দেশের সবচেয়ে পশ্চাপদ রাজ্য। আজ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের নেতৃত্বে সেই বিহার উঠে দাঁড়িয়েছে। উন্নয়ন এখন প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে।তিনি আরও যোগ করেন, এখন সময় এসেছে বিহারের মানুষকে একটাই সিদ্ধান্ত নিতে - তাঁরা কি আবার সেই জঙ্গলরাজে ফিরতে চান, না কি শান্তি, উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের পথে এগোতে চান? ভোট কোনও প্রার্থীকে বিধাযক বা মন্ত্রী বানানোর জন্য নয়, বরং বিহারের ভবিষ্য নির্ধারণের জন্য।সভা থেকে অমিত শাহ তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন লালু প্রসাদ যাদব ও কংগ্রেস নেত্রী সোনিযা গান্ধীকেও। তাঁর অভিযোগ, লালুজি দেশের কথা ভাবেন না, তিনি শুধু নিজের পরিবারের কথা ভাবেন। তিনি চান তাঁর ছেলে মুখ্যমন্ত্রী হোক। অন্যদিকে সোনিয়াজি চান তাঁর ছেলে প্রধানমন্ত্রী হোক। কিন্তু দেশের মানুষ পরিবারতন্ত্রকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাঁদের ইচ্ছা কখনও পূরণ হবে না, কারণ নীতীশ কুমার আছেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে এবং নরেন্দ্র মোদী আছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে।অমিত শাহর বক্তব্যে রাজনৈতিক কটাক্ষের সুর ছিল তীব্র। তিনি বলেন, যদি লালুর ছেলে অর্থা তেজস্বী যাদব আবার মুখ্যমন্ত্রী হন, তাহলে বিহারে তিনটি নতুন মন্ত্রক তৈরি হবে-একটি হবে অপহরণ শিল্প পরিচালনাকারী মন্ত্রী, দ্বিতীয়টি হবে তোলাবাজি পরিচালনাকারী মন্ত্রী এবং তৃতীটি হবে খুন-অপরাধের প্রচারকারী মন্ত্রী। কিন্তু যদি নীতীশ কুমার ও প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে এনডিএ সরকার গঠিত হয, তাহলে বিহারকে বন্যা থেকে মুক্ত করার জন্য একটি নতুন মন্ত্রক গঠন করা হবে।ঙ্ভঙএই মন্তব্যে জনসভা জুড়ে হাসির রোল পড়ে, তবে রাজনৈতিক

দিল্লির বিষাক্ত বাতাসে উদ্বিগ্ন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে দ্রুত পদক্ষেপের আহ্বান

নয়াদিল্লি, ২ নভেম্বর ঃ আবারও বিষাক্ত বাতাসে ঢেকে গিয়েছে দেশের রাজধানী। শীতের শুরুতেই দিল্লির আকাশ ধূসর, আর বাতাসে মিশেছে বিষের মতো দূষণ। শ্বাস নিতে কষ্ট, চোখে জ্বালা, গলায় জ্বালাপোড়া-প্রতিদিনের জীবনযাপনে নেমে এসেছে এক অদৃশ্য বিপর্যয়। এই ভয়াবহ পরিস্থিতি নিয়ে এবার সরব হলেন কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা। রাজধানীর বায়ুর মান 'গুরুতর পর্যায়ে পৌঁছনোর প্রেক্ষিতে তিনি দিল্লি সরকার ও কেন্দ্রের কাছে অবিলম্বে কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়ার আর্জি জানিয়েছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায়তাঁর উদ্বেগ প্রকাশ করে প্রিয়াঙ্কা লিখেছেন, প্রথমে ওয়ানাড, তারপর বিহারের বাচওয়ারা ঘুরে দিল্লিতে ফিরে এলাম। এই শহরের বাতাসে নিঃশ্বাস নেওয়া এখন প্রায় অসহনীয়। এটা শুধু উদ্বেগজনক নয়, একেবারে হৃদয়বিদারক। তিনি আরও লিখেছেন, রাজনৈতিক ভেদাভেদ ভুলে আমাদের এখনই একসঙ্গে কিছু করতে হবে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারকে অবিলম্বে পদক্ষেপ নিতে হবে। এই পরিস্থিতি থেকে রক্ষা পেতে যা যা করা প্রয়োজন, আমরা সবাই তাতে সমর্থন ও সহযোগিতা করব।ঙ্ভঙপ্রিয়াঙ্কার এই পোস্ট এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে। কারণ, দিল্লির বায়ুদূষণ নিয়ে এখন দেশের সব মহলেই বাড়ছে উদ্বেগ। দিল্লি-এনসিআর এলাকায় গত কয়েক দিনে এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স (AQI) পৌঁছে গিয়েছে ৪৫০-এর উপরে, যা ' বা ' পর্যায় হিসেবে চিহ্নিত। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) মানদণ্ড অনুযায়ী ৫০-এর নিচে থাকলেই বাতাসকে ' বলা যায়, আর ২০০-এর উপরে গেলে তা স্বাস্থ্যের পক্ষে বিপজ্জনক। সেই তুলনায় রাজধানীর বর্তমান অবস্থা ভয়াবহ।শহরের রাস্তায় এখন প্রায় সর্বত্র দেখা যাচ্ছে ঘন কুয়াশা ও ধোঁয়ার মিশ্রণ-যাকে বিজ্ঞানীরা বলছেন ' বিশেষজ্ঞদের মতে, দিল্লি ও পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলিতে ধান কাটার পর খেত পোড়ানো, গাড়ির ধোঁয়া, নির্মাণকাজের ধুলা এবং শিল্পাঞ্চলের বর্জ্য গ্যাস-সব মিলিয়ে এই দূষণের মাত্রা আকাশছোঁয়া হয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হযেছে নিম্ন তাপমাত্রা ও বাতাসের কম গতিবেগ, যার ফলে দূষণ জমে থেকে যাচ্ছে আকাশে। প্রিয়াঙ্কা গান্ধী এই অবস্থাকে শুধু পরিবেশগত নয়, মানবিক সংকট হিসেবেও দেখছেন। তাঁর বক্তব্য, এটি রাজনৈতিক বিতর্কের বিষয় নয়। এটি আমাদের সন্তান, পরিবার এবং ভবিষ্য প্রজন্মের জীবনের প্রশ্ন। এমন পরিস্থিতিতে রাজনীতি নয়, আমাদের প্রয়োজন সম্মিলিত উদ্যোগ।পিয়াঙ্কার আহ্বান এসেছে এমন এক সময়ে, যখন দিল্লি সরকার দূষণ রোধে ' রেসপন্স অ্যাকশন প্ল্যান' (GRAP) কার্যকর করেছে। ইতিমধ্যেই নির্মাণকাজে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে, স্কুলে ক্লাস বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে অনেক জায়গায়, এবং বায়ু শুদ্ধিকরণ যন্ত্র স্থাপনের কাজও শুরু হয়েছে। তবুও, বাস্তবে পরিস্থিতির উন্নতি ঘটছে না বলেই অভিযোগ নাগরিকদের। অনেকে মনে করছেন, প্রিয়াঙ্কার এই মন্তব্য শুধু রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া নয়, বরং এক নাগরিকের গভীর উদ্বেগের বহিঃপ্রকাশ। কারণ, দিল্লির বায়ু দূষণ এখন দেশের সীমা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সম্প্রতি সুইজারল্যান্ডের সংস্থা IQAir-এর এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত শহরগুলির তালিকায় দিল্লি প্রথম স্থানে।দূষণের প্রভাব ইতিমধ্যেই মানুষের স্বাস্থ্যে পড়তে শুরু করেছে। চিকিৎসকরা জানাচ্ছেন, শ্বাসকষ্ট, হাঁপানি, কাশি, চোখ জ্বালা, ত্বকের জ্বালা ও হৃদরোগের মতো সমস্যা দ্রুত বাড়ছে। বিশেষ করে শিশু ও বযস্কদের মধ্যে এই প্রভাব বেশি দেখা যাচ্ছে। অনেক হাসপাতালেই ফুসফুসের সমস্যাজনিত রোগীর সংখ্যা বেড়েছে।এই প্রেক্ষাপটে প্রিযাঙ্কা গান্ধীর বার্তা কার্যত সরকারের জন্য এক কঠোর সতর্কবার্তা। তিনি তাঁর বার্তায় ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, কেবল রাজনৈতিক বিবাদ বা দোষারোপের সময় নয়, এখনই বাস্তবিক পদক্ষেপ নেওয়ার সময়। কংগ্রেস নেত্রী আরও বলেছেন, যদি আমরা এখনই কিছু না করি, তাহলে কয়েক বছরের মধ্যেই আমাদের রাজধানী বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়বে। এটা শুধু দিল্লির নয়, দেশের সম্মানের প্রশ্ন।রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, প্রিয়াঙ্কার এই উদ্যোগ কংগ্রেসের নতুন প্রজন্মের নেতৃত্বের মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন। তিনি গত কয়েক মাসে বারবার পরিবেশ, নারী সুরক্ষা ও কৃষক সমস্যার মতো জনজীবনের মূল ইস্যুগুলিতে সোচ্চার হযেছেন। এবার দিল্লির বায়ুদূষণ নিয়েও তাঁর সরব হওয়া প্রমাণ করে যে, এই ইস্যু শুধুই স্থানীয় সমস্যা নয়, বরং জাতীয় অগ্রাধিকারের বিষয় হয়ে উঠেছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালও সম্প্রতি কেন্দ্রের কাছে হস্তক্ষেপের আবেদন জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, পাঞ্জাব ও হরিযানার খেত পোড়ানো নিযন্ত্রণ না করলে দিল্লির দূষণ রোধ অসম্ভব। অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় পরিবেশ মন্ত্রক জানিযেছে, সব রাজ্যকে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে, কারণ এই সমস্যা কোনো এক রাজ্যের সীমায় আবদ্ধ নয়।সর্বোপরি, দিল্লির আকাশ এখন যেন এক প্রতীক-অব্যবস্থাপনা, রাজনৈতিক নিষ্ক্রিযতা এবং প্রকৃতির প্রতিশোধের প্রতিফলন। এই প্রেক্ষাপটে প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর আবেদন এক গভীর সতর্কসংকেত হিসেবে ধ্বনিত হচ্ছে। তিনি যে শুধু রাজনীতির প্রতিনিধি হিসেবে নয়, একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে কথা বলছেন, তা তাঁর বার্তায় স্পষ্ট।এখন দেখার বিষয়, তাঁর এই আহ্বানে সরকার কী প্রতিক্রিয়া জানায, এবং সত্যিই কি দিল্লির মানুষ একদিন আবার নির্মল আকাশে নিঃশ্বাস নিতে পারবে-নাকি বিষাক্ত ধোয়াই রাজধানীর নতুন পরিচয় হয়ে থাকবে?

হিংসার প্রতি নির্বাচন কমিশনের শূন্য সহনশীলতা - বিহার ভোটকে শান্তিপূর্ণ উৎসবে পরিণত করার বার্তা মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের

কানপুর, ২ নভেম্বর ঃ নির্বাচনী গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি হল শান্তিপূর্ণ ও স্বচ্ছ নির্বাচন। আর সেই ভিত্তিকেই আরও দৃঢ় করতে দৃপ্ত বার্তা দিলেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। রবিবার উত্তরপ্রদেশের কানপুরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করলেন, হিংসার প্রতি নির্বাচন কমিশনের শূন্য সহনশীলতা রয়েছে। কোনও প্রকার হিংসা, বিশৃঙ্খলা বা বেআইনি আচরণ সহ্য করা হবে না। জনগণকে নির্ভয়ে ভোট দেওয়ার পরিবেশ নিশ্চিত করতে কমিশন সম্পূর্ণ প্রস্তুত।বিহার বিধানসভা নির্বাচনের প্রেক্ষিতে এই ঘোষণা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, অতীতে একাধিকবার বিহারের নির্বাচনী প্রক্রিয়া হিংসা ও রাজনৈতিক সংঘর্ষের কারণে প্রশ্নের মুখে পড়েছিল। সেই প্রেক্ষাপটে জ্ঞানেশ কুমারের বার্তা কার্যত ভোট প্রক্রিয়ায় নিরাপত্তা ও নিরপেক্ষতার প্রতিশ্রুতি।ঙ্ভঙতিনি বলেন, আমরা চাই বিহারের মানুষ ভোটকে উসব হিসেবে দেখুন। ভোট শুধু একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া নয়, এটি গণতন্ত্রের উৎসব। তাই আমি সমস্ত ভোটারদের কাছে আবেদন করছি-ভয় নয়, আস্থা রাখুন। বেরিযে আসুন ভোট দিতে, নিজের মত প্রকাশ করুন, আপনার ভোটই আপনার কণ্ঠ।নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতার প্রসঙ্গেও মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের বক্তব্য ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট। তিনি বলেন, আমাদের কাছে কোনও শাসক দল নেই, কোনও বিরোধী দলও নেই। সবাই সমান। প্রতিটি রাজনৈতিক দল এবং প্রার্থী তাঁদের নিজস্ব উপায়ে ভোটারদের কাছে আবেদন করছে, প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে-এটাই গণতন্ত্রের সৌন্দর্য। কিন্তু সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা যেন কখনও বিদ্বেষ, হিংসা বা ভয প্রদর্শনের রূপ না নেয়, সেটাই আমরা নিশ্চিত করব।জ্ঞানেশ কুমার জানান, নির্বাচন কমিশনের তরফে রাজ্য প্রশাসন ও নিরাপত্তা বাহিনীকে যথাযথ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য অতিরিক্ত আধাসামরিক বাহিনী মোতাযেন থাকবে। যেখানে হিংসা বা অনিযমের আশঙ্কা রযেছে, সেখানে বিশেষ নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়েছে।তিনি বলেন, আমরা কোনও রকম ঝুঁকি নিতে রাজি নই। কোনও এলাকায যদি কোনও দল বা প্রার্থী বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করে, সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কমিশন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ-ভোটার যেন বিনা ভয়ে ভোট দিতে পারেন।বিহারের নির্বাচনী প্রস্তুতি নিয়ে বিস্তারিত বলতে গিয়ে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জানান, ইতিমধ্যেই সব জেলায় মজুত রয়েছে পর্যাপ্ত ইভিএম ও ভিভিপ্যাট যন্ত্র। প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে, কর্মীদের দাযিত্ব নির্ধারিত হযেছে। এবার শুধু বাকি রযেছে গণতন্ত্রের উৎসবের সূচনা।তিনি আরও বলেন, এই নির্বাচন শুধু বিহারের জন্য নয়, দেশের জন্যও একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে। আমরা চাই, সারা বিশ্ব দেখুক কীভাবে বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের মানুষ শান্তিপূর্ণ, স্বচ্ছ এবং উসবমুখর পরিবেশে ভোট দেয়। এটা হবে আমাদের গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের সর্বোত্তম উদাহরণ।জ্ঞানেশ কুমারের বক্তব্যে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে সাধারণ ভোটারদের ভূমিকা। তাঁর আহ্বান, আমাদের সবচেয়ে বড় দাযিত্বশীল শক্তি হল সাধারণ মানুষ। তাঁরাই গণতন্ত্রের ভিত্তি। তাই তাঁদের প্রতি আমার অনুরোধ, ভোটের দিনে ঘরে বসে থাকবেন না। পরিবার, প্রতিবেশী, বন্ধুবান্ধব-সবাইকে সঙ্গে নিযে ভোটকেন্দ্রে যান। এটা আপনার অধিকারই নয়, এটা আপনার দাযিত্বও।তিনি আরও জানান, নির্বাচনের সময আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সমন্বয় স্থাপন করা হযেছে। প্রতিটি বুথে থাকবে পর্যবেক্ষক ও মাইক্রো-অবজারভার। সন্দেহভাজন এলাকায় ড্রোন নজরদারিও চালু থাকবে। কোনও প্রার্থী বা দলের তরফে অনৈতিক উপায়ে ভোটার প্রভাবিত করার চেষ্টাও কমিশন কঠোরভাবে দমন করবে।প্রসঙ্গত, নির্বাচন কমিশন ইতিমধ্যেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ওপর নজরদারির নির্দেশ দিয়েছে। ভুযো প্রচার, বিভ্রান্তিকর তথ্য কিংবা ঘৃণা ছড়ানো পোস্টের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।জ্ঞানেশ কুমার বলেন, এই যুগে নির্বাচন শুধু মাঠে বা মঞ্চে সীমাবদ্ধ নয়, সোশ্যাল মিডিয়াতেও চলছে প্রচার। তাই সেখানে ন্যায্যতা বজায় রাখা জরুরি। আমরা চাই, ভোটের আগে বা পরে কোনও গুজব যেন জনমতকে প্রভাবিত না করে। প্রত্যেক নাগরিক যেন সত্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেন।তিনি এ-ও উল্লেখ করেন, বিহারের নির্বাচন শুধু রাজনৈতিক লড়াই নয়, এটি এক সামাজিক বার্তাও বহন করছে-গণতন্ত্রে আস্থা রাখার বার্তা। আমি আশা করি, এ বার বিহার এমন এক শান্তিপূর্ণ নির্বাচন দেখবে, যা শুধু দেশের নয়, আন্তর্জাতিক স্তরেও উদাহরণ হয়ে উঠবে।উত্তরপ্রদেশে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমরা ইতিমধ্যেই সমস্ত রাজ্য প্রশাসনকে সতর্ক করেছি। ভোটের দিন বা তার আগেপরে কোনও ধরনের হিংসা বা অবৈধ অস্ত্র ব্যবহার সহ্য করা হবে না। হিংসাকারীদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা তাৎক্ষণিকভাবে নেওয়া হবে। নির্বাচন কমিশনের দৃষ্টিতে কোনও রকম সহনশীলতা নেই-এটাই আমাদের নীতি।নির্বাচন কমিশনের এই কঠোর অবস্থানকে স্বাগত জানিযেছেন প্রশাসনিক মহল। বিশেষজ্ঞদের মতে, অতীতে যেখানে বিহারের নির্বাচন মানেই ছিল ভয়, টানাপোড়েন আর রক্তক্ষয়, সেখানে এই দৃঢ় বার্তা ভোটারদের আস্থার পরিবেশ তৈরি করবে।শেষে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার আবারও স্মরণ করিয়ে দেন, ভোট শুধুই সংখ্যা নয়, এটি বিশ্বাসের প্রতীক। যদি ভোটার ভযমুক্ত না হন, তাহলে গণতন্ত্রও মুক্ত নয়। আমরা চাই, প্রতিটি মানুষ হাসিমুখে ভোট দিক। তাহলেই এই নির্বাচন সত্যিই উৎসবে পরিণত হবে।

মানুষের এই উষ্ণতাই আমাদের সম্পদ, সমাবেশে শমীক ভট্টাচার্য

কলকাতা, ২ নভেম্বর ঃ এই যে এত আবেগ, এর পর আমি আর কী বলব? মানুষের এই উষ্ণতাই তো আমাদের সম্পদ। শনিবার সন্ধ্যায় এভাবে এক সমাবেশে মঞ্চে ছোট্ট ভাষণ দিলেন রাজ্য বিজেপি-র সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য।২০১১ সালে এই সমিতির যাত্রা শুরু। ধারাবাহিক উসবের সন্ধিক্ষণে ' বহুমুখী সেবা সমিতি'-র ব্যবস্থাপনায় দক্ষিণ কলকাতার ত্যাগরাজ হলে বসেছিল এই মিলন সমারোহ। নৃত্য, গীত, আবৃত্তি প্রভৃতি নানা ধরণের সাংস্কৃতিক আয়োজনের সঙ্গে ছিল প্রীতিভোজ।প্রাক্তন কেংদ্রীয় মন্ত্রী দীনেশ ত্রিবেদী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন শমীকবাবু ও প্রাক্তন কেংদ্রীয় মন্ত্রী দীনেশ ত্রিবেদী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মীনাদেবী পুরোহিত, রাজ্য বিধানসভায় বিরোধী দলের মুখ্য সচেতক ডঃ শংকর ঘোষ, পাঁচবারের বিধায়ক তাপস রায়, অভিনেতা তথা দলের সাংস্কৃতিক শাখার প্রধান রুদ্রনীল ঘোষ, দলের ' মিডিয়া কো-ইনচার্জ' কেয়া ঘোষ, কাউন্সিলার বিজয় ওঝা প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। মঞ্চে সমিতির সভাপতি তুষারকান্তি ঘোষ ও অন্যান্যরা দেবীমূর্তির প্রতিরূপ ও উত্তরীয় দিয়ে তাঁদের সম্বর্ধনা জানান।

খাদে গাড়ি, নিহত দুই, আহত ১৫

নৈনিতাল, ২ নভেম্বর ঃ উত্তরাখণ্ডের নৈনিতাল জেলার দোগাঁও এলাকার কাছে শনিবার গভীর রাতে এক দুর্ঘটনায় আমিও তো হয়ছেন দুইজন, আহত আরও ১৫। তাঁদের একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করা হয়েছে।নিহতদের নাম সোনু কুমার ও গৌরব বনশাল। আহতদের মধ্যে বেশ কয়েকজন শিশু

রাশিফল

মেষঃ মেষ রাশির সম্পর্ককে শক্তিশালী করার দিন। প্রিয়জনদের সঙ্গে খোলাখুলি ভাবে অনুভূতি ভাগ করে নেবেন। মনে এক অনন্য সুখ বজায় থাকবে, যা জীবনের ছোট ছোট আনন্দ উপভোগ করতে অনুপ্রাণিত করবে। এই দিনটিকে পূর্ণ ভাবে উপভোগ করুন অনুভূতি এবং চিন্তাভাবনা ভাগ করে নিন।

বৃষঃ বৃষ রাশির জীবনে অনেক সমস্যা আসতে পারে। সামাজিক যোগাযোগে কিছু সমস্যা হতে পারে, যার কারণে মানসিক চাপ অনুভব করতে পারেন। বিবাহের যোগ হবে

মিথুনঃ মিথুন রাশির জন্য উত্থান-পতনে ভরা দিন হতে পারে। চারপাশের মানুষের সঙ্গে সম্পর্কের কিছু বিষয় নিয়ে চিন্তিত বোধ করতে পারেন। কাজের যোগ হবেই আজ

কর্কট রাশি ঃকর্কট রাশির সামগ্রিক জীবনে ইতিবাচকতা এবং সুখের ইঙ্গিত দিচ্ছে। দিনটি নতুন সম্ভাবনায় পূর্ণ হবে। চারপাশের মানুষের সঙ্গে গভীর সংযোগ স্থাপন করতে সক্ষম হবেন, যা সম্পর্কের মধ্যে মধুরতা আনবে। এই সময়ে যে কাজই করুন না কেন তা সন্তোষজনক হবে।

সিংহঃ কিছু আমোদপ্রমোদের জন্য অফিস থেকে তাড়াতাড়ি বেরোতে চেষ্টা করুন। আপনার পরিচিত মানুষদের মাধ্যমে উপার্জনের নতুন উৎস সৃষ্টি হবে। অপ্রত্যাশিত দায়িত্ব আপনার দিনের পরিকল্পনাকে ব্যাহত করবে- আপনি দেখবেন আপনি অন্যদের জন্য বেশি কাজ করছেন, নিজের জন্য কম।

কন্যা ঃকন্যা রাশির জন্য দিন মিশ্র প্রভাব বয়ে আনবে। মনে হতে পারে যে, চারপাশে সবকিছু ঠিকঠাক চলছে না। এই সময় অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতা বজায় রাখা প্রয়োজন, কারণ বাহ্যিক পরিস্থিতি কিছুটা চাপ সৃষ্টি করতে পারে। সম্পর্কে অস্বাভাবিক অশান্তি হতে পারে, যা কিছুটা উদ্বেগের কারণ হতে পারে।

তুলাঃআপনি আজ খুব সক্রিয় এবং চটপটে থাকবেন। আপনার স্বাস্থ্য আজ আপনাকে পুরোপুরি সমর্থন করবে। আপনার বন্ধুবান্ধবের সাহায্য আর্থিক ঝঞ্ঝাটকে সহজ করে দেবে।

বৃশ্চিকঃবৃশ্চিক রাশির জীবনের অনেক ক্ষেত্রে ইতিবাচকতা বয়ে আনবে। চারপাশের পরিবেশ আনন্দময় হবে। সমাজ এবং পরিবারে সম্মান এবং প্রতিপত্তি অনুভব করবেন। ব্যক্তিগত অনুভূতিগুলি অন্যদের প্রতি ইতিবাচক সংযুক্তিও প্রতিফলিত করবে, যা বন্ধুবান্ধব এবং প্রিয়জনদের সঙ্গে আরও ভাল সম্পর্ক গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।

ধনুঃ আনঃন্দদায়ক সফর এবং সামাজিক জমায়েত আপনাকে ভারমুক্ত এবং খুশি করে রাখবে। আপনার ভবিষ্যতকে সমৃদ্ধ করতে অতীতে আপনি যে সমস্ত অর্থ হবে।

মকরঃ মকর রাশির জন্য সামগ্রিক ভাবে একটি কঠিন দিন হবে। এই সময়টি ইঙ্গিত দেয় যে, ব্যক্তিগত এবং সামাজিক জীবনে অস্থিরতার মুখোমুখি হতে হবে। বিবাহের যোগ

কুম্ভঃ আপনার ইচ্ছা শক্তির অভাব আপনাকে আবেগগত ও মানসিক মনোভাবের শিকার করতে পারে।

মীনঃ কোন ঝগড়াটে ব্যক্তির সাথে বিবাদ আপনার মেজাজ খারাপ করতে পারে। বিবেকে হোন এবং যদি পারেন তাহলে এটি এড়িয়ে যান, যেহেতু সংঘর্ষ এবং অতিরিক্ত উত্তেজনা কখনোই আপনাকে সাহায্য করবে না। জীবনের অন্ধকার সময়ে অর্থ আপনাকে চালিয়ে যেতে সহায়তা করবে। অতএব, আজ থেকে আপনার অর্থ বিনিয়োগএবং

আবহাওয়া

ঝড় না হলেও ঘূর্ণিঝড় মন্থার মৃদু প্রভাব পড়েছে পশ্চিমবঙ্গে। বুধবার সকাল থেকে বৃষ্টি হয়েছে কলকাতায়। বৃষ্টি হয়েছে আরও একাধিক জেলায়। এ দিন, দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি এবং দমকা ঝোড়ো হাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বুধবার সকাল থেকেই মুখ ভার আকাশের, ছিঁটেফোঁটা বৃষ্টিও হয়েছে।পশ্চিমবঙ্গে ঝড় না হলেও, ঘূর্ণিঝড়ের সামান্য প্রভাব দেখা গিয়েছে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি এবং দমকা ঝোড়ো হাওয়ার জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এর মধ্যে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রামে হতে পারে ভারী বৃষ্টি। উত্তরবঙ্গেও ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় জলপাইগুড়ি, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদায় বজ্রপাত এবং ঝড়বৃষ্টির জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এদিন সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৪ ডিগ্রি বেশি।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৭টা ৩৫মিনিট এবং রাত ০৮টা ৪২মিনিট। ভাটা-দুপুর ০১টা ৪০মিনিট এবং রাত ০২টা ৪৪মিনিট। সূর্যোদয় ঃ সকাল ৫টা ৩৭মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ১৫মিনিটে।

মহিলাদের প্রক্রিয়াজাত মধু যাবে আমেরিকায়

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, সুন্দরবন ঃ সুন্দরবনের মহিলাদের হাতে প্রক্রিয়াজাত হয়ে মধু যাবে এবার আমেরিকায়। এবার সুন্দরবনের মহিলাদের স্বনির্ভর করতে এগিয়ে এলেন একাধিক বেসরকারি সংস্থা। তাঁদের যৌথ প্রচেষ্টায় সুন্দরবনের গোসাবা ব্লকের বালি দ্বীপে তৈরি হয়েছে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সম্বলিত মধু প্রক্রিয়া করণের ইউনিট। সুন্দরবনের মউলেদের থেকে সরাসরি মধু কিনে তা প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে ১০০ শতাংশ বিশুদ্ধতার সাথে বোতল বন্দি করে পাঠানো হবে এবার বাজারে। শুধু মাত্র রাজ্যের বাজারে নয়, জনপ্রিয় ই-কমার্স থেকে শুরু করে দেশের অন্যান্য বাজার এমনকি আমেরিকা সহ বেশ কয়েকটি বিদেশের বাজারে পাঠানো হবে এই মধু। ইতিমধ্যেই এই মধু নিজেদের গুনগত মানের জন্য আমেরিকার বাজারে বিক্রির ছাড়পত্র পেয়েছে বলে জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা। প্রাথমিক ভাবে গ্রামেরই তিরিশ জন মহিলাকে এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ভ্যালু নেটওয়ার্ক ভেঞ্চার, সাসটেইনেবল গ্রিন ইনেসিয়েটিভ ও বালি নেচার ক্লাবের যৌথ উদ্যোগে প্রায় ৬০ লক্ষ টাকা ব্যায়ে এই মধু প্রক্রিয়াকরণ ইউনিটটি তৈরি হয়েছে।এই প্রকল্পে যারা কাজ করবেন, তাঁরা দীর্ঘদিন ধরেই সুন্দরবনের নদীর চরে ম্যানগ্রোভ রোপণের কাজে যুক্ত। শুধু ম্যানগ্রোভ রোপণ নয়, পরিচর্যার মধ্য দিয়ে ম্যানগ্রোভ রক্ষার কাজ ও তাঁরা করেছেন। আর সেই কাজের উপহার স্বরূপ তাঁদেরকে স্বনির্ভর করার এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। 'বাহা মৌ' বা 'বাহা মধু' নামে বাজারে আসবে সুন্দরবনের এই মধু। ইতিমধ্যেই কো অপারেটিভ তৈরি করে কাজ শুরু করেছে সংস্থাটি। সম্প্রতি এই প্রকল্পের উদ্বোধন করেন সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের ফিল্ড ডিরেক্টর রাজেন্দ্র জাখের। এটি একটি অসাধারন উদ্যোগ। গ্রামের মহিলাদের স্বনির্ভর করতে পারলে এঁদের জঙ্গল নির্ভরতা অনেকটাই কমবে। আর সেটা কমলে বাঘে মানুষে সংঘাতও কমে যাবে। সুন্দরবনের মধুর কদর বিশ্বজুড়ে। বিশেষ করে কোভিড সঙ্ক্রমণের পর এই মধুর চাহিদা অনেকক্ষানি বেড়েছে। এই চাহিদার কথা মাথায় রেখেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে দাবি উদ্যোক্তাদের। তবে শুধু মাত্র গ্রামের মহিলারাই এই কাজের সুযোগ পাবেন বলে জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা।

টি.এম.সি.র এসআইআর সচেতনতা কর্মশালা

দুরন্তবার্তা, মতিয়ার রহমান, উলুবেড়িয়া ঃ রবিবার তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে রাজ্যের মন্ত্রী পুলক রায়ের উপস্থিতিতে উলুবেড়িয়া দক্ষিন কেন্দ্র ও উলুবেড়িয়া পূর্ব কেন্দ্রের সমস্ত বি এল এ ২ দের নিয়ে আগামী এস আই আর সম্পর্কিত প্রশিক্ষন শিবির অনুষ্ঠিত হলো উলুবেড়িয়া রবীন্দ্র ভবনে। মন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন উলুবেড়িয়া পৌরসভার পৌর প্রধান অভয় কুমার দাস,উপপৌরপ্রধান সেখ ইনামুর রহমান, উলুবেড়িয়া পূর্ব কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সেখ আকবর, উলুবেড়িয়া দক্ষিণ কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি দুলাল কর, হাওড়া জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ অজয় মন্ডল প্রমুখ। অপরদিকে বেলপুকুরে শ্যামপুর সিদ্ধেশ্বরী মহাবিদ্যালয়ে এস আই আর বিষয় নিয়ে বি এল এ ২দের নিয়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়,এই কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন শ্যামপুর কেন্দ্রের বিধায়ক কালীপদ মন্ডল, শ্যামপুর কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি নদেবাসী জানা হাওড়া জেলা গ্রামীন তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক জুলফিকার আলী মোল্লা প্রমুখ।

ড্রেনেজ ক্যানেল রোডের সংস্কারের বিক্ষোভ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ড্রেন্ন্র নেজ ক্যানেল রোডের সংস্কার, 'টি-৮' বাস রুট চালু করা সহ হাওড়ায় পুরভোটের দাবিতে সিপিএমের অবরোধ বিক্ষোভ। হাওড়ার ড্রেনেজ ক্যানেল রোডের সংস্কার, অবিলম্বে 'টি-৮' বাসরুট পুনরায় চালু করা সহ হাওড়ায় পুরভোটের দাবিতে রবিবার ১১টা নাগাদ ওই বিক্ষোভ ও পথ অবরোধ করা হয় ড্রেনেজ ক্যানেল রোডে। সি পি আই এমে-র পশ্চিম হাওড়া এরিয়া কমিটির ডাকে কর্মীরা পথে নামেন। এদিন পুলিশ অবরোধ তুলতে এসে অবরোধকারীদের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন। এই নিয়ে তুমুল উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। ধস্তাধস্তি শুরু হয় দু'পক্ষের। পরে পুলিশের আশ্বাসে অবরোধ ওঠে। দলের সদস্য সোমনাথ গৌতম বলেন, হাওড়ার অতি গুরুত্বপূর্ণ ড্রেনেজ ক্যানেল রোডের অবস্থা খুবই খারাপ। দীর্ঘদিন ধরে রাস্তার সংস্কার হয়নি। প্রায় প্রতিদিনই ওই রাস্তায় দুর্ঘটনা ঘটছে। ডুমুরজলা হেলিপ্যাডে মুখ্যমন্ত্রীর যাওয়ার জন্য সামনের রাস্তাটুকু সারানো হলেও বাকি রাস্তার কোনও সংস্কার হয়নি। শিয়ালডাঙার কাছে দুর্ঘটনায় কিছুদিন আগে একজনের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটেছে। বৃষ্টি হলে জলে ডুবে থাকে ওই রাস্তা। দীর্ঘদিন হাওড়া পুরসভায় নির্বাচন না হওয়ায় কোনও উন্নয়নের কাজ হচ্ছে না। এরই প্রতিবাদে আমরা এদিন পশ্চিম হাওড়া সিপিআইএম এরিয়া কমিটির ডাকে এই অবরোধ কর্মসূচি নিয়েছিলাম। পুলিশের আশ্বাসে এদিন অবরোধ তোলা হলেও এক সপ্তাহের মধ্যে প্রশাসন ব্যবস্থা না নিলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামা হবে।

নিত্যযাত্রীদের জন্য সুখবর ! নোয়াপাড়া থেকে বিমানবন্দর রুটে বাড়তি মেট্রো

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জনতার চাহিদা এবং যোগাযোগের সুবিধাকে মাথায় রেখে কলকাতা মেট্রো কর্তৃপক্ষ শহর কলকাতা ও তার সংলগ্ন শহরতলি এলাকায় মেট্রো পরিষেবাকে আরও সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ইয়েলো লাইন, অর্থাৎ নোয়াপাড়া থেকে জয়হিন্দ বিমানবন্দর রুটে, আগামী সপ্তাহ থেকে আরও বেশি সংখ্যক মেট্রো চলবে। রবিবারও চলবে বাড়তি মেট্রো সার্ভিস। শুক্রবার এই সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে মেট্রো কর্তৃপক্ষ এবং নতুন সময়সূচি জানানো হয়েছে। গত আগস্টে নোয়াপাড়া থেকে জয়হিন্দ বিমানবন্দর মেট্রো রুট চালু হওয়ার পর যাত্রী সংখ্যা ক্রমশ বেড়েছে। অনেক কম সময়ের মধ্যে, কম ঝঞ্ঝাটে দমদম বিমানবন্দর পৌঁছে যাওয়ার আশায় মেট্রোরেলের সওয়ারি হচ্ছেন আম জনতা। গত ২ মাসে সেই যাত্রীদের সংখ্যা নজরে পড়েছে কর্তৃপক্ষেরও। আর তাই তাঁদের সুবিধার্থে ৩ নভেম্বর, সোমবার থেকে এই রুটে পরিষেবা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। মেট্রোর বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, এবার সোম থেকে শুক্র মোট ১২০টি মেট্রো চালানো হবে। প্রথম ও শেষ মেট্রোর সময়েরও বদল হচ্ছে। এতদিন নোয়াপাড়া থেকে বিমানবন্দরগামী প্রথম মেট্রো পাওয়া যেত সকাল ৭টা ৫৫ মিনিটে। সোমবার থেকে সকাল ৭টা ১৮ মিনিট থেকে চালু হবে পরিষেবা। অন্যদিকে, বিমান বন্দর থেকে নোয়া পাড়ার দিকের প্রথম মেট্রো ছাড়ত সকাল ৮টায়। এবার তা পাওয়া যাবে সকাল ৭টা ৪০ মিনিটে। দিনের শেষ মেট্রোটি রাত ৮টার বদলে রাত ৮.৫৮এ নোয়াপাড়া থেকে ছেড়ে যাবে জয়হিন্দ বিমানবন্দরের দিকে। আর ওই স্টেশন থেকে রাত ৮টা ৫ মিনিটের পরিবর্তে রাত ৯টা ১৮ মিনিটে মেট্রো পাওয়া যাবে নোয়াপাড়ার দিকে। গত ২ মাস ধরে শনিবার এই রুটে ৪৪টি মেট্রো পরিষেবা মিলত। এবার তা বেড়ে দাঁড়াচ্ছে ৯২। সকাল ৭টা ১৮ মিনিট থেকে রাত সাড়ে ৯টা পর্যন্ত মিলবে মেট্রো। এতদিন যা ছিল সকাল ৭টা ৩৫ থেকে রাত ৮টা ৩২ পর্যন্ত। ইয়েলো লাইনে মেট্রো পরিষেবার সময়সূচি বদলাচ্ছে রবিবারেও। ৪০টির বদলে এবার ৭৮টি মেট্রো চলবে ছুটির দিনে। নোয়াপাড়া থেকে বিমান বন্দরগামী প্রথম মেট্রোটি সকাল ৮টা ৩৫-এর বদলে ছাড়বে সকাল ৯টা ১৮এ। আর বিমানবন্দর থেকে নোয়াপাড়ামুখী মেট্রো চালু হবে সকাল ৯টা ৪০এ, এতদিন তা ছিল সকাল ৯টায়। অন্যদিকে, নোয়াপাড়া ও বিমানবন্দর থেকে দিনের শেষ মেট্রো মিলবে রাত ৮টা ৫৮ মিনিট এবং রাত ৯টা ১৮ মিনিটে।

পদ্মের বিজয়া সম্মিলনীতে পুরনো কর্মীদের সঙ্গে কথা বললেন দিলীপ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ দীর্ঘদিন পর রাজ্য বিজেপি দপ্তরে এসে নিজের সাফল্যের কাহিনি শোনালেন দিলীপ ঘোষ। বিজয়া সম্মিলনীতে উপস্থিত দলীয় কর্মীদের তিনি স্মরণ করিয়ে দিলেন, তাঁর নেতৃত্বে বাংলায় কীভাবে বিজেপি উত্থান লাভ করেছিল। ২০২১-এর বিধানসভা ভোটের পরে দিলীপকে সরিয়ে রাজ্য সভাপতির চেয়ারে বসানো হয় বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদারকে। তখন থেকেই দিলীপের সঙ্গে দূরত্ব বাড়তে শুরু করে দলের। আগের মতো আর সক্রিয় ভাবে তাঁকে জেলায় জেলায় ঘুরতেও দেখা যায় না। পরিস্থিতি আরও জটিল হয় মাস ছয়েক আগে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমন্ত্রণে দিঘায় জগন্নাথ মন্দির উদ্বোধনে হাজির হন তিনি। এরপরেই প্রকাশ্যে দিলীপের বিরুদ্ধে তোপ দাগতে শুরু করেন বিজেপির একাংশ। দলের সাংগঠনিক বৈঠকগুলিতেও মেদিনীপুরের প্রাক্তন সাংসদকে আমন্ত্রণ জানানো বন্ধ করে দেন বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব। বিজেপির সঙ্গে দিলীপ বর্তমানে আদৌ কতটা সম্পৃক্ত, তা নিয়েও বেশ কিছুদিন ধরে চর্চা চলছিল রাজনৈতিক মহলে। এই আবহে শনিবার দলের পুরোনো কর্মীদের নিয়ে দিলীপ ঘোষ বিজয়া সম্মিলনী করেন মুরলীধর সেন লেনে রাজ্য বিজেপির পুরোনো দপ্তরে। সেখানে হাজির কর্মীদের উদ্দেশে এ দিন তিনি বলেন, 'এই বাড়ি আমাদের কাছে মন্দিরের মতো। এখান থেকে পার্টি ৪ শতাংশ থেকে ৪০ শতাংশ হয়েছে। এই বাড়িতে সক্রিয় ভাবে রাজ্য দপ্তর থাকাকালীন দল বহু সাংসদ,বিধায়ক পেয়েছে।' তবে এ দিন দিলীপের বিজয়া সম্মিলনীতে দলের বহু পুরোনো কর্মী,সমর্থক থাকলেও নেতৃত্বের কেউ হাজির ছিলেন না। এমনকী, তাঁর এ দিনের কর্মসূচি নিয়েও মন্তব্য করতে চাননি দলের ক্ষমতাসীন শিবিরের কেউ। দিলীপ বলেন, 'বহুদিন পরে এলাম। খুব ভালো লাগছে। অনেক পুরোনো কর্মী আমার সঙ্গে এসে দেখা করে গিয়েছেন।' ফের রাজ্য, রাজনীতিতে কি তাঁকে আবার সক্রিয় হতে দেখা যাবে? দিলীপের মন্তব্য, 'আমি নিষ্ক্রিয় নই। প্রতিদিন কর্মীদের সঙ্গে দেখা করছি। মনোবল বাড়াচ্ছি। এর পরে পার্টি যা দায়িত্ব দেবে, তাই হবে।' রাজনৈতিক মহলে জোর জল্পনা, বিজেপির সংগঠনে দিলীপ সক্রিয় ভাবে না থাকলেও এ বারের বিধানসভা নির্বাচনে তিনি পদ্ম,চিহ্নেই লড়বেন।

মহাপ্রভু পুজোর উদ্বোধনের মধ্যেই সূচনা নবদ্বীপের ঐতিহ্যবাহী রাস উৎসবের

দুরন্তবার্তা, দেবাশিস কংশবণিক, নবদ্বীপ ঃ নবদ্বীপের ঐতিহ্যবাহী ও বৈচিত্র্যময় রাস উৎসবে বিধায়কের পুজো বলে খ্যাত শ্রীশ্রী ধামেশ্বর মহাপ্রভুর উদ্বোধনের মধ্যে সূচনা হল রাস উৎসব ২০২৫। এছাড়াও এদিন একাধিক রাস পুজোর উদ্বোধন করেন বিধায়ক পুন্ডরীকাক্ষ সাহা ও পুরপিতা বিমান কৃষ্ণ সাহা। নবদ্বীপ পৌরসভার ১০ নং ওয়ার্ডের পবিত্রময় সেনগুপ্ত রোডে বিগত বছরের ন্যায় এবছরও রাস উৎসবে ব্রতী হয়েছেন বিধায়ক সহ স্থানীয় বাসিন্দারা। রবিবার বিকেলে ২৫ তম বর্ষ বা রজত জয়ন্তী বর্ষে শ্রী শ্রীধামেশ্বর মহাপ্রভুর প্রদীপ প্রজ্জলন ও ফিতে কেটে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বিধায়ক ও পুরপিতা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন,বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিক সিরাজুল ইসলাম,একাধিক ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। বিধায়কের নিজের পুজো ধামেশ্বর মহাপ্রভু ছাড়াও এদিন যে পুজোগুলির উদ্বোধন হল,তাদের মধ্যে অন্যতম বনচারী বাগানের নব যুবক সংঘের গঙ্গা মাতা,বিশ্বকর্মা ক্লাবের পুজো,কর্ম মন্দির ক্লাব পরিচালিত শ্রীশ্রী চণ্ডী মাতা,চটিরমাঠের গণেশ জননী মাতা, রানীর চড়া নিত্য কালী মাতা। মূলত আগামী ৫ নভেম্বর নবদ্বীপের ঐতিহ্যবাহী রাস উৎসব এবং এ বছরই প্রথম ৬ ও ৭ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবে দুদিন ব্যাপী আড়ং বা শোভাযাত্রা। এরপর প্রতিমা নিরঞ্জন বা বিসর্জন। প্রকৃত অর্থে নবদ্বীপের রাস উৎসব কবে শুরু হয়েছিল সঠিকভাবে জানা না থাকলেও,স্থানীয় ইতিহাসের গবেষক ও নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব পরিষদের সম্পাদক শান্তিরঞ্জন দেব জানান,নদিয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজত্বকালে রাস উৎসবের বাড়বাড়ন্ত। রাজা হওয়ার পর থেকে ১৭৫০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত কৃষ্ণচন্দ্র নানা সমস্যায় জর্জরিত থাকতেন। তার পর থেকে তিনি নানা ধরনের মঠমন্দির স্থাপন থেকে মেলা উৎসবের সূচনা বা বহু জনকল্যাণমূলক কাজে মনোনিবেশন করেন। ১৭৫৩-৫৬-র মধ্যে তিনি জগদ্ধাত্রীপুজো ও বারোদোলের সূচনা করেন। মনে করা হয় ওই একই সময়ে তিনি নবদ্বীপে বৈষ্ণবদের রাস উৎসবের খোল নলচে বদলে দেন। শান্তিরঞ্জনবাবু বলেন, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র নিজে ছিলেন শাক্ত। নদিয়া, অগ্রদ্বীপ, কুশদ্বীপ এবং উলা এই চারটি সমাজের সমাজপতি। তার রাজত্বে শুদ্ধাচারে শক্তিসাধনা হোক এটা তিনি মনেপ্রাণে চাইতেন। পাশাপাশি তিনি পছন্দ করতেন না চৈতন্যদেবকে মঠে-মন্দিরে পুজো করা হোক। তিনি বৈষ্ণব বিদ্বেষী নাহলেও চৈতন্যদেবকে যাঁরা অবতার বলে পুজো করতেন তাঁদের তিনি ঘোর অপছন্দ করতেন। চৈতন্যদেবের অনুগামীরা বেদবিধি ও ব্রাহ্মণ্যস্মৃতি মানতেন। এটাও কৃষ্ণচন্দ্রের আপত্তি র কারণ ছিল। তিনি রাসপূর্ণিমার রাতে নবদ্বীপে শক্তিমূর্তি পুজোয় উৎসাহ দেওয়া শুরু করেন। রাজানুগ্রহে অচিরেই সেই শাক্ত রাস উৎসব ছাপিয়ে যায় বৈষ্ণবীয় রাসকে। কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষণা করেন, যিনি ঘটের বদলে মাটির মূর্তি গড়ে পুজো করবেন তিনি রাজানুগ্রহ পাবেন। তাঁর এই ঘোষণায় প্রথম সাড়া দিয়েছিলেন ভারতবিখ্যাত নৈয়ায়িক শঙ্করনাথ তর্কবাগীশ। ইনি কৃষ্ণচন্দ্রের সভা পণ্ডিত ছিলেন। নবদ্বীপের দেয়ারা পাড়ায় তিনিই প্রথম আলোকনাথ কালীর মূর্তি নির্মাণ করে পুজো শুরু করেন। এটাই নবদ্বীপের রাসের প্রথম প্রতিমা। সময়টা ছিল ১৭৫২ থেকে ৫৬-র মধ্যবর্তী কোনও এক বছর। তার পরের বছরই শিতিকণ্ঠ বাচস্পতি নির্মাণ করেন 'শবশিবা' মূর্তি। সেই থেকে নবদ্বীপে শুরু হয় শাক্ত দেব-দেবীর আরাধনা বা শাক্ত রাসের আধিক্য। উনবিংশ শতকের তিন-এর দশক থেকে শুরু হয় জাতপাতহীন বারোয়ারী। চারশোটির বেশি প্রতিমা বেশির ভাগই বারোয়ারী অথবা ক্লাবের পরিচালনায় হয়ে থাকে। এর মধ্যে প্রাচীন বারোয়ারি পুজোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য এলানিয়া শিবতলার এলানিয়া কালী, আমড়াতলার মহিষ মর্দিনী, যোগনাথ তলার গৌরাঙ্গিনী মাতা, পোড়ামাতলার চণ্ডী ও রণকালী, রামসীতাপাড়ার বামাকালী, ফাঁসিতলার কৃষ্ণকালী, ব্যানার্জিপাড়ার দেবী গোষ্ঠ,তেঘরিপাড়ার নবদুর্গা, বুড়োশিব তলার বিন্ধ্যবাসিনী, বড়ালঘাটের ভুবনেশ্বরী প্রভৃতি। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে রাসের প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ে শহরের বিভিন্ন বড় বড় ক্লাব। সঙ্গে সঙ্গে রাসের চরিত্রেও আসে আধুনিকতার ছোঁয়া। এরমধ্যে নবতম সংযোজন পুরসভা পরিচালিত রাস কার্নিভাল। নবদ্বীপ পুরসভার ব্যবস্থাপনায় শহরের সেরা বারোয়ারীদের আয়োজিত হয় রাস কার্নিভাল। এবছরও তার ব্যতিক্রম নয়। আগামী ৮ নভেম্বর ১৫ টি ক্লাব বা বারোয়ারি অংশ নেবে পুরসভা পরিচালিত রাস কার্নিভালে। সব মিলিয়ে নবদ্বীপের রাস উৎসবে বিভিন্ন দেবদেবীর বৈচিত্রের মিশেল। নিঃসন্দেহে এক বিরল উৎসবে রূপান্তরিত হয়েছে ঐতিহ্যবাহী রাস উৎসব।

বি.এল.ও.-দের নিরাপত্তা নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতোর, তৃণমূল-শুভেন্দু দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে !

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ তৃণমূল তাঁর বিরুদ্ধে বুথ লেভেল অফিসারদের (বিএলও) হুমকি দেওয়ার অভিযোগ এনেছে। এর পরই শুভেন্দু অধিকারী বিএলওদের আশ্বাস দিচ্ছেন, নির্বাচন কমিশন যদি তাঁদের নিরাপত্তা নিশ্চিত না করে, তবে বিধানসভার বিরোধী দলনেতা হিসেবে তিনি তাঁদের পাশে থাকবেন এবং নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবেন। বিএলও,দের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ তুলে বিধানসভার বিরোধী দলনেতার নামে এফ আইআর দায়েরের আর্জি জানিয়ে নির্বাচন কমিশনে চিঠি দিয়েছেন রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। দুই পাতার এই চিঠিতে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৩৫১ ধারা মোতাবেক শুভেন্দুর বিরুদ্ধে অপরাধমূলক ভীতি প্রদর্শনের মামলা রুজু করার দাবি জানিয়েছেন তৃণমূলের এই নেতা। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিককে অরূপ ৩১ অক্টোবর তারিখে যে চিঠি দিয়েছেন, সেখানে অভিযোগ করা হয়েছে; শুভেন্দু বিএলও,দের জেলে পাঠানোর হুমকি দিয়েছেন। বিএলও,রা যাতে জেলে যান তার জন্য প্রয়োজনীয় নথি সরবরাহ করা হবে বলেছেন। বিরোধী দলনেতার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করে অরূপ এই চিঠিতে লিখেছেন, 'শুভেন্দু অধিকারী যে বিবৃতি দিয়েছেন, তার জন্য অবিলম্বে এফআইআর দায়ের করার জন্য পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া হোক।' রাজ্যে 'সার' চলার সময়ে বিএলও,দের সুরক্ষা দেওয়ার কথাও এই চিঠিতে লিখেছেন অরূপ। তৃণমূলের এই চিঠি নিয়ে শুভেন্দু শনিবার বলেন, 'আমি কী হুমকি দিয়েছি? আমি বলেছি বিহারে অনেক বিএলও,র নাম এফআইআর হয়েছে। অনেকে জেলে গিয়েছেন। খারাপ কী বলেছি? আমি বলেছি তৃণমূল, বিজেপির কথা শুনবেন না, নির্বাচন কমিশনের কথা শুনুন। আমি ব্যাখ্যা দেবো না; যা পারে করে নিক। যা খুশি করতে বলুন।' তাৎপর্যপূর্ণ হলো, যেখানে বিএলও, রা নিজেদের নিরাপত্তার দাবিতে কমিশনের কাছে সরব হয়েছেন, সেখানে আবার তাঁদের পাশে দাঁড়ানোর বার্তা দিয়েছেন বিরোধী দলনেতা। তাঁর কথায়, 'বিএলও-দের নিরাপত্তার ব্যবস্থা কমিশনকেই করতে হবে। যাতে তাঁরা স্বচ্ছ ভাবে এবং নির্ভয়ে কাজ করতে পারেন। তবে কমিশন যদি তাঁদের নির্পত্তার ব্যবস্থা না,করে, বিএলও,রা আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। বিরোধী দলনেতা হিসেবে তাঁদের নিরাপত্তার জন্য আমি যা ব্যবস্থা করার করব।'

বিদ্যুৎ সংযোগ করতে গিয়ে মৃত্যু

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর ভয়াবহ দূর্ঘটনা,মৃত এক জয়নগরে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বুধবার রাস পূর্ণিমা। আর জয়নগর দুই নম্বর ব্লকের সাহাজাদাপুর ও ময়দা গ্রাম পঞ্চায়েতের সংযোগস্থল হাতছাবড়ি গ্রামে রাসযাত্রার বিশাল মেলা বসে। রবিবার মেলার বিদ্যুৎ সংযোগের কাজ চলছিল। আর এদিন দুপুর সাড়ে এগারোটা নাগাদ সুরজিত মন্ডল, বয়স ২৯ বছর নামে এক শ্রমিক বিদ্যুতের সংযোগ করার সময় বিদ্যুতের শক লেগে মৃত্যুর কোলে ঢোলে পড়ে। স্থানীয়রা তৎক্ষনাৎ তাকে উদ্ধার করে নিমপীঠ রামকৃষ্ণ গ্রামীন হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃতের বাড়ি কুলতলি থানার কৈখালী কাছাড়ি বাজার এলাকায়। খবর পেয়ে বকুলতলা থানার পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে তদন্তের কাজ শুরু করেছে। আর এই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকায়।

ফের পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, লাভপুরঃ ফের পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু বীরভূমের লাভপুরে। পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য এলাকায়। মৃত শ্রমিকের বাড়ি লাভপুর বিধানসভার চৌহাট্টা মহোদড়ি এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ধনডাঙ্গা গ্রামে। পরিযায়ী শ্রমিকের নাম শেখ নাসিম (২৫)। মৃত শ্রমিকের জামাইবাবু সফিকুল সেখ জানান, রবিবার সকাল ছ'টা নাগাদ চেন্নাইয়ের সালোমে লিফটের ফিনিশিংয়ের কাজ করতে গিয়ে দোতলা থেকে নিচে গর্তে পড়ে মারা যায়। আমাদের গ্রামে সকাল আটটা নাগাদ মৃত্যুর খবর আসে। ময়না তদন্তের পর মৃতদেহ আসতে আসতে বৃহস্পতিবার হয়ে যাবে। জানা গেছে, চেন্নাইয়ে রাজমিস্ত্রির কাজ করতে গিয়ে মৃত শ্রমিক শেখ নাসিম ছ'মাস আগে রাজমিস্ত্রির কাজ করতে চেন্নাইয়ে পাড়ি দেয় লাভপুরের পরিযায়ী শ্রমিক। পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুর কারণে এলাকা জুড়ে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। পরিবারের অভাব-অনটন কাটানোর জন্যই রাজমিস্ত্রির কাজ করতে চেন্নাইয়ে পাড়ি দিয়েছিল এই পরিযায়ী শ্রমিক। মৃত শ্রমিকের বাবা আলাউদ্দিন সেখ বহু দিন আগে মৃত। বাড়িতে মা মানোয়ারা বেউয়া থাকতেন। নিসন্তান স্ত্রী সাজিনা বিবি বাপের বাড়িতে থাকেন। পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের।

রিষড়ায় দেবী জগদ্ধাত্রীর গয়না চুরির অভিযোগ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি ঃ চুরি হয়ে গেল দেবী জগদ্ধাত্রীর গয়না। আর এই অভিযোগে শোরগোল রিষড়ায়। বর্তমানে রিষড়া জুড়ে চলছে জগদ্ধাত্রী পূজা। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ জগদ্ধাত্রী পূজা দেখতে রিষড়ায় আসছেন। পুলিশ প্রশাসনও কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা করেছে। তারমধ্যেই রিষড়ায় জাগরণ ক্লাবের প্যান্ডেলের দেবী জগদ্ধাত্রীর মূর্তি থেকে চুরি হয়ে গেল গয়না। অভিযোগ এমনই। রবিবার সকালে ক্লাবের সদস্যরা প্রতিমার অঙ্গে গয়নাগুলো দেখতে পাননি। তারপরেই বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে। জাগরণ ক্লাবের সম্পাদক দেবব্রত চন্দ্র জানিয়েছেন যে, রবিবার সকালে কেউ জগদ্ধাত্রীর মূর্তি থেকে গয়না চুরি করেছে। মূর্তি সাজানোর জন্য ব্যবহৃত সামগ্রীও ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। রিষড়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। এই ঘটনায় রিষড়ায় জগদ্ধাত্রী পূজা প্যান্ডেলের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠে গিয়েছে। উল্লেখ্য, চন্দননগরে যখন জগদ্ধাত্রী পুজোর বিসর্জনের সুর বাজতে শুরু করে, রিষড়ায় তখন আগমনীর সুর। রিষড়ার জগদ্ধাত্রী পুজো বাকি গোটা রাজ্যের সঙ্গে একই সময় পালিত হয় না। বরং কিছু দিন পর থেকে শুরু হয় এর উদযাপন, চলে বেশ কয়েক দিন ধরে। চন্দননগর এবং কৃষ্ণনগর এই দুই শহরে যখন দেবী জগদ্ধাত্রী বিদায় নেন, তখন সাড়ম্বরে তাঁরই পুজো হয় রিষড়ায়। কৃষ্ণনগর, চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজো শেষ হয় যেখানে, সেখানেই শুরু হয় রিষড়ার জগদ্ধাত্রী পুজো। চলতি বছরে ৩০ অক্টোবর অর্থাৎ নবমীর দিন রিষড়ার জগদ্ধাত্রী পুজোর প্রথম দিন। এ দিন থেকে ৪ নভেম্বর অর্থাৎ চতুর্দশীর দিন পর্যন্ত চলবে এই পুজো। মোট ৬ দিন ধরে চলে রিষড়ার জগদ্ধাত্রী পুজো। এখানেও বিভিন্ন থিম যেমন দেখা যায়, তেমনই ডাকের সাজের সাবেক প্রতিমাও নজর কাড়ে।

টিউশন থেকে ফেরার পথে নাবালিকাকে 'গণধর্ষণ'

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতাঃ এবার দমদমে নাবালিকাকে গণধর্ষণের অভিযোগে তিন বন্ধুর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের। ঘটনাটি এলাকায় প্রবল শোরগোল সৃষ্টি করেছে। ইতিমধ্যেই পুলিশ তিনজন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে। তাদের বিরুদ্ধে ধর্ষণ, জোরপূর্বক আটকে রাখা এবং অন্যান্য একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, দমদমের বাসিন্দা ওই নাবালিকা সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী। শনিবার সন্ধ্যায় পড়তে গিয়েছিল সে। ফেরার সময় এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয় তার। জানা যায়, কমলাপুর পার্কে বসে দীর্ঘক্ষণ গল্প করে তারা। পরবর্তীতে যায় আরও ২ জন। অভিযোগ, এরপরই তিনবন্ধু মিলে জোর করে নাবালিকাকে টোটোতে তোলে। পালানোর চেষ্টা করলেও লাভ হয়নি। অভিযুক্তরা নাবালিকাকে নিয়ে যায় দু'নম্বর মতিলাল কলোনির হরিজন বস্তিতে। সেখানকার একটি ঝুপড়িতে নাবালিকাকে গণধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ। কোনওক্রমে অভিযুক্তদের হাত থেকে পালিয়ে বাড়ি ফিরেছে নাবালিকা। তাকে অসুস্থ ও বিধ্বস্ত অবস্থায় দেখে পরিবারের সন্দেহ হয়। চাপ দিয়ে জিজ্ঞাসা করতেই সব কথা খুলে বলে নির্যাতিতা। রাতেই দমদম থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে সে। অভিযোগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। নির্যাতিতার পরিবার ধৃতদের সর্বোচ্চ শাস্তির দাবি জানিয়েছে। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, তঅভিযোগ পেয়েই ৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তদন্ত শুরু হয়েছে। অভিযোগ প্রমাণিত হলে শাস্তি।

দীর্ঘ অসুস্থতার পর প্রয়াত তৃণমূল বিধায়ক মইনুল হক

দুরন্তবার্তা, মিঠুন হালদার ঃ রবিবার সকালে কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে মৃত্যু হল মুর্শিদাবাদের ফরাক্কা বিধানসভা কেন্দ্রের পাঁচবারের কংগ্রেস বিধায়ক তথা বর্তমানে তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সহ-সভাপতি মইনুল হকের। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর। গত প্রায় তিন মাসের বেশি সময় ধরে মইনুল হক কলকাতার দু'টি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। আজ ভোর রাতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয় বর্ষীয়ান এই নেতার। মইনুল হকের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন ফরাক্কার তৃণমূল বিধায়ক মনিরুল ইসলাম। তিনি বলেন,' আমার রাজনীতির চলার জীবনে মইনুল হক আমার অভিভাবক ছিলেন। তাঁর কাছ থেকে আমি অনেক মূল্যবান রাজনৈতিক পরামর্শ পেয়েছি, যা আমার ভবিষ্যতে চলার পথের বড় শিক্ষা হয়ে রয়েছে। গত একুশে জুলাই আমরা একসঙ্গে প্রায় পাঁচ ঘন্টা সময় কাটিয়েছিলাম। তারপর ফরাক্কায় ফিরেই মইনুল হক গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। আমি তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করছি।' মুর্শিদাবাদ জেলার রাজনীতিতে বরাবরই 'স্ট্রংম্যান' হিসেবে পরিচিত ছিলেন মইনুল হক। ১৯৯৬ সালে প্রথমবার কংগ্রেসের টিকিটে ফরাক্কা বিধানসভা আসন থেকে জয়ী হন। তারপরে আরও চারবার তিনি ওই আসন থেকেই কংগ্রেসের প্রতীকে নির্বাচিত হয়েছিলেন। তবে ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের মনিরুল ইসলাম তাঁকে পরাজিত করেন। এক বছরের মধ্যেই মুর্শিদাবাদ জেলা কংগ্রেসে বড়সড় ভাঙন ধরিয়ে ২০২২ সালে মইনুল হক, অভিষেক ব্যানার্জীর হাত ধরে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন। নিজের কর্ম দক্ষতার জন্য এর কিছুদিনের মধ্যেই তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সহ সভাপতি পদে মনোনীত হন। মইনুল হক তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিলেও ফরাক্কার সব থেকে বড় দু'টি শিল্প কেন্দ্র, অম্বুজা সিমেন্ট ফ্যাক্টরি এবং ফরাক্কা এনটিপিসি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে কংগ্রেস নিয়ন্ত্রিত শ্রমিক সংগঠনের তিনি সভাপতি পদে ছিলেন। শ্রমিক স্বার্থের কথা চিন্তা করেও অসুস্থ শরীর নিয়ে গত ২৩শে জুলাই তিনি অম্বুজা সিমেন্ট ফ্যাক্টরিতে শ্রমিকদের সঙ্গে মালিকপক্ষের একটি চুক্তিতে সই করার জন্য সেখানে গিয়েছিলেন। তাঁর পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, অম্বুজা ফ্যাক্টরিতে বৈঠক চলাকালীনই 'সেরিব্রাল স্ট্রোকে' আক্রান্ত হন তিনি। সেদিনের পরই তিনি হাঁটাচলার ক্ষমতা হারিয়েছিলেন ও কথাও বলতে পারছিলেন না। কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে তাঁর অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় মইনুল হকের পরিবারের তরফ থেকে স্নায়ুর চিকিৎসার জন্য তাঁকে অন্য একটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। সেখানেই চিকিৎসাধীন থাকাকালীন অবস্থায় রবিবার সকালে মইনুল হকের মৃত্যু হয়। মইনুল হকের পরিবারে তাঁর দুই স্ত্রী ছাড়াও তিন মেয়ে এবং এক ছেলে রয়েছেন। মইনুল হকের পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, ফরাক্কার তিলডাঙ্গার গ্রামের বাড়ির কাছে রবিবার রাতেই কবরস্থ করা হবে বর্ষিয়ান এই নেতাকে।

উত্তরপাড়া স্কুল লেনে একাধিক গাছ কাটা নিয়ে বিতর্ক

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ উত্তরপাড়া পুর এলাকা আবারও নিত্যদিনের ঘটনা হিসেবে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে এসেছে। ফের উত্তরপাড়া পুরসভা এলাকায় গাছ কাটার অভিযোগ উঠেছে। ৯ নম্বর ওয়ার্ডের ভদ্রকালী স্কুল লেনে দিনের আলোয় একাধিক গাছ কাটা হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। ঘটনায় ইতিমধ্যেই পদক্ষেপ নিয়েছে বন দপ্তর। স্থানীয়রা জানান, রবিবার সকাল থেকেই স্কুল লেনের একটি জমিতে একাধিক গাছ কেটে ফেলা হয়েছে। খবর পেয়ে স্থানীয় মানুষ বন দপ্তরের কাছে অভিযোগ জানায়। অভিযোগ পেয়ে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করে বন দপ্তর। কিন্তু এরপরেও সাধারণ মানুষের মনে প্রশ্ন, কেন স্থানীয় প্রশাসন এই বিষয়ে তৎপর হচ্ছে না? পুজোর আগে উত্তরপাড়ার ওই ৯ নম্বর ওয়ার্ডেই গাছ কাটার অভিযোগ ওঠে। সেই সময়েও বন দপ্তরের হস্তক্ষেপে গাছ কাটা বন্ধ হয়। এই বিষয় বন দপ্তরের এক কর্তা জানান, প্রশাসনের পাশাপাশি সাধারণ মানুষকেও আরও সজাগ এবং তৎপর হতে হবে। কোনও জায়গায় গাছ কাটা দেখলেই স্থানীয় থানায় এবং বন দপ্তরের অফিসে অভিযোগ জানাতে বলা হয়েছে। এই বিষয়ে স্থানীয় কাউন্সিলার মিতালী বেজ জানান, 'আমার কাছে এই ধরনের কোনও অভিযোগ আসেনি। আজ সকালে ওই এলাকা থেকেই একজন চিকিৎসক কিছু গাছের ডাল পালা সরিয়ে দেবার কথা বলেছেন। তবুও আমি খোঁজ নিয়ে দেখবো।' এই ঘটনায় জমির মালিক জানান, 'আমার একটি জিটি রোডের ওপর গ্যারেজ আছে। রাস্তার উপর কাজ হয়। তাতে পাড়ার লোকের অসুবিধা হয়। তাই আমি ওই জমিতে কাজ করতে চাই। আমি আজ কোনও গাছ কাটিনি শুধু মাত্র ছেঁটে ফেলা হয়েছে।'

মুম্বই রোডে ভয়াবহ দুর্ঘটনা, ডাম্পারের ধাক্কায় মৃত্যু মহিলার

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রবিবার ভোরে উলুবেড়িয়ায় ঘটে গেল ভয়াবহ দুর্ঘটনা। মুম্বই রোডের পানপুর মোড়ে ডাম্পারের সঙ্গে বাইকের সংঘর্ষে প্রাণ হারান এক মহিলা। গুরুতর আহত হয়েছেন মৃতার স্বামী ও মেয়ে। ঘাতক ডাম্পারটি আটক করেছে পুলিশ, যদিও চালক পলাতক। দুর্ঘটনার জেরে এলাকায় ব্যাপক যানজট সৃষ্টি হয়। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনায় এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতার নাম সীমা দত্ত। বয়স ৩৮। তিনি ঝাড়গ্রামের সাঁকরাইলের বাসিন্দা। থাকতেন হাওড়া লিলুয়ায়। এদিন সকালে স্বামী মাধব দত্ত ও মেয়ের সঙ্গে বাইকে চেপে ঝাড়গ্রাম যাচ্ছিলেন। মুম্বই রোড ধরেন তাঁরা। উলুবেড়িয়ার পানমোড়ের কাছে একটি ডাম্পার তীব্র গতিতে ছুটে এসে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারে মাধববাবুর বাইক্কে। অভিঘাতে রাস্তায় ছিটকে পড়েন তাঁরা। সীমাদেবীর মাথার ডক্ক পর দিয়ে চলে যায় ডাম্পারের চাকা। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। গুরুতর জখম হন বাবা ও মেয়ে। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ট্রাফিক পুলিশ। মাধববাবু ও তাঁর মেয়েকে উদ্ধার করে উলুবেড়িয়া শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বর্তমানে তাঁরা সেখ নেই চিকিৎসাধীন। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ঘাতক গাড়িটি বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে, তবে পরে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা ৩২৯, সংখ্যা, সোমবার ১৭ কার্ত্তিক ১৪৩২

পারমানবিক বোমা

চোদ্দ বছর বয়সে ছেলেটি নিজে নিজেই ক্যালকুলাস আর পদার্থবিদ্যা শিখে ফেলেছিল। আর এই সব শুরু হয়েছিল এক পুরোনো ল্যাটিন বই থেকে। একুশ বছর বয়সে তার থিসিস এত কঠিন ছিল যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষকরাই তা পুরো বুঝতে পারেননি। ৪১ বছর বয়সে সে বানায় পৃথিবীর প্রথম পারমাণবিক রিয়্যাক্টর - আর মানুষের ইতিহাস চিরতরে বদলে যায়। ১৯১৫ সালে রোমের এক বইয়ের দোকানে এক কিশোর খুঁজে পেল একটা ধুলো মাখা বই - নাম Elementorum Physicae Mathematica, লেখা হয়েছিল ১৮৪০ সালে, একজন যাজক আন্দ্রেয়া কারাফা দ্বারা। অন্য ছেলেরা হয়তো সেটা দেখে পাশ কাটিয়ে যেত। কিন্তু এই ছেলেটি বইটা কিনে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে নিজে নিজে পড়তে শুরু করল। সেই ছেলেটির নাম এনরিকো ফার্মি। ফার্মির বাবা ছিলেন রেলওয়ে কর্মচারী, মা ছিলেন স্কুলশিক্ষিকা। তারা সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবার। কিন্তু এনরিকো ছোটবেলা থেকেই আলাদা ছিল। ১০ বছর বয়সে সে মজার জন্য নিজে ইলেকট্রিক মোটর বানাত। ১৪ বছর বয়সে জ্যামিতি, বীজগণিত, ক্যালকুলাস, আর ধ্রুপদী পদার্থবিদ্যা পুরোপুরি রপ্ত করে ফেলেছিল - কোনো শিক্ষক ছাড়াই, শুধু পুরোনো ল্যাটিন বই আর হাতের নাগালের অংকের বই থেকে। তার ভাই জুলিও তার সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণা ছিল। কিন্তু হঠাৎ এক সার্জারিতে জুলিও মারা গেলে ফার্মি ভীষণ ভেঙে পড়ে। দুঃখ ভুলতে সে আরও গভীরভাবে পড়াশোনায় ডুবে যায়। ১৭ বছর বয়সে সে ভর্তি হতে চায় ইটালির সবচেয়ে কঠিন প্রতিষ্ঠান, স্কুওলা নরমালে সুপিরিওরে দি পিসা। তিন দিনের ভর্তি পরীক্ষা, দিনে আট ঘণ্টা করে। শেষ দিনে তাকে লিখতে বলা হয় শব্দের প্রকৃতি বর্ণনা কর। সে যা লিখেছিল তা আসলে বিশ্ববিদ্যালয়ের থিসিসের মতো ছিল - তরঙ্গ, শব্দতত্ত্ব আর জটিল গণনা সমৃদ্ধ লেখা। পরীক্ষকরা হতবাক হয়ে যায়। এমন উত্তর তারা কোনোদিন দেখেনি। ফার্মি সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে ভর্তি হয়। কিন্তু কিছুদিন পরই তার ক্লাসগুলো তাকে বোরিং লাগতে শুরু করে। কারণ সে আগেই সব জানত। তাই ক্লাসের বদলে নিজে শেখা আর বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আলোচনা করাই ছিল তার কাজ। অল্পদিনেই সে এমন এক ছাত্রে পরিণত হয়, যে তার অধ্যাপকও বলতেন, তুমি বুঝিয়ে দিলে তবেই আমি বুঝি। ২০ বছর বয়সে সে ইতিমধ্যেই কোয়ান্টাম মেকানিক্স আর স্ট্যাটিস্টিকাল ফিজিক্স নিয়ে গবেষণা করছিল - এমন বিষয় যেগুলো তখনকার ইতালিয়ান বিজ্ঞানীরা খুব একটা চিনত না। ২১ বছর বয়সে তার পিএইচডি থিসিস এত জটিল ছিল যে পরীক্ষকরা চুপ মেরে গিয়েছিল। ১৯৪২ সালের ২ ডিসেম্বর, শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি স্কোয়াশ কোর্টে, ফার্মি চালু করেন শিকাগো পাইল - ১। মানব ইতিহাসের প্রথম পারমাণবিক রিয়্যাক্টর। ফার্মি শান্তভাবে তার ক্যালকুলেশন করে যাচ্ছিল। বিকেল ৩টা ২৫ মিনিটে রিয়্যাক্টর সক্রিয় হয়, প্রথমবারের মতো নিয়ন্ত্রিত পারমাণবিক বিক্রিয়া ঘটে। সেদিন থেকেই শুরু হয় পারমাণবিক যুগ - যার প্রভাব এখনো আমাদের বিশ্বে ছড়িয়ে আছে। বিদ্যুৎ, যুদ্ধ, রাজনীতি, বিজ্ঞান... সব বদলে যায়। সেখানে, শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে, সে যোগ দেয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ম্যানহাটন প্রজেক্টে।

নাট্যকার বার্নাড শ

বিখ্যাত সব নাটকগুলো বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। মানুষটা সম্পর্কে গোটা বিশ্ব একমত তিনি দেশকাল জাতির উর্ধ্বে। তিনি বিশ্ব মানব,বিশ্ব বিবেক, বিশ্বের সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার বার্নাড শ। এই মহান মানুষটাকে যখন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় উপাধি দিতে চাইল, তিনি বিনীতভাবে বললেন তাঁর নামের আগে, পিছনে কোনও উপাধির দরকার নেই। ১৯২৫ সালে নোবেল সাহিত্য পুরস্কার পেলে স্বভাবসিদ্ধ ঢঙে প্রথমে নোবেল পুরস্কার গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। নিজের সৃষ্টির বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি স্বরূপ পুরস্কার,ডিগ্রি গ্রহণে এত অনীহা! নোবেল কমিটির একান্ত অনুরোধে পুরস্কারের পদকটি গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু পুরস্কারের অর্থ তিনি দান করে দেন। ১৯৩৯ সালে অস্কার পেলেন। ২০১৬ সালে বব ডিলান সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার আগে পর্যন্ত শ,ই একমাত্র ব্যক্তি ছিলেন, যিনি একাধারে নোবেল ও অস্কার পান। অদ্ভুত এক জীবন 'শ' প্রথম দিকে লেখক হওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন, প্রকাশকদের কাছে উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি পাঠাতেন তবে কেউ সেই লেখা ছাপতে রাজি হতেন না। হতাশ হয়ে একদিন সিদ্ধান্ত নিলেন ঢের হয়েছে আর নয়। যাই হোক তিনি কোনও দিন লেখক হওয়ার চেষ্টা করবেন না। শেষ পর্যন্ত নিজের প্রতিজ্ঞা ধরে রাখতে পারেন নি,আবার লেখা শুরু করলেন তবে উপন্যাস নয় নাটক। আর সেই নাটক তাঁকে বিশ্বজোড়া খ্যাতি এনে দিল। কিশোর বয়সে স্কুলের বদলে বাড়িতেই পড়েছেন সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শনের অনেক বই। তবে এসবের মধ্যে মুগ্ধ করেছিল শেকসপীয়ারের নাটক, মনে মনে ভাবতেন একদিন তাঁর মত মস্ত নাট্যকার হবেন। জীবনে চলার পথ মসৃণ ভাবে চলল না, বাবার ব্যবসায় মন্দার ফলে জমির দালালির অফিসে চাকরি নিলেন। অফিসের কাজ করেন,ফাঁকে লেখেন। পত্র পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন, তবে সেখানেও তাঁর লেখা কেউ ছাপে না। শেষ পর্যন্ত একদিন একটি চিঠি একটি পত্রিকায় ছাপা হল। সাংবাদিকতার চাকরি। বইয়ের সমালোচনা থেকে চিত্র, সংগীতের সমালোচনা করতেন। তাঁর সমালোচনার ভাষা, বুদ্ধিদীপ্ত রচনায় মুগ্ধ হল ইংল্যান্ডের বিদগ্ধ সমাজ। 'দি উইডোয়ার্স হাউসেস নাটক লিখলেন। 'সীজার অ্যান্ড ক্লিওপেট্রা 'র পরে বার্নাড শ লিখলেন তাঁর জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক 'ম্যান অ্যান্ড সুপারম্যান'। এই নাটক অভিনীত হওয়ার সাথে সাথেই সবাই তাকে স্বীকার করল।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন যে ধর্ম মানুষকে আলোর পথ দেখাবে। সে ধর্ম হচ্ছে সেবা। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। সব ধর্মে ওপরে তার স্থান।

সত্যের বিকাশ করতে হবে। জ্ঞানের বিকাশ করতে হবে। প্রাণের বিকাশ করতে হবে। মানব শক্তি হচ্ছে এই জগতের সবচেয়ে বড় শক্তি। এই শক্তিকে উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করতে হবে। মানুষের বিপদের সময়ে গিয়ে পাশে দাঁড়াতে হবে। নিজের মনকে সম্পদশালী করতে হবে। পিছনে দিকে তাকালে চলবে না। সব সময়ে সমানে দিকে তাকিয়ে চলবে হবে। বিপদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। তাদেরকে পরাস্ত করতে হবে।

নিবেদিতা দর্শন

নিবেদিতা বলতেন, সাহিত্য চর্চা বাংলায় বহু হয়েছে। এখন দরকার বিজ্ঞান চর্চা। বিজ্ঞান চর্চা করতে হবে। তাকে বেশি করে প্রাধান্য দিতে হবে। তরুণদের উচিত হচ্ছে বিজ্ঞান চর্চা করে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চিন্তাভাবনা করতে। বিজ্ঞানই দেশকে আধুনিক ভারতে পরিণত করবে। বিজ্ঞানই দেবে শক্তি। প্রাণ শক্তি দেবে। জীবন শক্তি দেবে। নারী শক্তিকে জাগরিত করতে হবে। দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য নারী শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। নারীদের যদি শিক্ষিত করা যায় তাহলে বাংলার প্রতিটি সন্তান সুশিক্ষিত হতে থাকবে। তাতেই জাগরিত হবে বাংলা তথা ভারত। বাংলা ভারতকে পথ দেখাবে। অন্ধকার থেকে আলোর পথ ধরে এগিয়ে নিয়ে যাবে সবাই বাংলাকে। সেই কারণে ভগিনী নিবেদিতা বিজ্ঞান চর্চার ওপড়ে বেশি করে জোর দিয়েছিলেন। ভগিনী নিবেদিতা ভারতীয় না হলেই তিনি ভারতীয় হয়ে গিয়েছিলেন যখন স্বামী বিবেকানন্দ তাঁকে শিষ্য হিসাবে গ্রহণ করে নেন। তারপর থেকে তিনি ভারতীয় দর্শন নিয়ে পড়াশুনা করতে থাকেন। বাংলার নারী জাগরণ নিয়ে ব্যস্ত হন।

ভূতের গল্প লেখার মধ্যে প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার গোড়ায় আঘাত হেনেছেন শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্রকুমার শীল

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় জন্মঞ্জ ২ নভেম্বর ১৯৩৫ (বয়স প্রায় ৯০)। জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ১৯৩৫ সালের ২রা নভেম্বর বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের টালমাটাল সময়ে পরিবারসমেত কলকাতা পাড়ি জমান। বাবার চাকরির সুবাদে

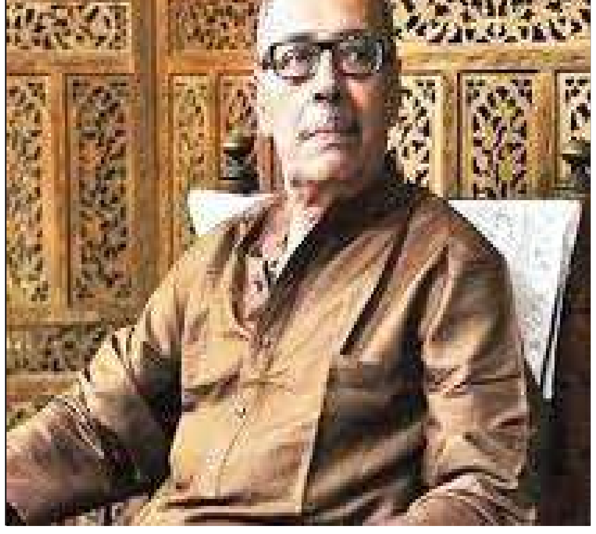

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় শৈশব কেটেছে তার। কোচবিহার বোর্ডিং স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন তিনি। মাধ্যমিক পাস করেন কোচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে। পরে কলকাতা কলেজ থেকে বিএ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন। শীর্ষেন্দু তার পেশাজীবন শুরু করেন শিক্ষকতার মাধ্যমে। দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকায় সাংবাদিকতাও করেছেন কিছুদিন। বর্তমানে সাহিত্য পত্রিকা দেশ-এর সহকারী সম্পাদক পদে নিয়োজিত আছেন। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ছোটবেলা থেকেই ভীষণ বইপড়ুয়া ছিলেন। হাতের কাছে যা পেতেন তা-ই পড়তেন। খুব ছোট বেলাতেই তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মানিক বন্দোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তারাশংকর বন্দোপাধ্যায় এর মতো লেখকদের রচনাবলী পড়ে শেষ করেছেন। এই পড়ার অভ্যাসই তার লেখক সত্ত্বাকে জাগিয়ে তোলে। ১৯৫৯ সালে দেশ পত্রিকায় তার প্রথম গল্প 'জলতরঙ্গ' প্রকাশিত হয়। দীর্ঘ ৭ বছর পর দেশ পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয় তার প্রথম উপন্যাস 'ঘুণপোকা'। এরপর থেকেই নিয়মিত লিখতে থাকেন তিনি। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় এর বই এর সংখ্যা দু'শতাধিক। তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস পার্থিব, দূরবীন, মানবজমিন, গয়নার বাক্স, যাও পাখি, পারাপার ইত্যাদি। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় এর রহস্য সমগ্র রহস্যপ্রেমীদের কাছে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে। প্রায় ৪০ এর অধিক রহস্য গল্প প্রকাশিত হয়েছে 'অদ্ভুতুরে সিরিজ' নামকরণে। মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি, ভুতুড়ে ঘড়ি, হেতমগড়ের গুপ্তধন, নন্দীবাড়ির শাঁখ, ছায়াময় ইত্যাদি এই সিরিজের অন্তর্ভুক্ত। এছাড়াও তিনি বেশ কিছু ছোটগল্প রচনা করেছেন। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় এর বই সমূহ দুই বাংলায় পাঠকপ্রিয়তা পেয়েছে সমানতালে। এছাড়াও শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় এর বই সমগ্র অবলম্বনে বিভিন্ন সময় চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে। তার উপন্যাস 'যাও পাখি' এবং 'মানবজমিন' নিয়ে বাংলাদেশেও ধারাবাহিক নাটক নির্মিত হয়েছে। তার সৃষ্ট চরিত্র শাবর দাশগুপ্ত এবং ধ্রুব পাঠক হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছে। সাহিত্যে অবদানের জন্য অনেক পুরস্কার পেয়েছেন তিনি। শিশু-কিশোরদের জন্য লেখা উপন্যাস 'মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি'র জন্য ১৯৮৫ সালে 'বিদ্যাসাগর পুরস্কার' পান। ১৯৭৩ এবং ১৯৯০ সালে পেয়েছেন 'আনন্দ পুরস্কার'। ১৯৮৮ সালে 'মানবজমিন' উপন্যাসের জন্য অর্জন করেন 'সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার'। এছাড়াও, ২০১২ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদত্ত সম্মান 'বঙ্গবিভূষণ' লাভ করেন তিনি।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের বাংলা ভূতের গল্প পাঠক সমাজে সাড়া ফেলে দিয়েছিল। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত বাংলা ভৌতিক কল্পকাহিনীর একশোটি প্রামাণিক গল্প একত্রিত হয়ে প্রকাশিত। এই সব গল্প উৎসাহের সাথে পাঠকেরা পড়েছে।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের মতো প্রভাব ফেলেছেন এমন লেখক খুব কমই আছেন। পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে সাহিত্যজীবনে, শীর্ষেন্দু বিভিন্ন ধারার সীমানা অতিক্রম করেছেন। মনোমুগ্ধকর বিজ্ঞান কল্পকাহিনী থেকে শুরু করে সামাজিক নাটক, মশলাদার রহস্য এবং তীব্র ভৌতিক গল্প - তাঁর বিশাল ভাণ্ডার তাঁকে ভারতের সবচেয়ে সারগ্রাহী সমসাময়িক সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বদের একজন করে তুলেছে। তাঁর কিছু বিখ্যাত রচনার মধ্যে রয়েছেঞ্জ ফেরিঘাট, গোসাই বাগানের ভূত, কাপুরুষ, গোয়েনার বক্স, কাগজের বউ, পাতালঘোর এবং বিদ্রূপাত্মকভাবে, উজান। গথিক ভিক্টোরিয়ান সাহিত্যে শিকড় বিস্তারকারী বাংলা ভূতের গল্পের পুনরুজ্জীবনের জন্য প্রায়শই কৃতিত্বপ্রাপ্ত মুখোপাধ্যায় এই রীতিটি রূপান্তরিত করে . ছিলেন, একই সাথে তাঁর নিজস্ব স্পর্শগুলিও অন্তর্ভুক্ত করে ছিলেন। তিনি কুয়াশাচ্ছন্ন ভুতুড়ে প্রাসাদের গল্প বলার ঐতিহ্য থেকে সরে এসে ছিলেন, যেখানে মাকড়সার জাল এবং প্রতিশোধ মূলক কৌশলে আত্মারা ভরা ছিল। পরিবর্তে, মুখোপাধ্যায় তাঁর গল্পগুলি কল্যাণকর বর্ণালী সত্তা এবং বোকা অলৌকিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে রচনা করেছিলেন। শীর্ষেন্দুর ভূতরা মানুষের সাথে বাস করত, খুব কমই ক্ষতি করত এবং প্রায়শই, বিপরীতভাবে, মানুষকে বেশি ভয় পেত। অবশ্যই, বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ সুকুমার সেন যেমন উল্লেখ করেছেন, অন্যান্য লেখকদের পূর্ববর্তী রচনাগুলিতে - বিশেষ করে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের লেখায়- সৌম্য ভূতের আবির্ভাব ঘটেছে, কিন্তু শীর্ষেন্দুর কাজ নিশ্চিত করেছিল যে উপ-ধারাটি সত্যিই তার নিজস্বতা অর্জন করেছে।

তাহলে শীর্ষেন্দুর ভূত কেন ভীতিকর ছিল না? এর স্পষ্ট উত্তর হল আখ্যান পছন্দ। মুখোপাধ্যায়ের রচনায়, ভূতকে ভৌতিক চরিত্রের পরিবর্তে হাস্যরসাত্মক চরিত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে, মানুষকে ভয় দেখানোর জন্য ব্যবহার করার পরিবর্তে মূলত হাস্যরসাত্মক প্রভাবের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। লেখক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের ভূতগুলি ভয়ঙ্কর থেকে বেশি মজার ছিল, তবুও এই প্রহসনের পাতার নীচে অনেক কিছু লুকিয়ে আছে।

আশি পেরিয়েও সামান্য ভাত ডাল তরকারি বা একটু দুধ-রুটি পেলেই খুশি তিনি। জন্মদিনেও এই নিয়মের খুব একটা হেরফের হয় না 'দূরবীন'-এর স্রষ্টার। তবে এদিন নিয়ম করে প্রতি বছর ছোটবেলার কথা বড্ড মনে পড়ে তাঁর। মনে পড়ে প্রয়াত দিদির কথা। সঙ্গে মায়ের হাতে শীতের প্রথম গুড়ের পায়েস। বহু বছর আগে সেইসব জন্মদিন পেরিয়ে এলেও আজও তাঁর ভিতরে কোথাও যেন একলা চুপটি করে বসে সেই ছোট্ট ছেলেটি।

জন্মদিন পালনের প্রসঙ্গে তিনি এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'চারপাশে যা মনখারাপের পরিস্থিতি তাতে আর জন্মদিন নিয়ে দারুণ উৎসাহ বাকি নেই। তবে প্রতিবার এই দিনে ছোটবেলার কথা বড্ড মনে পড়ে। মা নিজের হাতে পায়েস রাঁধত। সেই গন্ধ, স্বাদ যেন আজও লেগে মুখে। সেদিন ভালো মন্দ রান্না হত বাড়িতে। খুব পেটুক ছিলাম, চেটে পুটে সব খেতাম। তখন অবশ্য মাছ -মাংস সব খেতাম। তারপর তো গত পঞ্চাশ বছরে আর সেসব খাইনি। ছেড়ে দিয়েছি। আর...আর জন্মদিনে একটা করে নতুন জামা পেতাম। কী খুশি যে হতাম। আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা খুব একটা ভালো ছিল না তখন। বাবা রেখে চাকরি করলেও অসম্ভব সৎ ছিলেন। একটি টাকাও ঘুষ নিতেন না। তাই ওই একটি জামা পাওয়াই বিরাট ব্যাপার ছিল। মনে পড়ে আমার জন্মদিন নিয়ে দিদি খুব উৎসাহী থাকত। বাবার মনে যে পুত্রস্নেহ ছিলাম তা দিব্যি টের পেতাম কিন্তু তা নিয়ে কখনও সোচ্চার ছিলেন না তিনি। একটা গাম্ভীর্য ঘিরে থাকত ওঁকে। জন্মদিনের দিন ওঁকে প্রণাম করতাম, উনি দু'হাত মাথায় রেখে আশীর্বাদ করতেন। এটুকুই। সামান্য দু'একটি কথা বলতেন। মাথা নাড়িয়ে শুনতাম'।

তিনি যখন ক্লাস সিক্স-সেভেনে পড়েন তখন দেশভাগ হয়,তিনি খুব কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন দেশভাগের যন্ত্রণা । তিনি বলেন যদিও উদ্বাস্তু সমস্যা আমায় পোহাতে হয়নি কারণ, বাবা রেলে চাকরি করতেন। দেশভাগের ফলে আমাদের বিরাট একটা ক্ষতি হয়েছিল। দেশ ছেড়ে আমাদের চলে আসতে হয়। বিশাল যৌথ পরিবার থেকে বেরিয়ে আলাদা আলাদা ছোট ছোট পরিবারে আমরা ভাগ হয়ে গেলাম। এখন তো অনেক আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা হলে চিনতেই পারব না। তাঁরা কেউ দূরের আত্মীয় না। মাসতুতো বোন, মামাতো ভাই, জ্যাঠতুতো দাদা... দেশভাগের পর থেকে এত বিচ্ছিন্নতা এসে গেছে যা আমাকে পীড়া দেয়। কোনও এক ভাই হয়তো ফোন করল, 'দাদা চিনতে পারছ?' চিনতে পারলাম, নন্দ, কিন্তু চেহারাটা মনে পড়ল না। তখন এত লজ্জা লাগে! দেশ ভাগের পর নানা ঘটনা আমার জীবনে পীড়া দিয়েছে, আমায় ভাবায়। দেশভাগ অনেক কিছু কেড়ে নিয়েছে।

বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে এইমুহূর্তে তাঁকে বাংলা সাহিত্যের জীবন্ত কিংবদন্তি বললে পাঠকমহলের তরফেআপত্তি আসবে না।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বই

দেবু হালদার

১) গোঁসাইবাগানের ভূত ঃ হেড মাস্টারমশাই শচীন সরকার বরিশালের লোক। যেমন তেজী তেমনি রাগী। রেজাল্ট বেরোলে তিনি বুরুনকে ডেকে বললেন, যে ছেলে গণিত জানে না, সে বড় হয়ে কী হয় জানো? বেহিসাবী, অমিতব্যয়ী আর আনপ্র্যাকটিক্যাল।গণিতের শিক্ষা মানুষের বনিয়াদকে শক্ত করে দেয়। মন এবং চিন্তাশক্তি স্বচ্ছ হয়। ভাবপ্রবণতা কমে যায়। যে গণিতের শিক্ষা ঠিক মতো করেনি, আমার মতে সে ভালো ছেলে নয়। বুরুন বার্ষিক পরীক্ষায় অঙ্কে তেরো পেয়েছে বলে এতো কথা শুনতে হল।তার বাড়ির লোকেরা কেউ তার সঙ্গে কথা বলেনা অঙ্কে তেরো পাওয়ার কারণে। বুরুনের বাবা এলোপ্যাথি ডাক্তার। দাদু নামকরা কবিরাজ। বাবা বুরুনের হাত থেকে রেজাল্টটা নিয়ে বললেন,আমিও ছাত্রজীবনে অঙ্কে খুব ভালো ছিলাম না। কিন্তু আশি- নব্বই না পেলেও চল্লিশ-পঞ্চাশ পেতে অসুবিধে হত না। ঠিক হল পরের দিন থেকে করালী মাস্টারমশাইয়ের বাড়িতে রোজ পড়তে যেতে হবে। তাঁর বাড়ি আড়াই মাইল দূরে। হেঁটে যাবে। হেঁটে আসবে। সাইকেলে করে নয়।অঙ্কের শিক্ষক হিসেবে করালী স্যারের খুব নাম-ডাক।করালী স্যার অঙ্কের মোটা মোটা বই পড়তে পড়তে কখনো হো হো করে হাসে। আবার কখনো খুচ খুচ করে কাঁদে। তিনি নাকি স্বপ্নে অঙ্ক পান। অঙ্কে তেরো পাওয়ার কারণে বাবার নির্দেশে বুরুনকে নিজের ময়লা জামাপ্যান্ট কাচতে হয়। নিজের এঁটো থালা গেলাস মাজতে হয়। নিজের জুতো বুরুশ করতে হয়। এমনকি নিজের বিছানা পাতা, মশারি টাঙানো, পড়ার ঘর সকাল বিকেল ঘর ঝাঁট দিতে হয়।তার বাবার এক কথা, কষ্ট না করলে মানুষ হ ওয়া যায় না। তোমরা বড় বেশি আদরে মানুষ হচ্ছ। এসব তবু মানা যায় কিন্তু বাড়ির পোষমানা ময়না কি না তাকে বলল, বুরুন অঙ্কে তেরো পেয়েছে। পাখির এই কথায় সে খুব রেগে গেল। শীতের দুপুরে হাঁটতে হাঁটতে সে গোঁসাই ডাকাতের বাগানে চলে এলো। ভয়ংকর রকমের জঙ্গুলে জায়গা। সেখানে তার সঙ্গে দেখা হল গোসাঁই ডাকাতের বড় স্যাঙাৎ নিধিরামের। নিধিরাম দুশো বছর এই বাগানে আছে। সে এখন অশরীরী। নানাভাবে ভয় দেখাতে চাইল বুরুনকে। বুরুন ভয় পেল না। নিধিরাম বুরুনের আজ্ঞাবহ হয়ে গেল। ভালোই চলছিল। হঠাৎ হাবু গুণ্ডা জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর নিধিরাম ও তাদের সাকরেদরা হাবুর কথা শুনতে বাধ্য হল। হাবুর নাকি অলৌকিক ক্ষমতা। তাকে অনেকে মনে মনে পুজো করে। দাসু রায়ের বড় আদরের ছেলে ছিল এই হাবু। বাবামায়ের অত্যধিক আদর আর প্রশ্রয়ে সে অল্প বয়সেই বিগড়ে গেল। হাবু জেলে গেল। তাকে যারা জেলে পাঠিয়েছিল জেল থেকে বেরিয়ে এসে সে কাদের ওপর কেমন প্রতিশোধ নিয়েছিল?

বক্সার রতন ঃ রতন দিল্লি, ব্যাঙ্গালোর, ভুবনেশ্বর, কলম্বো, খড়্গপুর। যেখানেই সে বক্সিং লড়তে যায় সেখানেই সে রিঙের ভেতর থেকে লক্ষ্য করে দেখেছে এই লোক দুটোকে। যেন এই মানিকজোড় খুব বক্সিং-য়ের ভক্ত। তারা রতনের বক্সিংই কেবল দেখে। পরে যেসব লড়াই হয় সেখানে এদের টিকি দেখা যায় না। কেন যে এরা দু'জন রতনকে নজরে রেখেছে তা রতন বুঝতে পারে না।একজন বেঁটেখাটো, অন্যজন লম্বা। দু'জেনরই বয়েস ত্রিশ -বত্রিশ।সেদিন রতন সুব্বার মতো সাংঘাতিক বক্সারকে হারিয়ে দিয়েছিল। পরে ঐ দুজনের সঙ্গে রতনের আলাপ হয়। লম্বা লোকটার নাম জন আর বেঁটে লোকটা রোলো। রতনরা খুবই গরিব। তার মা মারা গেছে। বাবা পাগল। বক্সিং করে বলে রতন একটা সামান্য চাকরি পেয়েছে। সেই টাকায় কষ্টে তাদের সংসার চলে। অথচ কষ্টের কারণ ছিল না। তার বাবা ছিলেন একজন নামকরা বৈজ্ঞানিক। পেট্রোলিয়াম, পারমাণবিক শক্তির জন্য প্রয়োজনীয় ইউরেনিয়ামের ভাণ্ডারও অফুরন্ত নয়। তাই রতনের বাবা বাঞ্ছারাম এনার্জি নিয়েই একটা গবেষণা করছিলেন। কাজটার নাম ছিল হিট অ্যামপ্লিফিকেশন। এটা সফল হলে পৃথিবী থেকে চিরকালের মতো এনার্জি ক্রাইসিস বিদায় নেবে। এই নিয়ে দিনরাতভাবতে ভাবতে তাঁর মাথায় পাগলামি দেখা দিল। অনেকে বলে তাঁর যে সহকারী ছিল সেই নাকি ওষুধ খাইয়ে রতনের বাবার মাথা খারাপ করে দিয়েছে। রতনের বাবা এখনো নিজের ল্যাবরেটরিতে দিনরাত কাজ করে। তবে সে কাজ পাগলামিরই নানা রকম খেয়ালখুশি। একদিন হিট অ্যামপ্লিফায়ার যন্ত্রটাই উধাও হয়ে গেল। শুধু তাই নয়, রতনের বাবাও নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। বাঞ্ছারাম নিজেই নিরুদ্দেশ হল না তাঁকে কেউ কিডন্যাপ করল?বাঞ্ছারাম কী ফিরে এলো?

হিরের আংটি ঃ ষষ্ঠীর কাজ হল দুনিয়ার বোকাসোকা লোকদের ট্যাঁক ফাঁক করা। চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, গুম আর জখম সে কম করেনি। ষষ্ঠীর আসল কাজ হল লোককে লক্ষ্য করা। লোকটা বোকা না চালাক, সাহসী না ভীতু, গরিব না বড়লোক। ষষ্ঠীকে এসব বুঝে নিতে হয়। গ্রীষ্মের দুপুরে পটল বাবুদের গাড়িবারান্দার বসে।

সবার উপরে মানুষ সত্য তার উপরে নাই

রমেন্দু সরকার

মানুষকে ধর্মের উপরে স্থান দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বার বার সহিষ্ণুতার পক্ষে একলা দাঁড়িয়ে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। আমরা ও তোমরা, এই যে বিভাজন রাজনীতি থেকে ধর্ম সবখানে আজ ছড়িয়ে গিয়েছে, এর বিপদটা বহু আগেই বুঝেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। পঁচিশে বৈশাখকে ঘিরে তাঁর সাহিত্য-শিল্প নিয়ে যত মাতামাতি রবীন্দ্রনাথের ধর্মবোধের সহনশীলতা এবং উদারতা অনেক সহজ করে পাওয়া যায় সেই সব চিঠিপত্রে। যেমন আর একটি চিঠিতে, 'যেখানে মন্দিরের দেবতা মানুষের দেবতার প্রতিদ্বন্দ্বী, যেখানে দেবতার নামে মানুষ প্রবঞ্চিত সেখানে আমার মন ধৈর্য্য মানে না।...দেশের লোকের শিক্ষার জন্যে অন্নের জন্যে, আরোগ্যের জন্যে এরা কিছু দিতে জানে না, অথচ নিজের অর্থ-সামর্থ্য

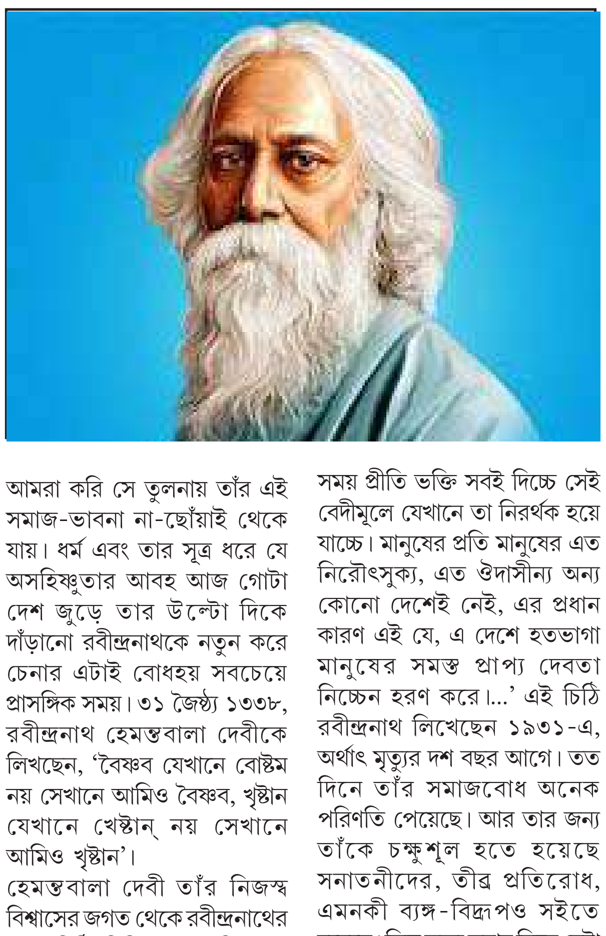

আমরা করি সে তুলনায় তাঁর এই সমাজ-ভাবনা না-ছোঁয়াই থেকে যায়। ধর্ম এবং তার সূত্র ধরে যে অসহিষ্ণুতার আবহ আজ গোটা দেশ জুড়ে তার উল্টো দিকে দাঁড়ানো রবীন্দ্রনাথকে নতুন করে চেনার এটাই বোধহয় সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক সময়। ৩১ জৈষ্ঠ্য ১৩৩৮, রবীন্দ্রনাথ হেমন্তবালা দেবীকে লিখছেন, 'বৈষ্ণব যেখানে বোষ্টম নয় সেখানে আমিও বৈষ্ণব, খৃষ্টান যেখানে খেষ্টান্ নয় সেখানে আমিও খৃষ্টান'।

হেমন্তবালা দেবী তাঁর নিজস্ব বিশ্বাসের জগত থেকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে চিঠি-বিনিময় করেছিলেন। সমাজ, সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদি নিয়ে বড় বড় গালভরা কথা তিনি বলেননি। আর সেই সূত্রেই সময় প্রীতি ভক্তি সবই দিচ্চে সেই বেদীমূলে যেখানে তা নিরর্থক হয়ে যাচ্চে। মানুষের প্রতি মানুষের এত নিরৌৎসুক্য, এত ঔদাসীন্য অন্য কোনো দেশেই নেই, এর প্রধান কারণ এই যে, এ দেশে হতভাগা মানুষের সমস্ত প্রাপ্য দেবতা নিচ্চেন হরণ করে।...' এই চিঠি রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন ১৯৩১-এ, অর্থাৎ মৃত্যুর দশ বছর আগে। তত দিনে তাঁর সমাজবোধ অনেক পরিণতি পেয়েছে। আর তার জন্য তাঁকে চক্ষুশূল হতে হয়েছে সনাতনীদের, তীব্র প্রতিরোধ, এমনকী ব্যঙ্গ-বিদ্রূপও সইতে হয়েছে। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় যেটা সেটা হল কোমর বেঁধে নিজের বক্তব্য নিয়ে ঝগড়া করতে নামেননি তিনি। মানুষকে তিনি ধর্মের উপরে তো বটেই, এমনকী দেশের উপরেও জায়গা দিয়েছেন। হেমন্তবালা দেবীকেই লিখে ছিলেন, 'আমার কথা ব্রাহ্মসমাজের কথা নয়, কোনো সম্প্রদায়ের কথা নয়, য়ুরোপ থেকে ধার-করা বুলি নয়। য়ুরোপকে আমার কথা শোনাই, বোঝে না; নিজের দেশ আরো কম বোঝে। অতএব আমাকে কোনো সম্প্রদায়ে বা কোনো দেশখণ্ডে বদ্ধ করে দেখো না। আমি যাঁকে পাবার প্রয়াস করি সেই মনের মানুষ সকল দেশের সকল মানুষের মনের মানুষ, তিনি স্বদেশ স্বজাতির উপরে। আমার এই অপরাধে যদি আমি স্বদেশের লোকের অস্পৃশ্য, সনাতনীদের চক্ষুশূল হই তবে এই আঘাত আমাকে স্বীকার করে নিতেই হবে'।

সাহস করে পীরালি ব্রাহ্মণের মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন ঠাকুর বংশের পূর্বপুরুষ। আমরা ও তোমরা-র এই বিভাজনটা স্বীকার করেই রবীন্দ্রনাথের জন্ম। দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করার পরেও বিয়ে ইত্যাদির ক্ষেত্রে সমস্যাটা যায়নি। কিন্তু এর প্রতিবাদে রাতারাতি কোনও বিপ্লব ঘটাতে চাননি রবীন্দ্রনাথ। তিনি বিশ্বাস করতেন, সেটা করা যায় না। বরং তিনি নিজেকেই তাঁর সহিষ্ণু বিশ্বাসে অটল থাকার কথা বলছেন, 'ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে যে মঙ্গলের ধারা প্রবাহিত হইতেছে তাহাকে পদে পদে আমরা ও তোমরা বাঁধের দ্বারা বিভক্ত করিয়া ধর্ম্মকে ও সাম্প্রদায়িক জয়পরাজয়ের আস্ফালনের সামগ্রী করিয়া অকারণে যাঁহারা কল্যাণকে বাধাগ্রস্ত করিয়া তোলেন তাঁহারা কেবলমাত্র ব্রাহ্ম নামটাকে গ্রহণ করিয়া উপবীতধারী অথবা অন্য কাহারও চেয়ে আপনাকে শ্রেষ্ঠ কল্পনা করিবার অধিকারী নহেন। তাঁহাদের ব্রাহ্ম নামই উপবীতের অপেক্ষা অনেক প্রবল ভেদচিহ্ন, এবং তাহার অহঙ্কারও বড় সামান্য নহে। অহঙ্কারের দ্বারা অহঙ্কারকে মথিত করিয়া তোলা হয়, সেই অহঙ্কারের বাধাই সকলের চেয়ে বড় বাধা এই কথা মনে নিশ্চয় জানিয়া সর্ব্বপ্রকার সাম্প্রদায়িক চাপল্যের মাঝখানে অবিচলিত থাকিয়া আমরা যেন এই প্রার্থনাকেই চিত্তের মধ্যে বিনম্র ভাবে ধরিয়া রাখিতে পারি যে স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তুঃ।' আজ উন্নয়নের ক্ষেত্রে যে সমষ্টি বা ইনক্লুসিভনেস-এর কথা বলা হয়, রবীন্দ্রনাথের সমাজ-ভাবনায় তার একটা পরিচয় বার বার পাওয়া যায়। সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েই যে কাজের কাজ হয় সেটা রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন না। বিশ্বাস করতেন না এটাও যে অসহিষ্ণুতার আবহ থেকে নিজেকে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড় করিয়ে রাখলেই প্রলয় বন্ধ থাকে। আদি ব্রাহ্মসমাজ থেকে তাঁর পদত্যাগের দাবি যখন উঠল তখন রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, 'আমি বরঞ্চ সমাজের অশ্রদ্ধাভাজন হইতে রাজি আছি কিন্তু সমাজকে অশ্রদ্ধা করিতে সম্মত নহি। অব্রাহ্মণকে বেদীতে বসাইলে সমাজ অশ্রদ্ধা করিবে এ কথাকে শ্রদ্ধা করিলে সমাজকে অশ্রদ্ধা করা হয়। যুক্তিহীন অর্থহীন আচারই যে হিন্দু সমাজের প্রকৃতিগত এ কথাকে আমি শেষ পর্য্যন্তই অস্বীকার করিব।...কোনমতে ব্রাহ্মণকে বেদীতে বসাইয়া দিলেই অদ্যকার হিন্দুসমাজ যদি আমাকে শ্রদ্ধা করে তবে সেই শ্রদ্ধা গ্রহণ করিয়া মানবসমাজের চিরকালীন সত্য ধর্ম্মকে অশ্রদ্ধা করিতে পারিব না।' আবার, এক অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ইংরাজ ও ভারতবাসী' প্রবন্ধটি পড়েছিলেন। তার সভাপতি ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথ সম্রাট আকবরের রাষ্ট্রব্যবস্থায় ধর্মনির্বিশেষে প্রজার কল্যাণের প্রশংসা করেছিলেন।

মানুষের সঙ্গে মিশে ভূতগুলি মেছোভূতে পরিণত

পলাশ মণ্ডল

কাহাতে গোটা একটা বিশ্ব তৈরি করা সহজ না... সে বিশ্বে ভূতেরা সব মানুষকে ভয় পায়, সে বিশ্বে শেষ না হওয়া অঙ্ক নিজেকে কষে চলে অনন্তকাল অবধি, সে বিশ্বে সদ্যজাত শিশুর চোখে জ্বলে তীব্র নীল আলো, অঘোর সেন ঘুমিয়ে পড়েন তার পাতালঘরে। আমাদের রোজের জীবনের ফাঁকফোকরে লুকিয়ে থাকা যে রূপকথারা আড়ালে আবডালে বাসা বাঁধে, সেই গজানন, গোবিন্দ বিশ্বাস, জয়পতাকা, জয়োল্লাস আর জয়ধ্বনি জগতে বারবার হারিয়ে যেতে যেতে কখন যে পটাশগড়, ঝিকরগাছা, হেতমগড়, নবীগঞ্জ আর কুঞ্জপুকুর আমাদের অনেক চেনা হয়ে যায়, বুঝতেও পারি না। সেই যে একবার ঝিকরগাছায় গেছিলাম, বিশ্বাস করুন মনে হচ্ছিল এই বুঝি একধারে গ্যাঁড়াপোতার খাল আর অন্য ধারে মহীনরাজার ঢিবির মাঝখান থেকে উদয় হবেন রাজপুত্তুর। এই সর্বনাশের দিনেও আমরা স্বপ্ন দেখি। রোজের জীবনের মধ্যেও লুকিয়ে থাকা সুখেদের হাতড়ে মরি।

তাঁর লেখা পড়ার আগে টিভিতে দেখেছি, না আগে পড়েছি, মনে নেই। আমি যখন ক্লাস টু কি থ্রি, টিভি তে সিরিয়াল হত মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি আর নৃসিংহ রহস্য। আর যে বছর তা হল, সে বছরই পুজোতে প্রকাশ পেল পটাশগড়ের জঙ্গলে। ব্যাস! শীর্ষেন্দু আমায় অধিকার করে বসলেন! তারপর আর কি? অদ্ভুতুড়ে সিরিজ, মানবজমিন, দূরবীন, পার্থিব- অমন উপন্যাস আর কেউ লিখতে পারেন না কি? অমন মায়া মায়া, আবেগ জড়ানো, বুকের ভিতর মোচড় দেওয়া বেলা বয়ে যায়। হেমন্ত গোধুলীর মত সন্ধ্যা নামে আমাদের জীবনে। বুঝি বড্ড গরীব হয়ে যাচ্ছি দিন দিন। টাকা ছাড়া আর কীই বা সম্বল রাখতে পারলাম এই কদিনে? হেমকান্তের মত আমাদের হাত গলে পড়ে যেতে থাকে অযুত কুয়োর বালতি। আমরা নির্বাক দেখতে থাকি। কৃষ্ণজীবনের মত, হেমাঙ্গের মত, তৃষার মত। প্লট পয়েন্ট, কাহিনীর গতি, পয়েন্ট-কাউন্টার পয়েন্টের চেনাছক আর ব্যাকরণের সেই কী লিখব, কেন লিখব-র পাতা ছিঁড়ে তৈরি হয় এক অনন্য গদ্যশৈলী। যেখানে গৌরহরি মারা গিয়েও গোটা কাহিনিতে প্রবলভাবে ফিরে আসেন। কাহিনির দিকনির্দেশকে তোয়াক্কা না করে শুধু ভাষা আর কথন শৈলীতে গড়ে ওঠে একটা গোটা উপন্যাস। এক গোটা বিশ্ব। ন্যারেটিভ ছাপিয়ে যায় প্লটকে।

পৃথিবীর কোন ম্যাজিশিয়ান এই বিশ্ব তৈরি করতে পারে না। ম্যাজিকে তো ঘুরতে থাকা ক্যালাইডোস্কোপের ভাঙা কাঁচের পরের জ্যামিতিক শৈলীই অধরা থাকে, অকথিত থাকে লুকোনো খরগোশ, আস্তিনের তাস। ওভাবে হয় না। কিছুতেই হয় না। এই বিশ্ব তৈরি করতে গেলে ঈশ্বর হতে হয়।

ছায়ায় বসে ষষ্ঠী ঃ চারিদিকে নজর করতে করতে কুড়ি-বাইশ বছরের ছেলেটাকে দেখতে পেল। দেখল ছেলেটার অনামিকায় একখানা আংটি। ষষ্ঠীর পাকা চোখ দেখল আংটিটায় । কম করে আধ ভরি সোনা আছে। পাথরটাও রীতিমতো প্রকাণ্ড। যদি হিরে হয় তবে দাম কম সে কম লাখখানেক টাকা। ছেলেটা ষষ্ঠীকে জিজ্ঞাসা করল রতনলাল বাঁড়ুজ্যের বাড়িটা কোথায়? ছেলেটা জানাল তার নাম কানাই।রতন বাঁড়ুজ্যে খুব ডাকাবুকো লোক। ছেলেটাকে দেখেই তাঁর মনে হল রামদুলালের নাতি। তাকে দেখা মাত্রই রতন বাঁড়ুজ্যের মুখচোখ ফ্যাকাশে।

বাংলার অভাগীর ভার পুলিশের পিঠে! সাবাশ বলছে নেটপাড়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ২ নভেম্বরঃ বারবার দুর্যোগের কবলে পড়েছে উত্তরবঙ্গ। বেড়েছে ক্ষোভ। দুর্গতদের সাহায্য দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠেছে পুলিশ-প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে। এই তো একদিন আগে ত্রাণ বিলি নিয়ে মাদারিহাটের বিডিও-র বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছিলেন বিজেপি সাংসদ মনোজ টিজ্ঞা। উত্তাল হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। এরইমধ্যে ফের মন্থার প্রভাবে ফের দুর্যোগের সাক্ষী থেকে বাংলা। সাক্ষী থেকে উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলা। চলেছে প্রবল বৃষ্টি। কিন্তু এবার একেবারে মানবিক মুখ দেখা গেল পুলিশের। বানভাসি বৃদ্ধাকে পিঠে চাপিয়ে ফ্লাড শেল্টার হোমে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ। সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে এমন ভিডিয়ো। তাতেই প্রশংসায় পঞ্চমুখ নেটিজেনরা। সদ্য জলপাইগুড়ি জেলায় নানা প্রান্তে ভারী বৃষ্টিপাতের লাল সতর্কতা জারি করেছিল আবহাওয়া দফতর। আর বৃষ্টিতে নদীতে নতুন করে জলস্তর বৃদ্ধির আশঙ্কাতেও দেখা যায় সিঁদুরে মেঘ। তৎপর হয় প্রশাসন। মাইকিং করে নদী পারে থাকা মানুষদের নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যেতে অনুরোধ করা হয়। মাঠে নামে জলপাইগুড়ি পুলিশও। পুলিশের তরফে বানভাসিদের গাড়ি করে ফ্লাড শেল্টার নিয়ে যাওয়ার তোড়জোড় করা হয়। আর সেখানেই দুর্যোগের মধ্যে এক বৃদ্ধাকে কাঁধে চাপিয়ে নিয়ে যেতে দেখা গেল এক পুলিশ কর্মীকে। বিপদের সময় পুলিশ যে সর্বতভাবে সাধারণ মানুষের পাশে রয়েছে তা বারবার বলছেন জেলার পুলিশ সুপার উমেশ খান্ডবাহালে। তিনি বলছেন, ‘‘যে কোনও বিপদেই আমরা তৎপর। পুলিশ দুর্গতদের পাশে রয়েছে। আমাদের পুলিশ কর্মীরা বন্যার সময় থেকে বহু মানুষকে উদ্ধার করে নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে গিয়েছে। যে বৃদ্ধাকে দেখা গিয়েছে তাঁর বাড়ি বানারহাট থানার বিন্নাগুড়িতে। তিনি অসুস্থ। বৃষ্টির কারণেই নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে পারছিলেন। তাই পুলিশ তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছে।’’

সদ্যোজাত কন্যাসন্তানের মুখে বিষে ঢেলে খুনের চেষ্টার অভিযোগ ঠাকুমার বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঝাড়গ্রাম, ২ নভেম্বরঃ কন্যা সন্তান হওয়ায় সদ্যোজাতকে খুনের চেষ্টার অভিযোগ ঠাকুমার বিরুদ্ধে। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ঝাড়গ্রামে। ঝাড়গ্রামেগর গোপীবল্লভপুর দুই নম্বর ব্লকের বেলিয়াবেড়া থানার অন্তর্গত তালগ্রামের ঘটনা। বেলিয়াবেড়া থানায় লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্ত গেলে শুরু হয় মানসিক নির্যাতন। পরিবারের অভিযোগ, কন্যা সন্তান জন্ম দেওয়ার কারণেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন শাশুড়ি। অভিযোগ, সদ্যোজাত শিশুর মুখে বিষ ঢেলে দেন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় শিশুটিকে প্রথমে তপসিয়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে গোপীবল্লভপুর সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতাল হয়ে ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল

ঠাকুমা মালা মল্লিককে গ্রেফতার করেছে বেলিয়াবেড়া থানার পুলিশ। রবিবার দুপুরে ঝাড়গ্রাম আদালতে তোলা হলে মহামান্য বিচারক ৪ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। ঘটনায় এলাকা জুড়ে নিন্দা ও চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। জানা গিয়েছে, মাত্র ১৬ বছর বয়সেই গ্রামেরই এক ২২ বছরের যুবকের সঙ্গে পালিয়ে বিয়ে করেছিলেন ওই নাবালিকা। কিছুদিন চেন্নাইয়ে থাকার পর অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় ফিরে আসেন বাপের বাড়িতে। সম্প্রতি এক কন্যা সন্তানের জন্ম দেন তিনি। পরে নবজাতককে নিয়ে শ্বশুরবাড়িতে কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, পেট ওয়াশের পরও শিশুটি তীব্র শ্বাসকষ্ট ও খিঁচুনি শুরু হয়েছে। বর্তমানে হাসপাতালে শিশুটি সঙ্কটজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন। রাতেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ। অন্যদিকে অভিযুক্তের শাস্তির দাবিতে সরব হয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা। ঘটনার পর থেকে পলাতক অভিযুক্ত। তাঁর খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। পরিবারের অনান্য সদস্যদের সঙ্গেও কথা বলছেন তদন্তকারীরা।

হরিণঘাটায় সংখ্যালঘু ভোটারের নাম অন্তর্ভুক্তির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদিয়া, ২ নভেম্বরঃ হরিণঘাটায় ভুয়ো মুসলিম ভোটার নাম অন্তর্ভুক্তির অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। হরিণঘাটা বিধানসভার হিংনাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ভুয়ো মুসলিম ভোটারদের নাম ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। বিজেপি বিধায়ক অসীম সরকারের অভিযোগ, যেসব এলাকায় মুসলিমদের কোনও বাড়িঘর নেই, সেখানেই তৃণমূল কংগ্রেস প্রশাসনের সহযোগিতায় মুসলিম ভোটারদের নাম জোর করে ভোটার তালিকায় ঢুকিয়েছে। তাঁর দাবি, এই ভোটারদের অনেকেরই এলাকায় স্থায়ী ঠিকানা নেই, তবুও তাদের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে শুধুমাত্র ভোটের স্বার্থে। অসীম সরকার আরও জানান, এসআইআর ব্যবস্থা চালু হওয়ায় এই ধরনের ভুয়ো নাম দ্রুত ধরা পড়বে এবং বাদ যাবে। ইতিমধ্যে তদন্ত শুরু হয়েছে- এই তথাকথিত ভোটাররা কোথা থেকে এসেছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বিজেপি কর্মীরা এ নিয়ে চাকদহ বিডিও অফিসে লিখিত অভিযোগ জমা দিয়েছেন। বিজেপির বক্তব্য, এই ধরনের অনিয়ম ভোট প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নষ্ট করছে এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি মানুষের আস্থা কমিয়ে দিচ্ছে। অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেস এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস

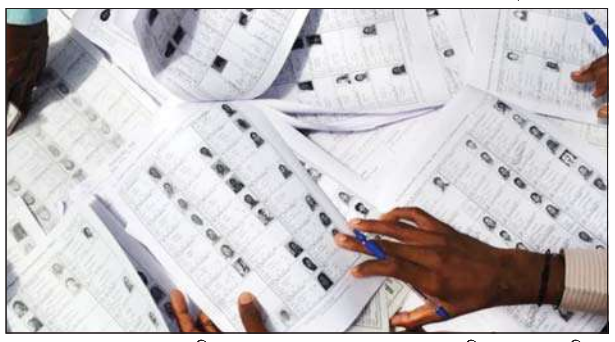

জেলা সভাপতি দেবাশিস গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, ‘‘অসীম সরকার কখন কোন কথা বলেন ও কোন পথে চলেন সেটা বোঝার দুঃসাধ্য। নাম তোলা বা কাটা নিয়ে যদি আমরা দেখি ঘুরপথে এসআইআর-এর সমালোচনা করছেন। উনাদের দল কেন্দ্রে ক্ষমতায় থেকে চক্রান্ত করছে বাংলার প্রতি। নিজের দলের বিভাজন ঢাকতে প্রশাসনের উপর দোষ চাপাচ্ছেন। এসআইআর ব্যবস্থা চালু থাকায় মিথ্যা অভিযোগ টিকবে না। আগামী চার তারিখ থেকে আমরা ক্যাম্প করব কোন বৈধ ভোটারের নাম বাদ যাবে না।’’ চাকদহ বিডিও সমীরণ কৃষ্ণ মণ্ডল জানান, বিষয়টি আমরা খতিয়ে দেখছি। এসআইআর সিস্টেমের মাধ্যমে প্রকৃত ভোটারদের তথ্য পরিস্কারভাবে উঠে আসবে। ভোটের মুখে এই অভিযোগ রাজনৈতিক অঙ্গনে তীব্র প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছে। প্রশাসনিক মহল থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের মধ্যেও শুরু হয়েছে আলোচনা-ভোটের আগে এই বিতর্ক হরিণঘাটার রাজনৈতিক সমীকরণে কতটা প্রভাব ফেলবে, সেটাই এখন দেখার।

বসিরহাটে এসআইআর আতঙ্ক! চিন্তায় একাধিক পরিবার

নিজস্ব প্রতিনিধি, উত্তর ২৪ পরগনা, ২ নভেম্বরঃ বসিরহাটে আতঙ্কের নাম এসআইআর। ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নাম ছিল, কিন্তু বাংলায় নিবিড় পরিমার্জনের ঘোষণা হতেই কমিশন যে সংশোধিত তালিকা প্রকাশ করেছে, তাতে নাম নেই ৪৮ জনের। যার জেরে এলাকাজুড়ে তৈরি হয়েছে চিন্তার আবহ। কীভাবে নাম বাদ গেল? প্রভাব পড়বে না তো চলতি বছরের এসআইআর-এ? সেই প্রশ্নই এখন তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে ভুক্তভোগীদের। ঘটনা উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট এক নম্বর ব্লকের নিমদাড়িয়া কোদালিয়া গ্রামের। ২০০৯ সালে রাজ্য আসন পুনর্বিন্যাস হওয়ার আগে পর্যন্ত এই গ্রামটি ছিল হাসনাবাদ বিধানসভার অন্দরে। পরবর্তীতে আসন পুনর্বিন্যাস কার্যকর হলে তা চলে যায় বসিরহাটের অন্দরে। এবার সেই

এলাকায় ২০০২ সালের সংশোধিত ভোটার তালিকা নিয়ে তৈরি হয়েছে ভয়। সম্প্রতি নিজেদের ওয়েবসাইটে ২০০২ সালের তালিকা আপলোড করেছে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর। এলাকাবাসীর দাবি, ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় মোট ৮৯৬ জনের নাম ছিল। কিন্তু সিইও দফতরের প্রকাশিত ‘সংশোধিত তালিকায়’ নাম রয়েছে মাত্র ৮৪৮ জনের। অর্থাৎ নাম বাদ গিয়েছে মোট ৪৮ জনের। সেই নিয়েই ছড়িয়েছে আতঙ্ক। ‘নাম না থাকা’ এক বাসিন্দা বলেন, ‘‘২০০২ সালে ভোট দিয়েছিলাম, তাঁর আগেও ভোট দিয়েছিলাম। কিন্তু কমিশনের দেওয়া তালিকায় আমার নাম নেই। কমিশনের কাছে আবেদন যেন আমার নাম নথিভুক্ত করা হয়।’’ একই দাবি সংশোধিত তালিকায় নাম না থাকা ওই এলাকার অন্য বাসিন্দাদেরও। তাঁদের দাবি, ২০০২ সালেও ভোট দিয়েছে তাঁরা। কিন্তু তারপরেও কী করে নাম বাদ গেল? কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন, নতুন তালিকায় তাঁদের গ্রাহ্য করা হবে তো?

হঠাৎ বেড়ে গেল দ্বারকেশ্বর নদের জলস্তর! রাতে সেতুতে ভেসে গেল গাড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ২ নভেম্বরঃ দ্বারকেশ্বর নদে বিপজ্জনক পরিস্থিতি। বাঁকুড়ার মীনাপুর কজওয়ে পেরোতে গিয়ে চরম বিপত্তির মুখে পড়লেন এক গাড়িচালক ও তাঁর সহযাত্রীরা। নদীর স্রোতে সেতুর মাঝপথেই আটকে যায় তাঁদের গাড়ি। অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যান সকলে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার গভীর রাতে কজওয়ে দিয়ে গাড়িটি যাচ্ছিল। বৃষ্টির ফলে দ্বারকেশ্বরের জলস্তর তখন অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে। তাই সেতুর উপর দিয়ে বইছিল জল। ঠিক সেই সময়েই গাড়িটি মাঝপথে গিয়ে থেমে যায়। চালক বুঝতে পারেন, আর এগোনো সম্ভব নয়। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটি সেতুর একদিকে সরে যেতে শুরু করে। বিপদ আঁচ করে চালক তড়িঘড়ি গাড়ি থেকে নেমে পড়েন। নামেন যাত্রীরাও। মুহূর্তের মধ্যে জলের প্রবল টানে গাড়িটি কাত হয়ে সেতুর পিলারে গিয়ে আটকে যায়। শনিবার সকালে গাড়িটি দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। সঙ্গে সঙ্গে খবর যায় বাঁকুড়া সদর থানায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে গাড়ির মালিকের খোঁজ শুরু করে। তবে এই ঘটনার পর স্থানীয়দের ক্ষোভ তীব্র। তাঁদের অভিযোগ, নিম্নচাপের কারণে বাড়ে। মানুষের যাতায়াত বন্ধ হয়ে যায়। ঝুঁকি নিয়ে কজওয়ে পেরোতে হয়।’’ আর এক বাসিন্দার কথায়, ‘‘অন্য কোনও রাস্তা না থাকায় বাধ্য হয়েই এই বিপজ্জনক রাস্তা দিয়ে

জলস্তর বেড়ে গেলে এই সেতু দিয়ে যাতায়াত বন্ধ করা উচিত ছিল। প্রশাসন আগেভাগে সতর্কতা নিলে এমন ঘটনা ঘটত না। এক বাসিন্দা বলেন, ‘‘কাল রাতে গাড়িটা যাচ্ছিল, তখনই জলের চাপে আটকে যায়। বৃষ্টি হলেই এই সমস্যা যাতায়াত করতে হয়। রাতে তো আরও বিপদ। প্রশাসন যদি দ্রুত ব্যবস্থা নেয়, আমাদের অনেক সুবিধা হবে।’’ স্থানীয়দের দাবি, ডুবে থাকা এই সেতু দিয়ে চলাচল বন্ধ করতে হবে অবিলম্বে, নয়তো বড় বিপর্যয় ঘটতে পারে যে কোনও দিন।

কৃষ্ণনগরে জগদ্ধাত্রীর ভাসানে পুলিশের বিরুদ্ধে লাঠিচার্জের অভিযোগ, ভিডিও পোস্ট শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৃষ্ণনগর, ২ নভেম্বরঃ জগদ্ধাত্রী পুজোর ভাসানে বিশৃঙ্খলা নিয়ে এ বার নিজেদের বিবৃতি দিল কৃষ্ণনগর জেলা পুলিশ। তারা জানিয়েছে, ভাসান পর্ব একেবারেই শান্তিপূর্ণ হয়েছে। তবে কৃষ্ণনগর চকেরপাড়া বারোয়ারি পুজো কমিটির সদস্যরা মহিলা পুলিশ কর্মীদের হেনস্থা করেছেন। কোতোয়ালি থানা তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে। যদিও কোতোয়ালি থানার আইসির বিরুদ্ধে গালিগালাজ করার অভিযোগ তুলে ময়দানে বিজেপি। ভাসানের দিন অর্থাৎ শুক্রবার রাতে চকেরপাড়া বারোয়ারি পুজো কমিটির লোকজনকে আইসি অমলেন্দু বিশ্বাস কী বলেছেন, সেই ভিডিওই নিজেদের প্রোফাইলে পোস্ট করে সরব শুভেন্দু অধিকারী, অগ্নিমিত্রা পালরা। জগদ্ধাত্রী পুজো উপলক্ষে লক্ষাধিক মানুষের সমাগম বিতর্ক একটু বেশিই। উর্দিধারী আইসির বিরুদ্ধে কুকথার অভিযোগ তুলে সরব বিজেপি। যদিও কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলার ডিএসপি শিল্পী পাল বলেন, ‘‘শোভাযাত্রার সময়ে যে ভাবে পুজো কমিটির লোকেরা মহিলা পুলিশ কর্মীদের সম্পর্কে অশালীন মন্তব্য করছিলেন, তা মেনে নেওয়া যায় না। তাঁদের রীতিমতো হেনস্থা করছিলেন। আইসি তারই প্রতিবাদ করেছেন। একটা পরিবারের উপরে এ রকম হেনস্থা, কেউ কি মেনে নিতে পারেন?’’ শুক্রবার রাতে বিসর্জন চলাকালীন চকেরপাড়া বারোয়ারি পুজো কমিটির সঙ্গে পুলিশের বচসা বাধে। অভিযোগ, পুলিশ প্রশাসনের নির্দেশ অমান্য করে চকেরপাড়া বারোযারি পুজো কমিটি প্রতিমা নির্দিষ্ট স্থানের বাইরে দীর্ঘক্ষণ দাঁ। করিয়ে রাখে। যার ফলে অন্যান্য প্রতিমার ভাসানে বিঘ্ন ঘটে। সেই

হয় নদিয়ার কৃষ্ণনগরে। কার্যত ষষ্ঠী থেকেই মানুষের ঢল নামে। আর এই বিপুল জন সমাগমের মাঝে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ঠিক রাখাটাই জেলা পুলিশের কাছে সব থেকে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। দশমীতে প্রতিমা বিসর্জন সুষ্ঠুভাবে করাই কৃষ্ণনগর জেলা পুলিশের সব থেকে বড় ‘টাস্ক’। কৃষ্ণনগরের প্রতিমা বিসর্জনের বিশেষত্ব হল, বেহারাদের কাঁধে বওয়া বাঁশের মাচা বা ‘সাঙ’-এ প্রতিমা নিয়ে যাওয়া। আর সব প্রতিমাই কৃষ্ণনগর রাজবাড়ির নহবতখানা ছুঁয়ে জলঙ্গির কদমতলা ঘাটে পৌঁছয়। যে হেতু এতগুলি পুজো কমিটি এক পথে মুখোমুখি হয়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে অপ্রীতিকর পরিস্থিতিরও তৈরি হয়। কৃষ্ণনগরের বিসর্জনের শোভাযাত্রা ঘিরে প্রতি বছরই কোনও না কোনও বিশৃঙ্খলার অভিযোগ ওঠে। বিসর্জন ঘিরে গন্ডগোল, মারামারির অভিযোগও নতুন নয়। যদিও পুলিশ তা দক্ষ হাতেই সামাল দেয়। এ বারও তার অন্যথা হয়নি। তবে এ বার সময়ে কর্তব্যরত মহিলা পুলিশ কর্মী রুবি দত্ত, দেবারতি বিশ্বাস ও মন্দিরা দেবনাথ পুজো উদ্যোক্তাদের শান্তিপূর্ণ ভাবে নিরঞ্জন পর্ব সম্পন্ন করার অনুরোধ করলে চকেরপাড়া বারোয়ারির কিছু সদস্য তাঁদের খারাপ ভাষায় কথা বলেন। তার পরেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। যা সামাল দিতে লাঠি উঁচিয়ে ছুটতে দেখা যায় পুলিশকে। কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলার এক্স হ্যান্ডলে বলা হয়েছে, দু’ দিনে ২০০-এর বেশি প্রতিমা নিরঞ্জন হয়েছে এখানে। কদমতলা ঘাটে একমাত্র অশান্তি করেছে চকেরপাড়া বারোয়ারি পুজো কমিটি। চকেরপাড়া ক্লাবের ইতিহাস আছে, অশান্তি করার এবং জিনিসপত্র নষ্ট করার। পুলিশ তদন্ত করছে। এই ঘটনা নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিও পোস্ট করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। আর তারপরই তা ভাইরাল। পরিস্থিতি নাকি এমনই হয়ে ওঠে যে সামাল দিতে পুলিশ লাঠিপেটা করেছে বলে অভিযোগ।

OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
JOYPUR DEV. BLOCK, JOYPUR, PURULIA

NOTICE INVITING e-TENDER NO.:
NIeT-18/APAS/BDO/2025-26

E-tenders are invited by the undersigned from eligible bonafide contractors having requisite credentials and other valid documents upto 10-TOAMof **21/11/2025** under APAS 2025-26. For details intending participants may contact to the office of The undersigned or visit website **www.wbtenders.gov.in** in any working day before the Last date for submission of bid documents.

Sd/- **Block Development officer**
Joypur Development Block

OFFICE OF THE PARA PANCHAYAT SAMITY
PARA, PURULIA
NOTICE INVITING e-TENDER

The Notice Inviting e-Tender, vide NIeT No.- WBPUR/EO/PARA/NIT(e)-48/2025-26 of the Office of the Para Panchayet Samity, P.O-Para, District-Purulia, 25(Twenty-five) nos. works/ Schemes under APAS Fund in the portal: **www.wbtenders.gov.in.** Document download/sell starting from **01.11.2025 up to 20.11.2025 13.00 PM.** Bid submission starting from **01.11.2025 up to 20.11.2025 at 13:00 P.M.** And Opening on **22.11.2025 at 13:00 P.M.** For details please visit website.

Sd/- Executive Officer, Para Panchayat Samity

OFFICE OF THE PARA PANCHAYAT SAMITY
PARA, PURULIA
NOTICE INVITING e-TENDER

The Notice Inviting e-Tender, vide NIeT No.- WBPUR/EO/PARA/ NIT(e)-47/ 2025-26 of the Office of the Para Panchayet Samity, P.O-Para, District-Purulia, 22(Twenty-two) nos. works/ Schemes under APAS Fund in the portal: **www.wbtenders.gov.in.** Document download/sell starting from **31.10.2025 up to 19.11.2025 15.55 PM.** Bid submission starting from **31.10.2025 up to 19.11.2025 at 15:55 AM.** And Opening on **21.11.2025 at 16:00 P.M.** For details please visit website.

Sd/- Executive Officer, Para Panchayat Samity

OFFICE OF THE PRODHAN
NAHAZARI GRAM PANCHAYAT
NOTICE INVITING E-TENDER No.:

(1) NAH/1027/2025, (2) NAH/1028/2025 Date: 03.11.2025
Online/E-Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for total 6(Six) Nos. different works at different places. Source of Fund: APAS Fund. Bid submission closing date (online): **19.11.2025 at 03.00 PM.** Bid Opening Date for Technical Proposal (Online): **21.11.2025 at 03.00 PM.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Nahazari Gram Panchayat

OFFICE OF THE HARIPUR GRAM PANCHAYAT
Haripur, P.O.-Haripur, P.S.-Namkhana
Dist-South 24 Parganas

(1) Memo No.-844(1)/HGP/2025, NIeT No.-21/HGP/(25-26) (2) Memo No.-845(1)/HGP/2025, NIeT No.-22/HGP/(25-26), (3) Memo No.-846(1)/HGP/2025, NIeT No.-23/HGP/(25-26), Date-16/10/2025.
Sealed Tender is invited by the Prodhan On behalf of Artho-o-parikalpana Upo-samity from experienced, resourceful bonafide contractors/agencies for similar nature of works. Source of Fund: APAS(25-26). Work Completion Period: 30 Days. From the issue of work order. Date of uploading e-NIT(online) (1) & (2) on **22/10/2025 at 10:00** AM (3) **22/10/2025 at 11:30 AM.** E-Tender document download starting (1) & 2) from **22/10/2025 at 10:30 AM** (3) **22/10/2025 at 11:50 AM.** Last date of submission of Technical bid on **12/11/2025 at 1:55 AM.** And Opening (1) & (2) on **22/10/2025 at 11:00 AM** (3) **22/10/2025 at 12:30 PM.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in** or office of the undersigned on any working days.

Sd/- **Prodhan**
Haripur Gram Panchayat

SKP

এসকেপি সিকিউরিটিজ লিমিটেড
সিআইএন-এল৭৪১৪০ডব্লুবি১৯৯০পিএলসি০৪৯০৩২
রেজি. অফিসঃ বায়োওনডার লেবেন ১৭, ৭৮৯ আনন্দপুর, ইএম বাইপাস, কলকাতা-৭০০১০৭
ফোনঃ +৯১ ০৩৩ ৬৬৭৭ ৭০০০, **ইমেলঃ** cs@skpsecurities.com, **ওয়েবসাইটঃ** www.skpsecurities.com

৩১শে সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং আর্থিক বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সংক্ষিপ্তসার

(টাকা লক্ষে)

ক্রম নং.		ত্রৈমাসিক সমাপ্তি ৩০.০৯.২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি ৩০.০৯.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	বছর সমাপ্তি ৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত)
১	অপারেশন থেকে মোট আয়	১,০৮৪.৬৫	১,১২৫.৫৯	৩,৮৫৫.৩৫
২	সময়ের জন্য নিট লাভ (কর এবং ব্যতিক্রমী আইটেমের আগে)	৩৮৯.৫৬	৫৩৫.২২	১,৩২৮.৩০
৩	কর পরবর্তী সময়ের জন্য নিট লাভ (অসাধারণ আইটেমের পরে)	২৯২.৭৫	৩৯৫.৩০	৯৯৮.৯৫
৪	অন্যান্য ব্যাপক আয়	(২.৩৩)	১.৭১	(৮.৯০)
৫	সময়ের জন্য মোট ব্যাপক আয় (মুনাফা এবং সময়ের জন্য অন্যান্য ব্যাপক আয় সমন্বিত)	২৯০.৪২	৩৯৭.০১	৯৯০.০৫
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু ১০ টাকা)	৬৮০.৮৮	৬৮০.৮৮	৬৮০.৮৮
৭	রিজার্ভ (আগের বছরের ব্যালেন্স শীটে দেখানো পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ ব্যতীত)	-		৪,৩৯০.৬৪
৮	শেয়ার প্রতি আয় (১০ টাকা প্রতিটি)			
	১. মৌলিক (টাকা)	৪.৩০	৫.৮১	১৪.৬৭
	২. মিশ্র (টাকা)	৪.৩০	৫.৮১	১৪.৬৭

মন্তব্যঃ
উপরে উল্লিখিত তথ্যটি এসইবিআই (তালিকাবদ্ধ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৩৩ নং প্রবিধানের অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফর্ম্যাটের একটি অংশ। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাটটি স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট (www.bseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.skpsecurities.com) এ পাওয়া যাবে।

বোর্ডের জন্য এবং পক্ষে
এসকেপি সিকিউরিটিজ লিমিটেড
স্বা/-
নরেশ পাচিশিয়া
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
ডিআইএনঃ ০০২৩৩৭৬৮

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ১০ মে, ২০২৫

ব্যক্তিগত সম্পদ । ব্রোকিং । বিতরণ । প্রাতিষ্ঠানিক ইক্যুইটি । বিনিয়োগ ব্যাংকিং

এনএসই এবং বিএসইঃ আইএনজেড০০০১৯৯৩৩৫ | এনএসডিএল এবং সিডিএসএলঃ ইন-ডিপি-১৫৫-২০১৫ | আরএঃ আইএনএইচ৩০০০০২৯০২ | পিএমএসঃ আইএনপি০০০০০৬৫০৯ | এমবিঃ আইএনএম০০০০১২৬৭০ | এএমএফআইঃ এআরএন ০০০৬

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Director General (Sewerage & Drainage), KMC** invites e-Tender online item rate two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/GRBU/T29/25-26 (1st Call)

Name of work : **Incorporation of motor protection relay including rewiring, servicing and overhauling with allied works of 3 nos. 50 Cusec Pump Starter panel at Monikhali DPS under GRBU.** Estimated Amount : **Rate to be quoted.** Earnest Money: **₹ 8,200.00.** Time of Completion : **10 days.** Last date and time of Submission of Bid : **19.11.2025 – 2 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **04.11.2025 (2 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in.** For corrigendum etc., if any, the same website has to be seen.

The **Executive Engineer (C)/BR-VII, KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for following works:

(1) NIT No. : KMC/EEC/VII/66/30/25-26/U (2nd Call)
Name of work : **Improvement of bathing platform at GJ Khan Rd., Topsia Rd., CN Roy Rd. and other Uttaran places in Ward No. 66.** Estimated Cost (including GST and CESS) : **₹ 2,80,551.46.** Earnest Money: **₹ 5,700.00.** Time of Completion : **45 days.**

(2) NIT No. : KMC/EEC/VII/66/38/25-26/R (2nd Call)
Name of work : **Improvement of sewer line near 18Z/2 and 61/1H/1 Topsia Road and etc. in Ward No. 66.** Estimated Cost (including GST and CESS) : **₹ 3,99,256.26.** Earnest Money: **₹ 8,000.00.** Time of Completion : **45 days.**

(3) NIT No. : KMC/EEC/VII/66/40/25-26/R (2nd Call)
Name of work : **Construction of new pits and catch pits at different places in Ward No. 66.** Estimated Cost (including GST and CESS) : **₹ 2,64,883.98.** Earnest Money: **₹ 5,300.00.** Time of Completion : **45 days.** Last date and time of Submission of Bid : **20.11.2025 up to 10.30 a.m.**(for Sl. No. 1 to 3) Tender will be opened on : **22.11.2025 at 10.30 a.m.** (for Sl. No. 1 to 3) The bid forms and other details are available on and from **31.10.2025 at (6.55 p.m.)** (for Sl. No. 1 to 3) The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 3)

The **Executive Engineer (Civil)/BR-XIII, KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/XIII/115/54/25-26/APAS (1st Call)
Name of work : **Maintenance of road surface near 133/96, 34/1, K.G.Road and surrounding area in Ward No. 115, Booth No.-113.** Work Value : **₹ 4,54,050.66.** Earnest Money: **₹ 9,100.00.** Time of Completion : **30 days.** Last date of Submission of Bid : **18.11.2025 (up to 11 a.m.)** Tender will be opened on : **20.11.2025 (11 a.m.)** The bid forms and other details are available on and from **07.11.2025 (from 5 p.m.)** The website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Civil)/BR-XIV, KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/XIV/128/050/25-26/R (1st Call)
Name of work : **Repairing of worn-out road surface during Remal Cyclone effect at L.N.Motilal Road near Agrani Sangha, etc. in Ward No. 128, Br.-XIV.** Work Value : **₹ 4,40,291.74.** Earnest Money: **₹ 8,900.00.** Time of Completion : **30 days.** Last date of Submission of Bid : **10.11.2025 (up to 11 a.m.)**

Tender will be opened on : **12.11.2025 (11 a.m.)** The bid forms and other details are available on and from **31.10.2025 (from 5 p.m.)** The website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (E)/LTG-HQ, KMC** invites e-Tender online quoted rate two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/EE(E)/LTG/CMO/90/25-26
Name of work : **Comprehensive annual maintenance contract of AC machines at different sections of ground & 2nd floor of CMO building under KMC.** Estimate amount : **Open Quotation.** Earnest Money: **₹ 9,600.00.** Time of Completion : **365 days.** Last date and time of Submission of Bid : **12.11.2025 (5 p.m.)** The bid forms and other details are available on and from **04.11.2025 (5 p.m.)** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The **Executive Engineer (Electrical)/LTG/Z-II, KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for following works:

(1) NIT No. : LTG/182/COM/MKT/V/Z-II/25-26
Name of work : **Annual comprehensive maintenance contract of water coolers & water purifiers machines along with associated equipments at different market under Br-V, KMC.** Estimate Amount : **₹ 2,00,774.00.** Earnest Money: **₹ 4,100.00.** Time of Completion : **365 days.** Last date and time of Submission of Bid : **21.11.25 up to 4 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **31.10.2025 at 6 p.m.**

(2) NIT No. : KMC/LTG/103/WD25/IV/ZII/25-26
Name of the work : **Supply of services for operation and routine upkeeping of street lighting system in Ward No. 25, Br.-IV.** Estimate Amount : **₹ 4,99,745.00.** Earnest Money: **₹ 10,000.00.** Time of Completion : **365 days.** Last date and time of Submission of Bid(online) : **19.11.25 up to 2 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **04.11.2025 (2 p.m.).** The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 & 2)

The **Executive Engineer (E)/LTG/Z-III, KMC** invites open e-Tender online percentage rate two bid system for following work:

NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-2026/541
Name of work : **Supply of service of electrical system for operation & routine upkeeping of street lighting system at Metropolitan, Tapurighata, Makaltala & others in Ward No. 57, under Br.-VII.** Estimate Amount : **₹ 2,90,540.00.** Earnest Money: **₹ 5,900.00.** Period of Completion : **365 days.** Last date and time of Submission of Bid : **21.11.25 at 12 Noon.** Bid opening date for Technical Proposals (Online) : **21.11.2025 - 5 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **31.10.2025 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (E)/LTG/Z-IV, KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/169R/25-26 (2nd Call)
Name of work : **Maintenance of lighting system at Jadavgarh & Ralmlal Bazar KMC market under Br.-XII.** Estimate Amount : **₹ 1,75,968.00.** Earnest Money: **₹ 3,600.00.** Period of Completion : **365 days.** Last date and time of Submission of Bid : **12.11.2025 up to 5 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **31.10.2025, 5 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

(1297/25-26)

বিজ্ঞান ও পরিবেশ

ওজন ৪০০০ কেজি, মহাকাশে পাড়ি দিল ইসরোর সবচেয়ে ভারী উপগ্রহ

আত্মনির্ভর ভারতের অন্যতম লক্ষ্য হল যোগাযোগ ব্যবস্থায় উন্নতি। সেই

কারণে একদিকে যেমন পরিকাঠামোয় উন্নয়নে দেশজুড়ে কাজ হচ্ছে, অন্যদিকে আধুনিক যোগাযোগের জন্য একের পর এক উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করা হচ্ছে। রবিবার একই কারণে অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটা মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র থেকে উৎক্ষেপণ করা হবে ইসরোর সবচেয়ে ভারী উপগ্রহ সিএমএস-০৩। যার ওজন ৪, ৪১০ কেজি। এতখানি ভারী উপগ্রহকে মহাকাশে পাঠানোও এক দক্ষযজ্ঞ। সেই কঠিন কাজ করবে এলভিএম৩-এম৫ রকেট ।ইসরোর তরফে জানানো হয়েছে, ভারতের মাটি থেকে জিওসিনক্রোনাস ট্রান্সফার অরবিট (জিটিও)-তে প্রতিস্থাপন করা হবে উপগ্রহটিকে। এই কাজ করবে ৪৩.৫ মিটার দৈর্ঘ্যের বাহুবলী। সব ঠিক থাকলে রবিবার বিকেল ৫টা ২৬ মিনিটে এলভিএম৩-এম৫ রকেট চেপে মহাকাশে পাড়ি দেবে ৪, ৪১০ কেজি ওজনের উপগ্রহ সিএমএস-০৩। ইতিমধ্যে যাবতীয় প্রস্তুতি সারা হয়ে গিয়েছে ইসরোর বিজ্ঞানীদের।

ক'দিন আগে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় রাডার অ্যান্টেনা যৌথভাবে কক্ষপথে স্থাপন করেছে ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র ইসরো এবং আমেরিকার মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র নাসা। মূলত হিমবাহ, জঙ্গল, ভূকম্পন জলবায়ু পরিবর্তনের মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের খবর দেবে এই রাডার অ্যান্টেনা। ইসরো এবং নাসা যৌথ ভাবে সিন্থেটিক অ্যাপারচার মিশন (নিসার) শুরু করে। সেই অভিযানের অধীনে এই অ্যান্টেনা স্থাপন করা হয়। যেটি ৩৩ ফুট দীর্ঘ। পৃথিবী থেকে ৪৬০ মাইল দূরে মহাকাশে স্থাপন করা হয়েছে এই বিশেষ ক্ষমতা সম্পন্ন এই রাডার অ্যান্টেনা।

ওড়িশার লুপ্তপ্রায় অলিভ রিডলে কচ্ছপ সংরক্ষণে বড় পদক্ষেপ সরকারের

একেই বিরল, তার উপর লুপ্তপ্রায়। উপযুক্ত উপায়ে সংরক্ষণের ব্যবস্থা না করলে আড়ালেই চিরতরে পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যাবে অলিভ রিডলে কচ্ছপের দল। তাই তাদের বাঁচাতে এবার বড়সড় পদক্ষেপ করল ওড়িশা প্রশাসন। আগামী ৭ মাস সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকা থেকে মাছ ধরা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে সরকার। শনিবারই এই সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে। তাতে উল্লেখ, নভেম্বরের প্রথম দিন থেকে ৩১ মে পর্যন্ত সমুদ্রতট বরাবর ২০ কিলোমিটার জায়গায় মাছ ধরা যাবে না। ওড়িশা সরকারের এই উদ্যোগ সাধুবাদ জানিয়েছেন সামুদ্রিক প্রাণী বিশেষজ্ঞরা। ম্যানগ্রোভ অরণ্য, ভরপুর জীববৈচিত্র্যের কারণে ওড়িশার ভিতরকণিকা ভারতের ' আমাজন' বলে পরিচিত। এখানকার মূল বাসিন্দা নোনা জলের কুমির আর অলিভ রিডলে কচ্ছপ - উভয়েই এখানকার বিশেষত্ব। তার মধ্যে অলিভ রিডলে কচ্ছপ এখানে বিলুপ্তপ্রায়। বিরল এই কচ্ছপ প্রজাতিকে বাঁচাতে ১৯৮৩ সাল থেকে কচ্ছপ বা তাদের ডিম সংগ্রহ, কেনাবেচা সবই নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। কিন্তু ফি বছর তাদের জীবনে অভিশাপ হয়ে দাঁড়ায় কোনও না কোনও ঘূর্ণিঝড়। ফণী, অশনি, আমফান থেকে শুরু করে ২০২৪

সালের ডানা - সব ক্ষেত্রেই রিডলে কচ্ছপরা বিপদে পড়ে। ২০২৪ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, মে থেকে আগস্ট মাস পর্যন্ত দুর্যোগের কারণে সৈকতে কচ্ছপদের ১৫ থেকে ২০ শতাংশ ডিম নষ্ট হয়ে গিয়েছে।এই বিপত্তি কাটিয়ে ঘুরে দাঁড়ানো রীতিমতো সংগ্রাম অলিভ রিডলে কচ্ছপদের কাছে। তাই তাদের সাহায্যে এবার বড়সড় পদক্ষেপ নিল ওড়িশা প্রশাসন। জানানো হয়েছে, আগামী ৭ মাস সৈকত বরাবর ধর্মা, দেবী, রুশিকুল্যা এবং গহিরমথা এলাকায় মাছ ধরা নিষিদ্ধ। কারণ, বিলুপ্তপ্রায় সরীসৃপগুলো অনেক সময় নিজেদের বিচরণ ক্ষেত্রই মাছ ধরার জাল কিংবা ট্রলারের বলি হয়। ফলে তুলনায় আরও কমে যায় এদের সংখ্যা। প্রশাসন সূত্রে খবর, এই নিষেধাজ্ঞা জারির পর থেকে জলভূমি, জঙ্গল ও ভেড়ি এলাকায় টহলদারি বেড়েছে। পুলিশ সর্বক্ষণ নজরে রাখছে। সৈকতে একাধিক শিবিরও করা হয়েছে।

সমুদ্রে 'ভূতুড়ে জেলিফিশ' নামাল চিন! ফাঁস হবে গভীর জলের রহস্য

জলের গভীরে অবস্থানকারী ভূত! এমন নামেই সমুদ্রের গভীরে এক

রোবট জেলিফিশ নামিয়েছে চিন। যার সাহায্যে সামুদ্রিক জীববৈচিত্রের ক্ষতি না করেই সেখানকার পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করে দেখবেন চিনা বিজ্ঞানীরা।

বলা হচ্ছে, সমুদ্রের গভীরে ওই ড্রোনকে দেখলে আসল জেলিফিশের সঙ্গে পার্থক্য করাই দায় হবে। রোবটটির স্বচ্ছ আকৃতি, ছাতার মতো দেহ ও শুঁড় তৈরি করা হয়েছে হাইড্রোজেল দিয়ে। যার ব্যাস ১২০ মিমি এবং ওজন মাত্র ৫৬ গ্রাম। নর্থওয়েস্টার্ন পলিটেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটির গবেষক তাও কাই-এর নেতৃত্বাধীন এক দল তৈরি করেছে রোবটটি। সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি জানিয়েছেন, প্রায় জীবন্ত সদৃশ নকশার এই রোবট প্রায় নীরবে কম বিদ্যু খরচেই গভীর সমুদ্রে গোপনে গভীর পর্যবেক্ষণ চালাবে। এর গড়ন সমুদ্রতলের গভীর তলদেশেও দিব্যি কর্মক্ষম থাকে। জানা যাচ্ছে, এই রোবটটির শরীরে রয়েছে একটি ছোট ক্যামেরা ও এআই চিপ। মেশিন লার্নিংয়ের সাহায্যে তারা অনায়াসে আশপাশ ভালো করে চিনে নিতে পারে।

গবেষক দলের এক সদস্য জানিয়েছেন, ওই রোবটিক জেলিফিশের সাহায্যে জলের গভীরে মাছেদের আচরণ পর্যবেক্ষণ করা যাবে। কোনওভাবেই প্রাণীগুলিকে বিরক্ত না করে তাদের জীবনশৈলী সম্পর্কে নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কার করাই লক্ষ্য। নর্থওয়েস্টার্ন পলিটেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটির বিমান এবং রোবোটিক্স গবেষণায় রীতিমতো উল্লেখযোগ্য অবদান আগে থেকেই রয়েছে। পাখি এবং পোকামাকড়-সদৃশ রোবট, জল এবং বাতাস উভয় মাধ্যমে চলাচল করতে পারে এমন সব রোবট আগেই তাক লাগিয়েছে। এবার চর্চায় জেলিফিশের মতো দেখতে রোবট।

ফের মাদকবাহী জাহাজে হামলা মার্কিন সেনার! ক্যারিবিয়ান সাগরে নিহত ৩

ফের ক্যারিবিয়ান সাগরে হামলা চালালো মার্কিন বাহিনী। মাদক পাচারকারী একটি জাহাজে হামলা চালিয়ে তিনজনকে নিকেশ করেছে সেনা। রবিবার এই খবর জানিয়েছেন মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব।আন্তর্জাতিক জলসীমায় এই আক্রমন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্দেশেই হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। আমেরিকার প্রতিরক্ষা সচিব পিট হেগসেথ রবিবার দাবি করেছেন, ক্যারিবীয় অঞ্চলের একটি জঙ্গি সংগঠন এই জাহাজ চালাচ্ছিল। এই ঘটনায় তিনজন নিহত হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। এক্স হ্যান্ডেলের একটি পোস্টে তিনি লিখেছেন, ' প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের নির্দেশে, যুদ্ধ বিভাগ ক্যারিবীয় অঞ্চলে একটি সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের মাদক পাচারকারী জাহাজে হামলা চালিয়েছে।' তিনি আরও লিখেছেন, ' ঘটনায় তিন জঙ্গির মৃত্যু হয়েছে।' হেগসেথের দাবি, মার্কিন গয়েন্দা তথ্যে জানা গিয়েছে, এই জাহাজে মাদক পাচার করা হচ্ছিল। তিনি জানিয়েছেন, মাদক পাচারের বিরুদ্ধে মার্কিন সেনা অভিযান অব্যাহত থাকবে। উল্লেখ্য, চলতি বছরে মাদক পাচার রুখতে বিরাট সামরিক অভিযান শুরু করেছে মার্কিন সেনা। পূর্বে ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে ভেনেজুয়েলার একাধিক জাহাজে হামলা চালিয়ে তা ধ্বংস করেছে সেনা। রেহাই পায়নি কলম্বিয়াও। এখনও পর্যন্ত সমুদ্রে নৌসেনার অভিযানে ৫৭ জনের মৃত্যু হয়েছে শুধু ক্যারিবিয়ান সাগরে। ক্যারিবিয়ান সাগরের পাশাপাশি প্রশান্ত মহাসাগরেও নজরদারি বাড়িয়েছে আমেরিকা।

৪ ইঁদুর-সহ রেকর্ড গতিতে মহাকাশে পৌঁছল নভশ্চর

মহাকাশে ফের বিপ্লব চিনের। সর্বোচ্চ গতিতে মহাকাশে পাড়ি দিল সে দেশের মহাকাশ যান। শুধু তাই নয়, অভিনব বিষয়টি হল, মহাকাশচারীদের সঙ্গে এবার মহাকাশযানে চারটি ইঁদুরও পাঠানো হয়েছে। সেই ইঁদুরগুলিকে নাকি মহাকাশ গবেষণার কাজে লাগানো হবে। শুধু তাই নয়, ইঁদুরগুলি মহাকাশের পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারে কি না, সেটাও পরীক্ষা করে দেখবেন মহাকাশ বিজ্ঞানীরা। আরও বেশ কয়েকটি পরীক্ষা নিরিক্ষা করা হবে বলেও জানা গিয়েছে। বিজ্ঞানীদের মতে, মহাকাশে এমন ইঁদুর পাঠানোর ভাবনা এই প্রথম। চিনের সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, শুক্রবার রাতে চিনের জিকুয়ান স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ কেন্দ্র থেকে শেনজো নামে মহাকাশযানটি উৎক্ষেপণ করা হয়। একেবারে রেকর্ড গতিতে চিনের মহাকাশ স্টেশনের সঙ্গে মহাকাশযানটি যুক্ত হয়েছে। প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, এই ডকিং প্রক্রিয়া মাত্র সাড়ে তিন ঘণ্টার মধ্যেই সম্পূর্ণ হয়েছে। যা গত মিশনের থেকে অনেকটাই বেশি। এই মহাকাশ অভিযান চিনের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একদিকে যেমন মহাকাশে ইঁদুর পাঠিয়ে গবেষণায় নয়া দিগন্ত খুলে যাচ্ছে। অন্যদিকে চিনের এই মিশনে সর্বকনিষ্ঠ মহাকাশচারীদের পাঠানো হয়েছে। বলে রাখা প্রয়োজন, ২০২২ সালে স্পেস স্টেশনের নির্মাণ সম্পন্ন হয়। এরপর থেকে এটি ছিল চিনের মহাকাশ স্টেশনে মহাকাশচারী পাঠানোর সপ্তম মিশন। এই মিশনে ছ'মাস করে স্পেস স্টেশনে কাটান মহাকাশচারীরা। এবারের মিশনে রয়েছেন স্পেস পাইলট ঝাং লু, রয়েছেন ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়ার উ ফেই ও কনিষ্ঠতম মহাকাশচারী তথা পেলোড স্পেশালিস্ট ঝাং হংঝাং।

নিরাপত্তার অভাবে লোকালয়ে হানা দিচ্ছে হাতির দল?

হড়পা বানের আতঙ্ক থেকে বেড়ে চলা নিরাপত্তার অভাববোধেই কি উত্তরের দলছুট বুনো হাতিরা বেশি মারমুখী হয়েছে, নাকি করিডর দখলের জন্য চলাচলে প্রতি পদে বাধা ও খাদ্যাভ্যাস পালটে যাওয়ায় চেপে বসেছে ' স্বভাব! হড়পা বানের পর থেকে উত্তরে বুনো হাতির তাণ্ডব বেড়ে চলায় ওই প্রশ্ন উঠেছে বিভিন্ন মহলে। এদিকে দলছুটদের দৌরাত্ম্য বেড়ে চলায় পর্যটকদের নিরাপত্তা নিয়েও চিন্তা।

প্রবল বর্ষণের জেরে ৪ অক্টোবর রাত থেকে হড়পা বানে লণ্ডভণ্ড হয় উত্তরের সমতলের দুই জেলা জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার। বনাঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকা পলি ও ডলোমাইটের আস্তরণে তলিয়ে যায়। শুরু হয় দিশাহারা বুনো হাতিদের খাবার ও জলের খোঁজে লোকালয়ে অভিযান। বেড়ে চলে বানভাসি হাতি ও মানুষের সংঘাত। চলতি মাসে হাতির হামলায় ৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। এর আগেও উত্তরবঙ্গে বিপর্যয়

হয়েছে। কিন্তু এবারের মতো বুনো হাতিদের আচরণ দেখা যায়নি। এক পরিবেশপ্রেমী বলেন, এখন করিডর বলে কিছু নেই। হাতির চলাচলের পথ অনেক সঙ্কুচিত। ওই কারণে ওরা মারদাঙ্গা করে হাতিরা জায়গা খুঁজে নিতে বাধ্য হচ্ছে। অনিমেষবাবুর বক্তব্য যে অমূলক নয় স্বীকার করছেন নিচুতলার বনকর্মীরা। তারা জানান, ভারত-নেপাল সীমান্তের মেচি নদী থেকে অসম সংলগ্ন সংকোশ নদী পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের ' রেঞ্জ'। ওই রেঞ্জের উত্তরে ভুটান,পশ্চিমে নেপাল এবং দক্ষিণে বাংলাদেশ। এখানে রয়েছে বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্প, জলদাপাড়া, গরুমারা, চাপরামারি, নেওরাভ্যালি ও মহানন্দা জঙ্গলের ১ হাজার ২৮৫ বর্গ কিলোমিটার এলাকা। এটাই উত্তরের বুনো হাতিদের বিচরণ ক্ষেত্র। এখন এখানে সাত শতাধিক হাতির বসবাস। কিন্তু নিজেদের বসতি এলাকায় ওরা যে স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াতে পারছে তেমন নয়।

অপরিকল্পিত নগরায়ণ, বসতি এলাকার সম্প্রসারণ, সড়ক নির্মাণ, বেড়ে চলা ছোট চা বাগান হাতির বিচরণ ক্ষেত্রকে টুকরো পকেটে পরিণত করে ছেড়েছে। ফলে বুনো হাতিরা সহজে এক জঙ্গল থেকে অন্য জঙ্গলে যাতায়াত করতে পারছে না। হড়পা বানের জলে আটকা পড়ে বুনোরা এমনিতেই দিশাহারা হয়েছে। এরপর এক জঙ্গল থেকে অন্য জঙ্গলে চলাচলের পথে বাধা পেয়ে মারমুখী হয়ে উঠছে। লাটাগুড়ি বাসিন্দা বন্যপ্রাণপ্রেমী অনির্বাণ মজুমদার বলেন, হড়পা বানে জঙ্গলের তৃণভূমি, জলাশয় মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ওই কারণে বুনোরা এলাকা পরিবর্তনের চেষ্টা করেছে। কিন্তু বসতি এলাকা সম্প্রসারণের ফলে সেটা সহজে সম্ভব হয়নি। ওই কারণে বুনোরা ক্ষেপে হামলা চালাতে শুরু করেছে। বনদপ্তরের সূত্রে জানা গিয়েছে, হড়পা বানের পর বুনো হাতির উপদ্রব সবচেয়ে বেশি একদিকে আলিপুরদুয়ার জেলার ফালাকাটা ও মাদারিহাটে। অন্যদিকে জলপাইগুড়ি জেলার মালবাজার, মেটেলি, বানারহাট ও নাগরাকাটা এলাকায়। এদিকে মারকুটে দলছুট হাতিদের আনাগোনা বেড়ে চলায় বনদপ্তরের তরফে জঙ্গল লাগোয়া বিভিন্ন বনবস্তিতে সতর্কতামূলক প্রচার শুরু হয়েছে। পর্যটকদের জঙ্গল সাফারির সময় জিপসিচালক ও গাইডদের সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। হাতি দেখলে সেখান থেকে দ্রুত সরে যাওয়া এবং সেই রাস্তা ব্যবহার না করতে নিষেধ করা হয়েছে। পাশাপাশি পর্যটকরা যেন কোনওভাবে হাতি দেখে উত্তেজিত না হয়, তাও লক্ষ্য রাখতে রাখতে বলা হয়েছে।

লন্ডনগামী ট্রেনে যাত্রীদের এলোপাথাড়ি ছুরির কোপ

লন্ডনগামী ট্রেনে ভয়ংকর ঘটনা। যাত্রীদের লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি ছুরির কোপ। ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কোনও মৃত্যুর খবর পাওয়া না গেলও গুরুতর আহত হয়েছেন হয়েছেন অন্তত ১০ জন। ইতিমধ্যেই দুই সন্দেহভাজন যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে খবর। ঘটনার কড়া নিন্দা করেছেন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টারমার। শনিবার রাতে কেমব্রিজশায়ারে একটি ট্রেনের ভিতর আচমকা ছুরি নিয়ে হামলা চালায় আততায়ীরা। এলোপাথাড়ি কোপে রক্তাক্ত হয়ে ট্রেনের ভিতরেই পড়ে যান একাধিক যাত্রী। আতঙ্কে হুড়োহুড়ি পড়ে যায় গোটা ট্রেনে। খবর পেয়ে তড়িঘড়ি পদক্ষেপ করে পুলিশ। ট্রেনটিকে হান্টিংডন স্টেশনে থামিয়ে দেওয়া হয়। এরপরই দুই সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। আহতদের উদ্ধার করে নিকটবর্তী একটি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। আপাতত সেখানেই তাঁরা চিকিৎসাধীন। তবে পুলিশ সূত্রে খবর, ন'জনের অবস্থা সংকটজনক। কিন্তু কী কারণে এই হামলা হল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পাকিস্তানে হামলার ছক! পাঞ্জাব প্রদেশ থেকে গ্রেপ্তার ১৮ তালিবান বিদ্রোহী

২ নভেম্বর ঃ পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশ থেকে গ্রেপ্তার করা হল বিদ্রোহী তেহরিক-ই-তালিবান (টিটিপি) গোষ্ঠীর ১৮ জন সদস্যকে। সূত্রের খবর, পাকিস্তানের একাধিক শহরে তারা হামলা ছক কষেছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে পাঞ্জাব পুলিশের সন্ত্রাসদমন দপ্তরের হাতে তারা ধরা পড়ে যায়। শনিবার একটি বিবৃতি জারি করে গোটা বিষয়টি জানিয়েছে পাঞ্জাব পুলিশের সন্ত্রাসদমন দপ্তর। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ' সূত্রে খবর এসেছিল পাঞ্জাব প্রদেশের বিভিন্ন জেলায় লুকিয়ে রয়েছে টিটিপি গোষ্ঠীর একাধিক সদস্য। এরপরই অভিযান চালিয়ে গ্রেপ্তার করা হয় ১৮ জনকে। তারা পাকিস্তানের বিভিন্ন শহরে নাশকতার ছক কষেছিল।' অভিযানে প্রায় ৩ কেজি বিস্ফোরক, ১৪টি ডেটোনেটর, ৩৩ ফুট লম্বা সেফটি ফিউজ তার এবং তিনটি ইমপ্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস (আইইডি) উদ্ধার করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। উল্লেখ্য, পাকিস্তানের তেহরিক-ই-তালিবান, বালোচ লিবারেশন আর্মির মতো স্বাধীনতাকামী সংগঠনগুলি পাক সেনার অত্যাচারের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে সরব।

রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী নাবালকদের সুরক্ষা করার জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে

মালিগাঁও, ০২নভেম্বরঃ অসুরক্ষিত যাত্রীদের সুরক্ষা এবং মানব পাচার রোধে সম্মিলিত প্রচেষ্টায়, উত্তর-পূর্বসীমান্ত রেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ) ২৫ থেকে ৩০ অক্টোবর ২০২৫র মধ্যে প্রশংসনীয় সাফল্য লাভ করেছে। এইসময়ের মধ্যে, রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনীর কর্মীরা উত্তর-পূর্ব সীমান্তরেলওরে বিভিন্ন স্টেশন থেকে ১০ জন নাবালককে (০৭জনছেলে এবং ০৩ জন মেয়ে) উদ্ধার করেছেন। উদ্ধারকৃত সকল শিশুকে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ও পুনর্বাসনের জন্য চাইল্ডলাইন কর্তৃপক্ষ, এনজিও, সংশ্লিষ্ট অভিভাবক এবং স্থানীয় পুলিশের কাছে নিরাপদে হস্তান্তর করা হয়েছে।

মেট্রো রেল সতর্কতা সচেতনতা সপ্তাহের অংশ হিসেবে সিট এবং ড্র প্রতিযোগিতার আয়োজন

কলকাতা, ২ নভেম্বর ঃ মেট্রো রেলওয়ে ২৭শে অক্টোবর থেকে ২রা নভেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত ' সচেতনতা সপ্তাহ' পালন করছে। এই বছরের সপ্তাহের প্রতিপাদ্য হল সতর্কতাঃ আমাদের যৌথ দায়িত্ব। দুর্নীতির বিরুদ্ধে সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়ার অংশ হিসেবে সপ্তাহে বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হচ্ছে।এর অংশ হিসেবে, ০১.১১.২০২৫ তারিখে টালিগঞ্জের মেট্রো রেলওয়ে অফিসার্স ক্লাবে সতর্কতাঃ আমাদের যৌথ দায়িত্ব থিমের উপর একটি সিট এবং ড্র প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। চতুর্থ থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়নরত মেট্রো কর্মীদের সন্তানরা এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল।

উত্তর-পূর্ব রেলওয়েতে সতর্কতা সচেতনতা সপ্তাহ পালিত

গোরখপুর, ২ নভেম্বর ঃঃ কেন্দ্রীয় সতর্কতা কমিশনের নির্দেশ অনুসারে, ২৭ অক্টোবর থেকে ২ নভেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত উত্তর-পূর্ব রেলওয়েতে পালিত সতর্কতা সচেতনতা সপ্তাহের শেষ দিনে, সতর্কতাঃ আমাদের অংশীদারিত্ব থিমের উপর ২ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে সদর দপ্তর এবং বিভাগগুলিতে বিভিন্ন সতর্কতা-সম্পর্কিত কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিল। এই ধারাবাহিকতায়, ২ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে গোরখপুর জংশন রেলওয়ে স্টেশনে সিনিয়র ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার এবং চিফ ভিজিল্যান্স অফিসার শ্রী তুষার কান্ত পান্ডের প্রধান পৃষ্ঠপোষকতায় একটি অঙ্গীকারই-শপথ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে ভারত স্কাউটস অ্যান্ড গাইডের সদস্যরা সতর্কতা সচেতনতা প্রচারের জন্য একটি পথনাটক পরিবেশন করেন, যা পরিচালনা করেন শ্রী অশোক কুমার মহর্ষি। স্টেশন ডিরেক্টর শ্রী রতন দীপ গুপ্ত, সতর্কতা বিভাগের কর্মকর্তা, পরিদর্শক এবং অন্যান্য রেল কর্মীরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।গোরক্ষপুর জংশন রেলওযে স্টেশনে রেল কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং ভ্রমণকারী জনসাধারণকে সতর্কতা সচেতনতার জন্য সততার শপথ বাক্য পাঠ করান সিনিয়র ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার এবং চিফ ভিজিল্যান্স অফিসার, মিঃ তুষার কান্ত পান্ডে। এই অনুষ্ঠানে তিনি বলেন যে, আমাদের সকলের উচিত জীবনে সজাগ থাকা এবং সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা, সততা এবং নিষ্ঠার সাথে আমাদের কর্তব্য পালন করে জাতির উন্নয়নে অবদান রাখা। আমাদের জীবনে নৈতিকতা অন্তর্ভুক্ত করা সমাজকে পরিশুদ্ধ করবে এবং দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের পর, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে ভারত স্কাউটস অ্যান্ড গাইডের সদস্যরা সতর্কতা সচেতনতার উপর একটি পথনাটক পরিবেশন করেন, যা সকলের দ্বারা অত্যন্ত প্রশংসিত হয়।এরপর, সিনিয়র ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার এবং চিফ ভিজিল্যান্স অফিসার, মিঃ তুষার কান্ত পান্ডে, সতর্কতাঃ আমাদের ভাগ করা দায়িত্ব থিমের উপর সতর্কতা সচেতনতা সপ্তাহের সময় আয়োজিত অনলাইন অঙ্কন প্রতিযোগিতায় শ্রী আনঃদ মোহন তিওয়ারিকে প্রথম, শ্রীমতি শালিনী চন্দ্রকে দ্বিতীয় এবং অক্ষিতা সিংকে তৃতীয় পুরস্কার প্রদান করেন।

Name Change

I, Dilip Das (old name) son of Krishnakanta Das, residing at Biradingi, Liluah, P.O – Netajigarh, P.S – Dasnagar, Howrah – 711108, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Dilip Kumar Das (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 01/11/2025. Dilip Das and Dilip Kumar Das both are same and one identical person.

Name Change

I, Ruman Nessa Bibi (old name) wife of Mahammad Ali Sarkar, residing at Duttapukur, Isubati, Duttapukur, Dist: North 24 Parganas, Pin: 743248, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Ruman Bibi (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 01/11/2025. Ruman Nessa Bibi and Ruman Bibi both are same and one identical person.

Name Change

I, Abdul Kalam son of Mohidul Islam resident of Khejurtala, Giria, Raghunathganj, Dist-Murshidabad, Pin-742230 West Bengal, do hereby declare that I have changed my father's name from Mahidul Islam(Old Name) to Mohidul Islam and henceforth he shall be known as Mohidul Islam(new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 01/11/2025. Mahidul Islam and Mohidul Islam both are same and one identical person.

Name Change

I, Mukhlesur Rahman son of Late Manjur Rahman resident of Raninagar Raninagar, Pukuria, Diat-Malda, West Bengal, Pin-732102 West Bengal, do hereby declare that I have changed my mother's name from Badnur(Old Name) to Badnur Bibi and henceforth he shall be known as Badnur Bibi (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 01/11/2025. Badnur and Badnur Bibi both are same and one identical person.

Name Change

I, Rejabul Khan(old name) son of Sabiruddin Khan resident of Kalikapur Kabirajpara, Kaliachak, Kaliachak, Dist-Malda West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from Rejabul Khan to Md Rejabul Khan and henceforth I shall be known as Md Rejabul Khan(new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 01/11/2025. Rejabul Khan and Md Rejabul Khan both are same and one identical person.

Name Change

I, Mukhlesur Rahaman(old name) son of Late Manjur Rahman resident of Raninagar Raninagar, Pukuria, Diat-Malda, West Bengal, Pin-732102, do hereby declare that I have changed my name from Mukhlesur Rahaman to Mukhlesur Rahman and henceforth I shall be known as Mukhlesur Rahman(new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 01/11/2025. Mukhlesur Rahaman and Mukhlesur Rahman both are same and one identical person.

Name Change

I, Pramod Baid (Old Name) S/o Sumer Mall Baid Residing at 21/2D, Monohar Pukur Road, Sarat Bose Road, District - Kolkata, Pin - 700029, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be known as Pramod Kumar Baid (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 31-10-2025. Pramod Baid (Old Name) and Pramod Kumar Baid (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Susmita Manna D/o Jayanta Manna, aged about 29 Years, resident of 52/1B, Mahendra Bagchi Road, P.S. Bally, Howrah-711201, have embraced Islam on 13/01/2025 and adopted the new name Susmita Hossain. Susmita Manna and Susmita Hossain are one and the same person. by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public at Alipore.

Name Change

I, Rukhshana Khatoon (Old Name) W/o Md Jawed Residing at O.K Road Railpar, P.o - Asansol, P.s - Asansol (North), District - Paschim Bardhaman, Pin - 713302, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Rukhsana Parween (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 31-10-2025. Rukhshana Khatoon (Old Name) and Rukhsana Parween (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Kuddus Ali Mondal (Old Name) S/o Late Fajel Karim Mandal Residing at Vill - Huda Bishnupur, P.o - Shimulia, P.s - Gopalnagar, District - North 24 Parganas, Pin - 743262, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Kuddus Ali Mandal (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 31-10-2025. Kuddus Ali Mondal (Old Name) and Kuddus Ali Mandal (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Tajmila Mondal (Old Name) W/o Kuddus Ali Mandal Residing at Vill - Huda Bishnupur, P.o - Shimulia, P.s - Gopalnagar, District - North 24 Parganas, Pin - 743262, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Tachlima Bibi (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 31-10-2025. Tajlima Mondal (Old Name) and Tachlima Bibi (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I,Sekh minhajuddin S/o Sekh Ruhul Amin Residing at Vill-Kantlis Sekh Para,P.O-Nibrs, P.S.-Domjur,Dist-Howrah(W.B),Pin-711409.My Son's name wrongly recorded in her Passport no.U9673476 as Sekh Afride (Old name) but her actual name is Sk Afride(New name) as per Aadhar id no.5687 9027 9659 vide an affidavit before the Ld. 1st class Executive magistrate at Howrah. Dated-31.10.2025. That Sekh Afride(Old name) & Sk Afride(New name) both are the same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি sekh Minhajuddin s/o Sekh Ruhul Amin Residing at vill - Kantlia, Sekh Paraপি.ও-নিব্রা, পি.এস.-ডোমজুর,জেলা-হাওড়া,পিন-৭১১৪০৯ আমার ছেলের নাম ভুলভাবে তার পাসপোর্ট নং ১৯৬৭৩৪৭৬ তে sech Afride Cold Name হিসেবে লেখা হয়েছে)কিন্তু তার আসল নাম এস কে আফ্রিদ (নতুন নাম) আধার আইডি নং ৫৬৮৭ ৯০২৭ ৯৬৫৯ অনুসারে হাওড়ার প্রথম শ্রেণীর এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে ৩১.১০. ২০২৫ তারিখে একটি হলফনামার মাধ্যমে। That sekh Afride (Old Name) SK Afride (New Name) উভয়ইএক ও অভিন্ন ব্যক্তি

রেল লাইনে খেলা করার সময় ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু তিন নাবালকের

মিঠুন হালদারঃ রেললাইনে বসে খেলা এবং গল্প করার সময় ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হল তিন নাবালকের। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার দুপুর একটা নাগাদ মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জ থানার অন্তর্গত নিমতিতা নতুন শিবনগর এলাকায়। ট্রেনের ধাক্কায় আহত হয়েছেন আরও এক নাবালক। গুরুতর আহত অবস্থায় বর্তমানে সে সুতি থানা এলাকার একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন রয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত তিন নাবালকের নাম জিসান শেখ (৭), রিয়াত শেখ (৬)এবং আরিয়ান শেখ (৭)। এদের মধ্যে জিসান এবং রিয়াতের বাড়ি সুতি থানার অন্তর্গত মেদিপুর গ্রামে এবং আরিয়ান শেখের বাড়ি সামশেরগঞ্জ থানার নতুন শিবনগর গ্রামে। মুবারক শেখ নামে বছর আটকের এক নাবালক আহত অবস্থায় বর্তমানে হাসপাতালে

ভর্তি রয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, যে এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটেছে তার নিচেই রেলের একটি আন্ডারপাস রয়েছে। সেখানে প্রত্যেকদিন বেশ কিছু শিশু খেলা করে। কিন্তু গত কয়েকদিনের প্রবল বর্ষণের কারণে ওই আন্ডারপাসটি বর্তমানে জলমগ্ন অবস্থায় রয়েছে। সূত্রের খবর, সেই কারণে বেশ কিছু শিশু আজ রেল লাইনের উপরই খেলা করছিল। নিমতিতা পঞ্চায়েতের সদস্য মহিবুর ইসলাম বলেন,'রবিবার দুপুর পৌনে একটা নাগাদ কয়েকজন শিশু যখন রেললাইনের উপর খেলা করছিল সেই সময় একটি মালগাড়ি ওই লাইন দিয়ে যাচ্ছিল। মালগাড়িটি দেখে শিশুরা ওই লাইন থেকে সরে পাশের লাইনে গিয়ে দাঁড়ায়। ঠিক সেই সময় দ্রুত গতিতে কামাখ্যা এক্সপ্রেস ট্রেন ওই লাইন ধরে মালদার দিকে ছুটে যাচ্ছিলো। ওই শিশুরা কিছু বোঝার আগেই কামাখ্যা এক্সপ্রেস ট্রেনের ধাক্কায় তিনজন শিশুর ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয়।' তৃণমূল কংগ্রেসের নিমতিতা অঞ্চল সভাপতি সামিউল হক দাবি করেন,'রেলের আন্ডারপাসে প্রচুর জল থাকার জন্য এখন সেখান দিয়ে কারও পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়। আজ দুপুর নাগাদ কয়েকজন শিশু রেললাইন পারাপার হওয়ার সময় হঠাৎই দু'টি লাইন দিয়ে দু'টি ট্রেন চলে আসে। তারা কিছু বোঝার আগেই কামাখ্যা এক্সপ্রেস ট্রেনের ধাক্কায় তিন শিশুর মৃত্যু হয়েছে।' এই ঘটনার খবর পাওয়ার পরই সামশেরগঞ্জ থানা থেকে বিশাল পুলিশ বাহিনী এবং জিআরপি-র কর্তারা ওই এলাকায় পৌঁছে যান। আকস্মিকভাবে তিন শিশুর মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা এলাকায়। অন্যদিকে অপর একটি ঘটনায় রেল ব্রিজের উপর দাঁড়িয়ে 'রিলস' তৈরি করার সময় ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক যুবকের। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার রাতে মুর্শিদাবাদের সুতির আহিরণ ব্রিজের উপর। জিআরপি সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার রাতে সুতির পারুলিয়া গ্রামের বাসিন্দা বাচ্চু ভৌমিক (৩৭) নামে এক যুবক আহিরণ ব্রিজের উপর দাঁড়িয়ে সমাজ মাধ্যমে পোস্ট করার জন্য রিলস তৈরি করছিলেন। সেই সময় একটি ট্রেন দ্রুত গতিতে ওই ব্রিজের উপর দিয়ে যাওয়ার সময় বাচ্চুকে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয় বলে জানা গিয়েছে।

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে আলো নিয়ে আসতে চলেছেন জেলাশাসক

বালুরঘাট, ২ নভেম্বর ঃ ১৩ বছর পর কাটতে চলেছে অন্ধকার। ২০১২ সালে তৈরি হওয়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে আলো নিয়ে আসতে চলেছেন জেলাশাসক। কেঃদ্রটি তৈরি হওয়ার পর তাতে আলো-পাখার মতো যাবতীয় সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দিয়েছিল প্রশাসন। কিন্তু আলো-পাখা চলবে কীভাবে? তার জন্য তো চাই বিদ্যুৎ সংযোগ। সেটা আর হয়ে ওঠেনি বলেই অভিযোগ। প্রশাসনের দুয়ারে গিয়ে বহুবার আবেদন জানানো হলেও, কাজের কাজ কিছুই হয়নি। ফলত, ১৩ বছর ধরে আলো-পাখা ছাড়াই চলেছে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটি। ঘটনা দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাটের বোয়ালদার গ্রাম পঞ্চায়েতের। রবিবার ওই কেন্দ্রের পাশেই আয়োজন হয়েছিল 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' কর্মসূচি। যেখানে যোগ দিয়েছিলেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সদ্য দায়িত্ব পাওয়া জেলাশাসক সুব্রমানিয়ান টি। জেলাশাসকের আসার কথা জানতে পেরেছিলেন বোয়ালদার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মী গঙ্গা শীল দাস। তড়িঘড়ি তাঁর কাছে ছুটে যান তিনি। নালিশ করেন স্থানীয় ব্লক প্রশাসনের বিরুদ্ধে। একাধিকবার বিদ্যুৎ সংযোগের আবেদন জানিয়েও তা মেলেনি বলেই অভিযোগ করেন তিনি। এদিন তিনি জানিয়েছেন, ' সংযোগের সমস্যা নিয়ে জেলাশাসককে জানাই। উনি হয়ে যাবে বলেই আশ্বাস দিয়েছেন। তবে এগুলি ছাড়াও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের সীমানা ও পানীয় জল নিয়ে কয়েকটা সমস্যা হচ্ছে। সেই কথাও ওনাকে জানিয়েছি।' অভিযোগ পেয়ে সংশ্লিষ্ট অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে পরিদর্শনে গিয়েছিলেন জেলাশাসক। ঘুরে দেখেন চারপাশ। পরিস্থিতি যে বেহাল সেই কথাও ঘুরপথে স্বীকার করেন তিনি। জেলাশাসকের কথায়, ' দেখলাম। সংস্কার প্রয়োজন। দ্রুত সমস্ত সমস্যার সমাধান করা হবে।'

প্রসঙ্গত, এই বোয়ালদার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে মোট ৭২ জন পড়ুয়া রয়েছে। যাদের দায়িত্বে রয়েছেন একজন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও একজন সহায়িকা। প্রতিদিনের ৫০-এর অধিক এই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে আসে। খাওয়া-দাওয়া করে। পড়াশোনা করে। আলো নিয়ে বিশেষ সমস্যা হয় না। সমস্যা পাখার। গরমের মধ্যেই চলে তাঁদের ক্লাস। বলে রাখা প্রয়োজন, এই কেন্দ্রের দশাও যে খুব একটা ঠিকঠাক এমনটা নয়। নেই সীমানা প্রাচীর, ভগ্নপ্রায় দশা। প্রয়োজন সংস্কারের।

যেখানে পাব, লটিয়ে দেব', শওকত অনুগামীদের মুখে হুঁশিয়ারি

নিজস্ব সংবাদদাতা, ভাঙড়, ২ নভেম্বর ঃ ভোট যত এগোচ্ছে, ততই উত্তপ্ত হচ্ছে ভাঙড়। সরগরম হচ্ছে ভাঙড়ের রাজনীতি। শাসক-শাসক লড়াই প্রকট হয়ে উঠেছে। প্রথমে মুখ খুলেছেন খোদ নেতারা। আর এবার একে একে মুখ খুলছেন তাঁদের অনুগামীরা। আরাবুল-কাইজারদের জবাব দেওয়া ভার নিয়েছেন শওকতের অনুগামীরাই। তৃণমূল নেতা আরাবুল ইসলামের সঙ্গে ক্যানিং পূর্বের তৃণমূল বিধায়ক শওকত মোল্লার দ্ব ন্দ্ব ভাঙড়ে নতুন নয়। আরাবুল জেল থেকে ফেরার পর থেকেই সেই বিষয়টা সামনে এসেছে। আর এবার আরাবুলের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন আর এক দাপুটে নেতা কাইজার আহমেদ। দুজনেই শওকতের বিরোধিতায় কোমর বেঁধেছেন। সংবাদমাধ্যমের সামনে এসে পদ থেকে শওকতের অপসারণ চেয়েছেন তাঁরা। এই পরিস্থিতির মাঝেই আরাবুল-কাইজারকে রীতিমতো হুমকি দিতে শোনা গেল শওকতের অনুগামী অহিদুল ইসলামকে। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অহিদুল বলেন, ২০২৬-এর বিধানসভা ভোটে আরাবুল, হাকিমূল, কাইজারদের যেখানেই পাব, সেখানেই লটিয়ে দেব। শওকত মোল্লার নেতৃত্বেই আমরা ল।াই করব। শওকত মোল্লার অনুগামী বলে পরিচিত চালতাবে।য়া অঞ্চলের এই নেতার বক্তব্যকে ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চর্চা। কাইজার ও আরাবুল শওকত মোল্লার বিরুদ্ধে সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য পেশ করার পর একের পর এক শওকত অনুগামী কাইজার ও আরাবুলের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক মন্তব্য করছেন। আর এবার সরাসরি রাস্তায় ফেলে মারার হুমকি। তবে শওকত নিজে অবশ্য এসব কথায় বিশেষ কর্ণপাত করছেন না। তিনি সাফ জানিয়েছেন, যার যা বলার আছে বলুক, তিনি একটুও বিচলিত নন। এদিকে শওকতের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন ফুরফুরা শরিফের ত্বহা সিদ্দিকী। তাঁর দাবি, শওকত মোল্লা অনেককে মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে দিয়েছে। বিধায়ক হওয়ার পর শওকত নিজেকে হিটলার বলে মনে করছেন, এমন কথাও বলেছেন ত্বহা সিদ্দিকী।

এসআইআরের বিরুদ্ধে সরব বিএলও- শান্তিপুরে রাস্তায় প্রচার ও বিক্ষোভ!

নিজস্ব সংবাদদাতা, শান্তিপুর, ২ নভেম্বরর ঃ ১২টি রাজ্যের পাশাপাশি বাংলাতেও এসআইআর কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এর সঙ্গে বিএলওদের প্রশিক্ষণের কাজও শুরু হচ্ছে। সেই প্রেক্ষাপটে এসআইআরের বিরোধিতায় সরব হয়েছেন একজন বিএলও। টোটো চালিয়ে এলাকায় ঘুরে মাইক দিয়ে প্রচারও করেছেন তিনি। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনা ঘটেছে নদিয়ার শান্তিপুরে এবং ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক আলোচনা শুরু হয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে, একজন বিএলও কীভাবে সরাসরি নির্বাচন কমিশনের নির্দেশের বিরুদ্ধে কাজ করতে পারেন? রাজ্যে এসআইআর নিয়ে বিভিন্ন মহলে চর্চা শুরু হয়েছে। এসআইআর আতঙ্কও সাধারণ মানুষদের একটা অংশের মধ্যে কাজ করছে বলে অভিযোগ। তৃণমূল নেত্রী মমতা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বঃেদ্যাপাধ্যায় আগামী মঙ্গলবার কলকাতায় এসআইআরের বিরুদ্ধে পথে নামবেন। শহর কলকাতায় তৃণমূলের তরফে মিছিলের ডাক দেওয়া হয়েছে। সেই আবহে নদিয়ার শান্তিপুরের বিএলওর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। সম্প্রতি শান্তিপুরে জন উদ্যোগ নামে এক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের তরফে একটি বিক্ষোভ কর্মসূচি আয়োজিত হয়েছিল। সেখানেই উপস্থিত

হয়েছিলেন স্থানীয় শিক্ষক তথা বিএলও প্রসেনজি সাহা। তিনি ১৯৬ নম্বর বুথের বিএলও বলে জানা গিয়েছে। এদিকে তিনিই এসআইআরের প্রতিবাদ করে নিজে সরব হয়েছেন। হাতে মাইক নিয়ে বক্তব্যও রেখেছেন তিনি! কুশপুতুল দাহ করার কর্মসূচিতেও তাঁকে দেখা গিয়েছে। এই ঘটনা নিয়েই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক টানাপো।নে। বিজেপির পক্ষ থেকে ঘটনাটি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়েছে। তারা প্রশ্ন তুলেছে, নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তি কীভাবে এমন মন্তব্য করতে পারছেন এবং কেন তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে না। যদিও তৃণমূলের পক্ষ থেকে এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করা হয়নি। স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব জানিয়েছেন, ওই বিএলও যা বলেছেন তা তাঁর ব্যক্তিগত মতামত। এই প্রসঙ্গে, প্রসেনজি সাহা বলেন, সমালোচনা করার স্বাধীনতা মানুষের আছে। আমার কাছে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে যদি কোনও প্রশ্ন আসে, তখন আমি উত্তর দেব। তিনি কোন দায়িত্বে আছেন, সেই সম্পর্কেও তিনি ওয়াকিবহাল বলে জানিয়েছেন। তাঁর রাজনৈতিক মতামত ও সরকারি দায়িত্ব আলাদা বলেও জানিয়েছেন।

লুঙ্গি পরে সাপ ধরার চেষ্টায় বিষাক্ত কামড়, হাসপাতালে ব্যক্তি!

নিজস্ব সংবাদদাতা, আসানসোল, ২ নভেম্বরর ঃ আসানসোলের বিভিন্ন অঞ্চলে সাপ ধরার সময় তাঁর অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস সকলকে অবাক করত। তবে এবার সেই অতি আত্মবিশ্বাসই হীরাপুরের গণেশ দাসের জন্য বিপজ্জনক প্রমাণিত হলো। অসাবধানবশত তিনি বিষাক্ত গোখরোর কামড়ে পড়েন। বর্তমানে বার্নপুরের সাপ উদ্ধারকারীকে আসানসোল জেলা হাসপাতালের সিসিইউতে ভর্তি করা হয়েছে। বাম হাতের কড়ে. আঙুলে সাপের কামড়ের চিহ্ন রয়েছে। প্রাণে বেঁচে গেলেও, আঙুলের ক্ষতি থেকে বাঁচবে কি না, তা নিয়েই চিন্তিত চিকিৎসকরা। হীরাপুর থানার বাসিন্দা গণেশ দাস দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে সাপ উদ্ধারকার্যের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। গৃহস্থ বাড়ি, কারখানা বা দোকানে সাপ ঢুকে গেলে তাঁরই ডাক পড়ত। ঘটনাস্থলে পৌঁছেই তিনি যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে সহজেই সাপ ধরে, নিরাপদ স্থানে ছেড়ে দিতেন। বৃহস্পতিবার রাতে আসানসোলের হীরাপুর থানা এলাকায় একটি গৃহস্থ বাড়িতে বিষাক্ত গোখরো সাপ বের হয়। সাপ ধরতে ডাক পড়ে গণেশের। ঘরের লুঙ্গি পরা অবস্থাতেই গণেশ যন্ত্রপাতি নিয়ে সাপ ধরতে হাজির হন। শুধু তাই নয়, তাঁর পায়েও আঘাত ছিল। ক্রেপ ব্যান্ডেজ বাঁধা ছিল বলে জানা গেছে। সেই অবস্থাতেও গণেশ আসেন সাপ ধরতে। হাতের লোহার দণ্ড দিয়ে সাপের মাথা চেপে দিয়ে তিনি সাপের মাথা এবং লেজ ধরেও

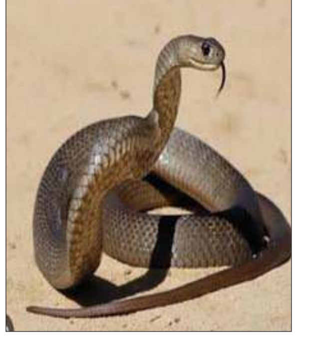

ফেলেন। এরপর তিনি একটি ব্যাগের মধ্যে সাপটিকে ঢোকাতে যান। সেই সময় সাপটি তার লেজের ঝাপটায় গণেশের হাতের মধ্যে পাকিয়ে যায়। অসাবধানতার ফলে গণেশের বাম হাতের কড়ে আঙুলে ছোবল মারে সাপটি। আসানসোল জেলা হাসপাতালে সেই রাতেই ভর্তি হন গণেশ। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তাঁর অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে আসানসোল জেলা হাসপাতালের ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটে শল্য চিকিৎসক সোমনাথ গুপ্তর তত্বাবধানে ভর্তি করা হয়। আসানসোলের বিভিন্ন অঞ্চলে সাপ ধরার সময় তাঁর অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস সকলকে অবাক করত। তবে এবার সেই অতি আত্মবিশ্বাসই হীরাপুরের গণেশ দাসের জন্য বিপজ্জনক প্রমাণিত হলো। অসাবধানবশত তিনি বিষাক্ত গোখরোর কামড়ে পড়েন। বর্তমানে বার্নপুরের সাপ উদ্ধারকারীকে আসানসোল জেলা হাসপাতালের সিসিইউতে ভর্তি করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাতে আসানসোলের হীরাপুর থানা এলাকায় একটি গৃহস্থ বা।তিতে বিষাক্ত গোখরো সাপ বের হয়। সাপ ধরতে ডাক প।ে গণেশের। ঘরের লুঙ্গি পরা অবস্থাতেই গণেশ যন্ত্রপাতি নিয়ে সাপ ধরতে হাজির হন। শুধু তাই নয়, তাঁর পায়েও আঘাত ছিল। ক্রেপ ব্যান্ডেজ বাঁধা ছিল বলে জানা গেছে। সেই অবস্থাতেও গণেশ আসেন সাপ ধরতে। হাতের লোহার দণ্ড দিয়ে সাপের মাথা চেপে দিয়ে তিনি সাপের মাথা এবং লেজ ধরেও ফেলেন। এরপর তিনি একটি ব্যাগের মধ্যে সাপটিকে ঢোকাতে যান। সেই সময় সাপটি তার লেজের ঝাপটায় গণেশের হাতের মধ্যে পাকিয়ে যায়। অসাবধানতার ফলে গণেশের বাম হাতের ক।ে আঙুলে ছোবল মারে সাপটি। আসানসোল জেলা হাসপাতালে সেই রাতেই ভর্তি হন গণেশ। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তাঁর অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে আসানসোল জেলা হাসপাতালের ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটে শল্য চিকিৎসক সোমনাথ গুপ্তর তত্বাবধানে ভর্তি করা হয়।

বিজেপির অভিযোগে নড়েচড়ে বসল কমিশন, কাটোয়ার তৃণমূল বুথ নেতা বিএলও পদ থেকে অপসারিত!

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাটোয়া, ২ নভেম্বরর ঃ তৃণমূলের বুথ সভাপতিকে বঞ্চগ করা হয়েছে-এই অভিযোগ তুলে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানিয়েছিল বিজেপি। অভিযোগ দায়েরের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই কাটোয়ার কুয়াড়ার বিএলও পুরাণচনন্দ্র ঘোষকে সরিয়ে দেওয়া হয়। অভিযোগ উঠেছিল, তৃণমূলের বুথ সভাপতি পুরাণচন্দ্র ঘোষকে ২৫৮ নম্বর বুথের বিএলও হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছিল। পরে তাঁকে সেই পদ থেকে অপসারণ করা হয়, এবং নতুন বিএলও হিসেবে দায়িত্ব পান উদয়চন্ দ্র ঘোষ। যদিও পুরাণচন্দ্রের দাবি, তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে ম্যাপিংয়ের কাজ করছিলেন, আর সেটাই দেখে ভয় পায় বিজেপি- তাই তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রাথমিকের শিক্ষক পুরাণচন্দ্র ঘোষ। তবে একই সঙ্গে তিনি তৃণমূলের বুথ সভাপতিও। এই নিয়ে চিফ ইলেক্টোরাল অফিসারকে চিঠি দেন কাটোয়া-২ ব্লকের ৪ নম্বর মণ্ডল সভাপতি সূর্যদেব ঘোষ। মহকুমাশাসক তদন্ত শুরু করেছিলেন। তার পরেই তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হয়। এই সরিয়ে দেওয়ার খবরে অবশ্য অন্য গন্ধ

পাচ্ছেন পুরাণ। তিনি বলেন, ' মাস ধরে দিনরাত খেটে ৭৪ শতাংশ ম্যাপিং করেছি। আমার টার্গেটই ছিল স্বচ্ছতার সঙ্গে ম্যাপিংয়ের কাজ করব। তাতেই ভয় পেয়েছে বিজেপি। ভাবছে, ম্যাপিং হলে তো ওদের টার্গেট সফল হবে না। ওরা তো ভোটারের নাম বাদ দিতে পারবে না। কাটোয়া-২ মহকুমায় সব থেকে বেশি ম্যাপিং করেছি আমি। ২৬ শতাংশ বাকি ছিল। আমি এত ম্যাপিং করেছি বলেই সরে যেতে হলো। বিজেপি আতঙ্কে এটা করল।' যদিও কাটোয়া-২ ব্লকের মণ্ডল সভাপতি সূর্যদেব ঘোষ জানান, এটাই তো হওয়া উচিত ছিল। তাঁর কথায়, ' ঘোষ প্রকাশ্যেই জানিয়েছেন, তিনি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত। নির্বাচন কমিশন তাঁকে বিএলও করার আগে, তাঁর কাছে তা নিয়ে জানতে চায়নি। ফলে এ নিয়ে আমার আর বলার কিছু নেই। কিন্তু প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে তৃণমূলের বিভিন্ন পদে থাকা লোককে বিএলও করে ভোটার তালিকায় কারচুপি করলে তা তো মানা যায় না। আমাদের অভিযোগের চার ঘণ্টার মধ্যে কাটোয়ার SDO ও BDO-র উদ্যোগে তাঁকে পদ থেকে সরানো হয়েছে। তাতে আমরা খুশি।'

স্ত্রীকে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ, গ্রেফতার স্বামী

ঝাড়গ্রাম, ২ নভেম্বর (হি.স.)ঃ পারিবারিক অশান্তির জেরে স্ত্রীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়েয খুনের অভিযোগে স্বামীকে গ্রেফতার করল পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার রাতে ঝাড়গ্রাম জেলার নয়াগ্রাম থানার বাইশাশোল গ্রামে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত ব্যক্তির নাম মন্টু ভক্তা। শনিবার রাতে মন্টু ভক্তা ও তাঁর স্ত্রী সারথি ভক্তা (৪৯) উভযেই মত্ত অবস্থায় বাগবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন। সেই সময় মন্টু হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে ধারালো অস্ত্র দিয়ে স্ত্রীর গলা ও শরীরে একাধিক কোপ মারেন। গুরুতর জখম অবস্থায় রক্তাক্ত সারথিকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে নয়াগ্রাম সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার খবর পেয়ে নয়াগ্রাম থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতার স্বামীকে আটক করে। রবিবার ধৃত মন্টুকে ঝাড়গ্রাম আদালতে তোলা হলে বিচারক দু'দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন।

আমার সোনার বাংলা' গান বিতর্কে অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত, ক্ষোভ বিশ্বভারতীতে

বোলপুর,২ নভেম্বর ঃ বাংলা ভাষা পর এবার তুচ্ছ বাংলার গান! তাও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরে 'আমার সোনার বাংলা' গানটি। প্রবীণ কংগ্রেস কর্মী বিধুভূষণ দাসের মুখে মঞ্চস্থ গানটি শুনে রাষ্ট্রদ্রোহীতার মামলা রুজু করতে বলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। শনিবার এই ঘটনার প্রতিবাদে গর্জে উঠলেন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা, প্রাক্তনী ও প্রবীণ আশ্রমিকরা। তাঁদের প্রশ্ন, গানটি তো ভারত রত্ন পাওয়া সঙ্গীতশিল্পী লতা মঙ্গেশকরও গেয়েছেন। গেয়েছেন সুচিত্রা মিত্র, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তিদেব ঘোষ, দেবব্রত বিশ্বাস, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের মতো শিল্পীরা। তাহলে কেন্দ্রীয় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্রষ্টার গানকে রাষ্ট্রদ্রোহিতা আখ্যা দেওয়া কি ঠিক সেই নিয়ে উঠছে প্রশ্ন? ঠাকুর পরিবারের সদস্য তথা প্রবীণ আশ্রমিক সুপ্রিয় ঠাকুর বলেন, 'এই গান সবার জন্যই। সবাই গেয়ে থাকেন। আমরা এখনও সুখ দু ঃখে এই গান গেয়ে থাকি। এটা যদি দেশদ্রোহিতা হয়, তাহলে সবাই আমরা দেশদ্রোহী।'' বিশ্বভারতীর প্রাক্তনী ও পড়ুয়ারা দাবি তোলেন, ' যার পুজো করি সেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেশের জাতীয় সঙ্গীত এটি। তাঁর লেখা গান গাওয়া ' হয় কীভাবে।'' অসমের মুখ্যমন্ত্রীর এমন আচরণে আক্ষেপ করেছেন

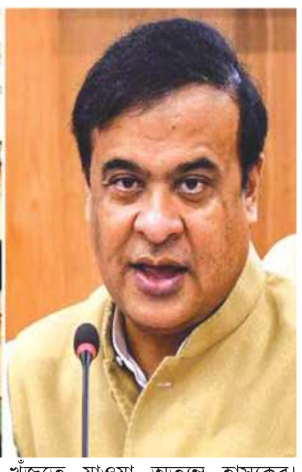

শান্তিনিকেতনের বাসিন্দা ও প্রবীণ আশ্রমিকরা। পাঠভবনের প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ তথা প্রবীণ আশ্রমিক সুব্রত সেন মজুমদার বলেন, 'এই গান তো বিশ্ববন্দিত। তাঁর গান দেশ-বিদেশ সব জায়গায় গাওয়া যায়। কোথাও গাওয়া যাবে না এমন বিধিনিষেধ নেই। এমন ঘটনা অত্যন্ত আক্ষেপের।''

অন্যদিকে, শান্তিনিকেতনের প্রবীণ আশ্রমিক অপর্ণা দাস মহাপাত্র বলেন, ' যে কোনও জায়গায়, যে কোনও পরিস্থিতিতে গাওয়া যায়। সেই সঙ্গে দেশদ্রোহিতার সম্পর্ক খুঁজতে যাওয়া অত্যন্ত হাস্যকর। অসমের মুখ্যমন্ত্রীর যদি এইটুকু জ্ঞান না থাকে বা রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রতি ভালোবাসা না থাকে সেটা আমাদের কাছে দু ঃখের।'' বিশ্বভারতীর পড়ুয়া বান্ধুলি কারার বলেন, ' গানটি শুধু একটা দেশের জাতীয় সঙ্গীত নয়। এই গান গাওয়ায় যারা রাষ্ট্রদ্রোহী বলছেন, আসলে তাঁরা মানবতার বিরোধী।''

৭ বছর আগে মৃত্যু, তবুও ' ভোটার তালিকায় নাম! কাটোয়ায় গুচ্ছ গুচ্ছ এহেন অভিযোগ কমিশনকে জানাল বিজেপি

কাটোয়, ২ নভেম্বরঃ বুথে মৃত ভোটারের সংখ্যা ৪৩। খোঁজ করে এমন ভূতুড়ে ভোটারের তালিকা তৈরি করে নির্বাচন কমিশনকে জমা দিল বিজেপি। কারোর মৃত্যু হয়েছে সাত বছর আগে, তো কারোর পাঁচ বছর! কাটোয়া পুরসভার ১৫নম্বর ওয়ার্ডের ৭৯ নম্বর বুথে খোঁজ মিলল ৪৩ জন মৃত ভোটারের, এমনই দাবি করেছে বিজেপি। মঙ্গলবার থেকে বাড়ি বাড়ি যাবেন BLO-রা। তার মধ্যেই এই ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক তরজা তুঙ্গে। আরও বড় অভিযোগ, মৃত ভোটারদের নাম রয়েছে নির্বাচন কমিশনের ২০২৫ এর ভোটার তালিকায়। সরকারিভাবে তাঁরা নাকি বেঁচেও রয়েছেন। কাটোয়া পৌরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের ৭৯ নম্বর বুথে ১১২৭ জন ভোটারের মধ্যে ৪৩ জন মৃত বলে দাবি বিজেপির। তৃণমূলের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, মৃত ভোটার থেকে থাকলে তার দায় নির্বাচন কমিশনের। অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে। কাটোয়ার মহকুমা শাসক অনির্বাণ বসু মৌখিক জানান, নাম আছে কিনা বলতে পারবো না,তবে SIR করা হচ্ছে নাম বাদ চলে যাবে। পরিবারের লোকদের সাফ বক্তব্য, মৃত ভোটারের নাম কীভাবে ভোটার

তালিকায় রয়েছে তাঁদের জানা নেই। তাঁদের হয়ে কেউ ভোট দেয় নাকি সেটাও তারা বলতে পারবে না। কাটোয়া নগর বিজেপির মন্ডল সভাপতি সুমন দেবনাথের বক্তব্য, কাটোয়া পৌরসভার ৭৯ নম্বর বুথে ৪৩ জন মৃত ভোটারের নাম কয়েক বছর ধরে রয়েছে। বিজেপির পক্ষ একটি তালিকা তৈরি করে নির্বাচন কমিশনকে লিখিত অভিযোগ জানানো হয়েছে। এই ভূতুড়ে ভোটারদের হয়ে ভোট দিয়েই তৃণমূল এতদিন জিতে আসছে। অন্যদিকে তৃণমূলের জেলা সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, ভোটার তালিকায় মৃত ভোটার থাকলে তার দায় নির্বাচন কমিশনের। কাটোয়ায় বিজেপির কোন কর্মী নেই এজেন্ট নেই, তাও তৃণমূল হারছে, তার মানে ভূতুড়ে ভোটাররা বিজেপিকে ভোট দেয়।

ট্রেনে নেশা সামগ্রী আসার অভিযোগে আগরতলায় যুব ও মহিলা কংগ্রেসের বিক্ষোভ

আগরতলা, ২ নভেম্বর (হি.স.) ঃ নেশা মুক্ত রাজ্য ও দেশ গঠনের কথা বলছে কেঃদ্র ও রাজ্য সরকার, অথচ সরকারি ট্রেনে করেই বিপুল পরিমাণ নেশা সামগ্রী ত্রিপুরায় প্রবেশ করছে-এই অভিযোগে ক্ষোভে ফুঁসে উঠল কংগ্রেস। রবিবার রাজধানী আগরতলায় প্রদেশ যুব কংগ্রেস এবং মহিলা কংগ্রেসের উদ্যোগে এক প্রতিবাদ-বিক্ষোভ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। গত ১৫ অক্টোবর জিরানিয়া রেলওয়ে স্টেশনে মালবাহী ট্রেনের দুটি বগি থেকে বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ নেশা সামগ্রী উদ্ধার হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কংগ্রেসের দাবি, শাসক দলের একাংশ নেতা-কর্মী এই পাচার চক্রের সঙ্গে জড়িত। বিক্ষোভ মঞ্চ থেকে যুব কংগ্রেস সভাপতি নীলকমল সাহা এবং মহিলা কংগ্রেস নেত্রী সর্বানী ঘোষ চক্রবর্তী কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের উদ্দেশ্যে চিঠি পাঠিয়ে জানতে চান-কীভাবে সরকারি ট্রেনে নেশা সামগ্রী রাজ্যে প্রবেশ করল এবং কারা এই চক্রের পেছনে রয়েছে। নীলকমল সাহা বলেন, ১৫ অক্টোবর রাজ্যের ইতিহাসে এক কালো দিন। সরকারি ট্রেনে বহিঃ রাজ্য থেকে দুই বগি ভর্তি নেশা সামগ্রী রাজ্যে এসেছে, অথচ এখন পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা যায়নি। সরকার নেশা মুক্ত ত্রিপুরার কথা বললেও বাস্তবে রাজ্য আজ নেশার করিডোরে পরিণত হয়েছে। তিনি আরও অভিযোগ করেন, যুব মোর্চার নেতারা নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গড়ার নামে বাইক র‌্যালি করলেও এখন তারা নীরব। তাদেরই একাংশ এই পাচারচক্রের সঙ্গে যুক্ত। যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জানানো হয়, কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রীকে ১৫ দিনের মধ্যে জবাব দেওয়ার সময়সীমা দেওয়া হয়েছে। ততদিনের মধ্যে ব্যবস্থা না নিলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।

১৬ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীকে শ্রীভূমির সীমান্ত দিয়ে পুশব্যাক

গুয়াহাটি, ২ নভেম্বর (হি.স.)ঃ নয় (৯) তরুণী-মহিলা, এক কোলের শিশু সহ আরও ১৬ জন বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীকে শ্রীভূমি জেলার সীমান্ত দিয়ে পুশব্যাক করেছে আসাম পুলিশ। অবৈধ বাংলাদেশি নাগরিকদের শনাক্ত করে তাদের স্বদেশে ফেরত পাঠানোর চলমান অভিযানে শ্রীভূমি পুলিশকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা। মুখ্যমন্ত্রী ড. শর্মা তাঁর অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে অনুপ্রবেশকারীদের ছবি সহ এ খবর দিয়ে বলেছেন, ' থেকে আগত ষোলোজন অবৈধ অভিবাসী যারা ' মতলব'-এ অসমে প্রবেশ করেছিল, তাদের রাজ্য কর্তৃপক্ষ (পুলিশ) ফেরত পাঠিয়েছে। এতে একটি শক্তিশালী বার্তা পাঠানো হয়েছে যে, ' কী সাহসী' অসমে চলবে না।'' এদিকে রাজ্য পুলিশের আধিকারিক সূত্রে জানা গেছে, গোয়ে ঃদা তথ্যের ভিত্তিতে আজ রবিবার ভোররাতে শ্রীভূমি জেলা পুলিশ দল দ্রুত অভিযান চালিয়ে সীমান্ত সংলগ্ন এলাকা থেকে ১৬ জন বাংলাদেশি নাগরিককে পাকড়াও করে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তাদের কাছে কোনও বৈধ ভ্রমণ নথি পাওয়া যায়নি। চোরাই পথে তারা অসমের শ্রীভূমি ভূখণ্ডে প্রবেশ করেছে বলে স্বীকার করার পর তাদের সীমান্ত দিয়ে সবাইকে তাদের দেশ বাংলাদেশে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে পুলিশ। পুলিশের সন্দেহ, অনুপ্রবেশকারীরা একটি বৃহত্তর ক্রসবর্ডার নেটওয়ার্কের অংশ ছিল। তাদের রুট এবং সাহায্যকারীদের খুঁজে বের করার চেষ্টা চলছে ।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানাইতেছি যে, আমি শ্রী বৈদ্যনাথ সিং, পিতা-বিন্দেশ্বর সিং সাং চকপাড়া, পোঃ ভট্টনগর, থানা-লিলুয়া, জেলা-হাওড়া, আমি লিলুয়া থানার অধীন চামরাইল মৌজায় অন্তর্গত হাল-৩০১ নং খতিয়ানে হাল-৩৮৩১ নং দাগে ০১ কাঠা ০১ ছটাক ০৬ বর্গফুট পরিমান জমি কালিপদ গায়েন এর নাম বরাবর রেকর্ডভুক্ত ছিল, কালিপদ গায়েন এর মৃত্যুর পর তাহার উত্তরাধিকারী অজিত গায়েন দীগর নিতাই দে-কে আমমোক্তার নিযুক্তকরন-**Power No. 210A,** তারিখঃ ২১.০৩.২০০৬, A.D.S.R Howrah উক্ত পাওয়ারবলে উক্ত সম্পত্তি রীতা শীলকে বিক্রয় করেন রীতা শীল হইতে আমি খরিদ করিয়াছি। উক্ত আমমোক্তার সম্বন্ধে কারো কোন অভিযোগ থাকলে ৩০ দিনের মধ্যে B.L. & L.R.O বালী জগাছা ব্লকে যোগাযোগ করুন অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হইবে।

E-TENDER

DATE EXTENSION CORRIGENDUM

In continuation of the e-Tender Notice published vide **NIT No. 1660/BPM/N-195/2025, (Closing date-20/11/2025, 13.00 PM) Opening Date-21/11/2025, 13.00 PM) NIT No. 1661/BPM/N-196/2025, and NIT No. 1662/BPM/N-197/2025, all dated 25/09/2025,** it is hereby notified for information of all concerned that the last date and time for submission and opening of tenders are hereby extended as follows: **(Closing Date-21/11/2025, 13.00 PM) Opening Date-22/11/2025, 13.00 PM).** For details please contact the office of the Chairperson, Buniadpur Municipality, Dakshin Dinajpur.

Sd/- **Chairperson**
Buniadpur Municipality

DEHIMONDALGHAT-I GRAM PANCHAYAT
BARADABAR, AJODHYA, DIST-HOWRAH
Email ld-dmghat1@gmail.com

AMADER PARA AMADER SAMADHAN WORK TENDER
1. Tender ReferenceNo: DMGhat-I-APAS-05of 2025-26
2. Tender ReferenceNo: DMGhat-I-APAS-06 of 2025-26
Bid submission upload end date (online) **10/11/2025 15.30P.M.** Technical Bid opening date (online): **12/11/2025 10.00A.M.** For details please visit website **https://wbetenders.gov.in**

Sd/- **Pradhan**
Dehimondalghat-I Gram Panchayat

তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে অজিদের হারিয়ে সিরিজে সমতা ফেরাল ভারত

বিশেষ প্রতিবেদক, ২ নভেম্বর ঃ তৃতীয় টি-টোয়েন্টি তে অনবদ্য প্রত্যাবর্তন টিম ইন্ডিয়ার। ভারতের সামনে ১৮৭ রানের লক্ষ্য রেখেছিল অস্ট্রেলিয়া। সেই লক্ষ্য অনায়াসেই তুলে নেয় ভারত। ৫ উইকেটে এই জয়ের ফলে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে সমতায় ফিরলেন সূর্যকুমাররা। টসে জিতে প্রথমে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেন সূর্য। প্রথম ওভারেই ট্রাভিস হেড (৬)-এর উইকেট তুলে নেন অর্শদীপ। নিজের দ্বিতীয় ওভারে জশ ইংলিশ (১)-কেও ফেরান তিনি। এরপর সংহারক রূপ ধারণ করেন টিম ডেভিড। তাঁর ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে রানের গতি বেড়ে যায় অস্ট্রেলিয়ার। অধিনায়ক মিচেল মার্শের সঙ্গে ৫৯ রানের জুটি গ।নে তিনি। ব্যক্তিগত ১১ রানে মার্শকে ফেরান বরুণ চক্রবর্তী। রানের খাতা না খুলে ভারতীয় ' স্পিনারে'র বলে ফিরে যান মিচেল ওয়েন। ভয়ানক হয়ে ওঠা ডেভিডকে সাজঘরের পথ দেখান শিবম দুবে। ৩৮ বলে ৭৪ রান করেন তিনি। তাঁর ইনিংসে ছিল ৮টি চার, ৫টি ছক্কা। শেষ দিকে মার্কাস স্টয়নিস (৬৯) চালিয়ে খেলে অস্ট্রেলিয়ার রান নিয়ে গেলেন ১৮৬-তে। অর্শদীপ নিলেন ৩ উইকেট। বরুণ চক্রবর্তী ফেরালেন ২ অজি ব্যাটারকে। শিবম দুবের শিকার ১ উইকেট।

জবাবে ভালো শুরু করেন ভারতের ওপেনাররা। বিশেষ করে অভিষেক শর্মা মারমুখী মেজাজ নিয়ে নামেন। তবে ২৫ রানের বেশি করতে পারেননি। ১৬ বলের ইনিংসটি সাজানো দু'টি চার, দু'টি ছয় দিয়ে। এদিন ফের ব্যর্থ শুভমান গিল (১৫)। তাঁর ফর্ম চিন্তায় রাখবে ভারতীয় শিবিরকে। এরপর সূর্যকুমার নেমে ভারতের রানের গতি বা।য়ে দেন। ২১৮ স্ট্রাইক রেটে ১১ বলে ২৪ রান আসে অধিনায়কের ব্যাট থেকে। ভয়ানক হয়ে ওঠার আগে তাঁকে ফেরান স্টয়নিস। ভারতের রান তখন ৭.৩ ওভারে ৩ উইকেটে ৭৬।অক্ষর প্যাটেল ফেরেন ১৭ রানে। তিলক বর্মার সংগ্রহ ২৯। এই ম্যাচেই দলে এসেছেন উইকেটকিপার জিতেশ শর্মা। সুযোগ দেওয়া হয়েছে ওয়াশিংটন সু ঃদরকে। টিম ম্যানেজমেন্টের আস্থার মর্যাদা রেখে ১৮.৩ ওভারের মধ্যে এই দু'জনই ভারতকে জয়ের পথে নিয়ে যান। ওয়াশিংটনের ২৩ বলে ৪৯ রান তিনটি চার এবং চার বিশাল ছক্কায় সাজানো। ছ'নম্বরে ব্যাট করতে নেমে তাঁর স্ট্রাইক রেট ২১৩। জিতেশের সংগ্রহ ১৩ বলে ২২ রানে। দু'জনেই অপরাজিত থেকে টিম ইন্ডিয়াকে ৫ উইকেটে ম্যাচ জিতিয়ে মাঠ ছা।নে। ৩ উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হন অর্শদীপ সিং। ভারতের পরবর্তী ম্যাচ ৬ নভেম্বর।

রেকর্ড স্মৃতির,শেফালির স্মরণীয় ব্যাটিংয়ে জমজমাট ভারতের ইনিংস

২ নভেম্বর ঃ ক্রিকেট অদৃষ্ট বলতে পারেন। ক্রিকেট দেবতার রসিকতা বলতে পারেন। তথ্য বলছে, এক সময় ভারতের বিধ্বংসী ওপেনার শেফালি দেশের হয়ে শেষ ওয়ানডে খেলেছিলেন আজ থেকে ঠিক এক বছর আগে। সে অপেক্ষা বিলম্বিত হতো হয়তো। যদি না প্রতীকা রাওয়াল চোট পেয়ে যেতেন। কিন্তু কপালে লেখা থাকলে খণ্ডাবে কে? শেফালি বর্মার ভাগ্যে বিশ্বকাপের ম্যাচ লেখা ছিল যে! তা সে যতই তিনি গত এক বছর ধরে জাতীয় দলের বৃত্তের বাইরে চলে যান কেন। যতই ভালো খেলা সত্ত্বেও জাতীয় নির্বাচককুল তাঁকে দলে ফেরাতে অনীহা দেখান না কেন।

আসলে বিশ্বকাপে যে ব্র্যান্ডের ক্রিকেট প্রতীকা রাওয়াল খেলেছেন, তাঁর বদলি হিসাবে শেফালি ছা।। কারও কথা ভাবা যেত না। শেষমেশ তিনি সুযোগ পেলেন। আর ফাইনালে যেন ক্রিকেট ঈশ্বর প্রেরিত দূত হিসাবে ভারতের ভাগ্যাকাশে উদয় হলেন। ৭৮ বলে ৮৭ রানের যে ইনিংসটা ' কি ছোড়ি' খেলে গেলেন, সেটা রীতিমতো বাঁধিয়ে রাখার মতো ঝকঝকে। বহু বছর স্মৃতিতে ধরে রাখার মতো স্মরণীয়। ভাবা যায়, এই শেফালিই গত ৩ বছরে ওয়ানডে-তে একটাও হাফসেঞ্চুরি পাননি! তবে তাঁর আক্ষেপ থেকে যাবে, সামান্য কটা রানের জন্য সেঞ্চুরিটা মিস হয়ে গেল। আর ১৩টা রান করতে পারলে হয়তো ক্রিকেট ইতিহাসে চিরতরে নিজের নামটা খোদাই করে

দিতে পারতেন। কিন্তু সে পথে বাদ সাধল চোট। হাফ সেঞ্চুরির কিছুটা পরেই পেশিতে টান লাগল। দৌড়তে সমস্যা হচ্ছিল। সমস্যা হচ্ছিল ফুটওয়ার্কেও। তাই একটু তাড়াহুড়ো করতে হল। সুন লুসের বলে ক্যাচ দেওয়ার আগে তিনি ৭টি বাউন্ডারি ও দুটি ওভার বাউন্ডারির ঝকঝকে ইনিংস খেলে গিয়েছেন। ঝকঝকে ইনিংস খেলেছেন স্মৃতি মন্ধানাও। ৫৮ বলে ৪৫ রান। ওপেনিং জুটিতে ভারত তোলে ১০৪ রান। এদিনের ৪৫ রানের ফলে এই বিশ্বকাপে স্মৃতির রান দাঁড়াল ৪১০। মিথালি রাজের রেকর্ড ভেঙে ভারতীয়দের মধ্যে এক বিশ্বকাপে সর্বাধিক রানের রেকর্ড গড়লেন স্মৃতি। ২০১৭ বিশ্বকাপে মিতালি ৪০৯ রান করেছিলেন। দুই ওপেনারের ভালো পারফরম্যান্সে ভারতের শুরুটা দারুণ করেছে ভারত। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ভারতের স্কোর ৩০ ওভারে ৩ উইকেটে ১৭১ রান। খেতাবি যুদ্ধে উইমেন ইন ব্লুর প্রতিপক্ষ দক্ষিণ আফ্রিকা। যাদের সঙ্গে অতীতের বিশ্বকাপগুলিতে সেয়ানে সেয়ানে টক্কর দিয়েছে ভারতের মহিলা দল। রবিবার কি প্রোটিয়াদের মাটি ধরাতে পারবেন হরমনপ্রীত কউররা? ফাইনালের আগে একনজরে দেখে নেওয়া যাক, তুল্যমূল্য বিচারে এগিয়ে কোন দল?

ইন্টার মায়ামিকে হারিয়ে প্লে-অফে গেল ন্যাশভিল

ফ্লরিডা, ২ নভেম্বর(হি.স.)ঃ হতাশায় ঘেরা ম্যাচের শেষ দিকে জ্বলে উঠে ৯০ মিনিটে দুর্দান্ত গোল করলেন লিওনেল মেসি। ম্যাচে ফিরল প্রাণ। কিন্তু যোগ করা সময়ের ছয় মিনিটে ছড়াল উত্তেজনা। ফেভারিটদের হারিয়ে প্লে-অফের লড়াই তৃতীয় ম্যাচে নিয়ে গেল ন্যাশভিল। ইন্টার মায়ামির বিপক্ষে আগের ১০ ম্যাচে জয় ছিল না ন্যাশভিল এসসির। সেই ন্যাশভিল মেজর লিগ সকারের প্লে-অফের দ্বিতীয় রাউন্ডে জিতল ২-১ গোলে। ২০২৩ সালের মে মাসের পর মায়ামির বিপক্ষে ন্যাশভিলের প্রথম জয় এটি। প্লে-অফের প্রথম ম্যাচে ২৫ অক্টোবর ৩-১ গোলে জিতেছিল মায়ামি। দ্বিতীয় ম্যাচে ন্যাশভিলের জয়ে আগামী শনিবার তৃতীয় প্লে-অফে হবে ভাগ্য নির্ধারিত হবে দুই দলের।

বার্নলির বিপক্ষে সহজ জয় আর্সেনালের

লন্ডন, ২ নভেম্বর (হি.স.)ঃ শনিবার বার্নলির বিপক্ষে ২-০ গোলের জয়ে লিগ টেবিলে নিজেদের শীর্ষস্থান আরও মজবুত করলো আর্সেনাল। ভিক্তর ইয়োকেরেশের গোলে এগিয়ে যাওয়ার পর ব্যবধান দ্বিগুণ করেন ডেক্লান রাইস। অক্টোবর মাসে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ৬ ম্যাচের সবকটিতেই নিজেদের জাল অক্ষত রেখেছিল আর্সেনাল। আর নিজেদের জাল অক্ষত রেখে দুর্দান্ত জয়ে নভেম্বরের শুরুটাও দারুণ করলো গানার্সরা। ১০ ম্যাচে ৮ জয় ও ১ ড্রয়ে ২৫ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে আছে আর্সেনাল। ৯ ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে আছে বোর্নমাউথ।

পন্থের ইনিংসে ভর করে ম্যাচ জিতল ভারতীয় এ দল

২ নভেম্বর ঃ প্রত্যাবর্তনেই সুপারহিট ঋষভ পন্থ। ৯৫ দিন পর ২২ গজে ফিরে প্রথম ইনিংসে ব্যর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় ইনিংসে নিজেকে ফিরে পেলেন এই উইকেটরক্ষক-ব্যাটারকে। তাঁর ইনিংসে ভর করে দক্ষিণ আফ্রিকা এ দলের বিরুদ্ধে ৩ উইকেটে জিতল ভারত এ দল। ইংল্যান্ডে চোট পাওয়ায় পর এই প্রথম কোনও প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচে নেমেছিলেন। তাই তিনি কী করেন, যাবতীয় নজর ছিল সেদিকেই। প্রথম ইনিংসে ১৭ করে সকলকে হতাশ করলেও দ্বিতীয় ইনিংসে পুষিয়ে দিলেন নেতৃত্বের দায়িত্ব সামলানো পন্থ। প্রথম ইনিংসে দক্ষিণ আফ্রিকা এ দল তোলে ৩০৯। বল হাতে তনুশ কোটিয়ান নজরকাড়া পারফরম্যান্স করেন। তাঁর শিকার ৪ উইকেট। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ২৩৪ রানে গুটিয়ে যায় ইন্ডিয়া এ। ৭৫ রানের লিড নিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে নামা দক্ষিণ আফ্রিকা বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি। ফের জ্বলে ওঠেন কোটিয়ান। দ্বিতীয় ইনিংসেও চার প্রোটিয়া ব্যাটারকে সাজঘরের পথ দেখান তিনি। অংশুল কম্বোজ নেন ৩ উইকেট। দক্ষিণ আফ্রিকার গুঁড়িয়ে যায় ১৯৯ রানে। ২৭৫ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে শুরুতে ব্যাটিং বিপর্যয়ের সামনে পড়ে ভারতীয় এ দল। ওপেন করতে নামা সাই সুদর্শন এই ইনিংসেও ব্যর্থ। প্রথম ইনিংসে সেট হয়ে আউট হয়েছিলেন ৩২ রানে। দ্বিতীয় ইনিংসে ১২-র বেশি করতে পারলেন না। প্রথম ইনিংসে ঝকঝকে ৬৫ করা আয়ুষ মাত্রে করলেন মাত্র ৬ রান। দেবদত্ত পড়িক্কলের সংগ্রহ ৫। একটা সময় ৩২ রানে ৩ উইকেট খুইয়ে সিঁদুরে মেঘ দেখে ভারত। সেখান থেকে দলকে টেনে তুললেন পন্থ। রজত পাতিদার (২৬)-কে সঙ্গে নিয়ে ৮৭ রানের জুটি গড়েন। চেনা মেজাজে ১১টি চার এবং চারটি ছক্কা হাঁকিয়ে ৯০ রান করে পন্থ যখন আউট হন তখন ভারতীয় এ দলের রান ৫ উইকেটে ১৭২। অর্থাৎ তখনও জয়ের জন্য ১০৩ রান বাকি। এরপর আয়ুষ বাদোনি (৩৪), কোটিয়ান (২৩), মানব সুথার (২০) এবং কম্বোজ (৩৭) মিলে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে দেন দলকে। দুই ইনিংস মিলিয়ে ৮ উইকেট পেয়ে ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হয়েছেন তনুশ কোটিয়ান। এদিকে, পন্থের এমন ম্যাচজয়ী ইনিংসের পর দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ভারতীয় দলে পন্থের সুযোগ পাওয়া যে সময়ের অপেক্ষা, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে হার, সুপার কাপ থেকে ছিটকে গেল মহামেডান

পাঞ্জাবঃ৩ (কিপজেন, জেলিকোভিচ, মেতেই)
মহামেডানঃ ০

২ নভেম্বর ঃ সুপার কাপে মহামেডান বিরাট কিছু করবে, সে আশা অতি বড় সাদা-কালো সমর্থকও করেননি। কিন্তু তা বলে মেহেরাজউদ্দিন ওয়াড়ুর ফুটবলাররা এতটা হতাশ করবেন সেটাও বোধ হয় প্রত্যশিত ছিল না। আগের ম্যাচে বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে দুর্দান্ত ।ই করে হারলেও রবিবার পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে সেই লড়াইয়ের ছিটেফোঁটা দেখাতে পারল না সাদা-কালো শিবির। ফলস্বরূপ ৩-০ গোলে হার। এদিন ম্যাচের শুরু থেকেই দাপট ছিল পাঞ্জাবের। প্রথম গোলটি তারা পায় ম্যাচের ২৭ মিনিটে মেতেইয়ের পা থেকে। প্রথমার্ধের শেষের দিকেই দ্বিতীয় গোলটি পেয়ে যায় পাঞ্জাব। এবার গোল করেন সমীর জেলিকোভিচ। দ্বিতিয়ার্ধেও খেলার গতি বিশেষ বদলায়নি। ম্যাচের ৭২ মিনিটে গোল করে মহামেডানের কফিনে শেষ পেরেক পুঁতলেন কিপজেন। মহামেডান মাঝে ছুটকো ছাটকা আক্রমণের চেষ্টা করলেও লাভের লাভ হয়নি। শেষ পর্যন্ত খেলা শেষ হয় ৩-০ গোলে। এই হারের ফলে এবারের মতো সুপার কাপ অভিযান শেষ মহামেডানের। ২ ম্যাচের দুটিতেই হেরে পয়েন্ট টেবিলের সবার নিচে সাদা-কালো ব্রিগেড। তাঁদের শেষ ম্যাচ গোকুলামের বিরুদ্ধে। সেটা নেহাত নিয়মরক্ষার ম্যাচ হিসাবে রয়ে গেল। এমনিতে মহামেডান চরম আর্থিক সংকটে। তার উপর আবার ফুটবলার সই করানোয় নিষেধাজ্ঞা। কোনওক্রমে সুপার কাপের দল গড়েছেন মহামেডান কর্তারা। সেই দল নিয়ে হয়তো এর চেয়ে বেশি প্রত্যাশাও করা যেত না।

জোড়া গোল এমবাপের, রিয়াল মাদ্রিদের বড় জয়

সান্তিয়াগো, ২ নভেম্বর (হি.স.)ঃ সান্তিয়াগো বের্নাবেউয়ে শনিবার রাতে লা লিগার ম্যাচটি ৪-০ গোলে জিতেছে শাবি আলোন্সোর দল। এমবাপের জোড়া গোলের পর একটি করে চমৎকার গোল করেন বেলিংহ্যাম ও আলভারো কারেরাস। লা লিগায় টানা আট ম্যাচে জালের দেখা পেলেন এমবাপে। ২০২৪-২৫ মরসুমের ইউরোপিয়ান গোল্ডেন বুট জয়ী এবারও লিগের গোলদাতার তালিকায় আছেন শীর্ষে, আসরে ১১ ম্যাচে তাঁর গোল হলো ১৩টি। রিয়ালের দাপুটে ফুটবলের সামনে কোনও রকম সুযোগই পায়নি ভালেন্সিয়া। প্রায় ৬৫ শতাংশ সময় বল দখলে রেখে গোলের জন্য ২১টি শট নিয়ে ১১টি লক্ষ্যে রাখতে পারে আলোন্সোর দল। ভালেন্সিয়ার চার শটের একটিই কেবল লক্ষ্যে ছিল। এই জয়ে ১১ ম্যাচে ১০ জয়ে ৩০ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষস্থান আরও মজবুত করল রিয়াল। দিনের আরেক ম্যাচে, রায়ো ভাইয়েকানোকে ৪-০ গোলে গুঁড়িয়ে টেবিলের দ্বিতীয় স্থানে উঠেছে ভিয়ারেয়াল, ১১ ম্যাচে তাঁদের পয়েন্ট ২৩। এক ম্যাচ কম খেলা বার্সেলোনা ২২ পয়েন্ট নিয়ে নেমে গেছে তৃতীয় স্থানে।

শাকিরের ৯৫, সুদীপের সেঞ্চুরি সত্ত্বেও রনজিতে অস্বস্তিতে বাংলা, কিন্তু কেন?

বিশেষ প্রতিবেদক, ২ নভেম্বর ঃ খারাপ আলোর জন্য নির্ধারিত সময়ের বেশ কিছুক্ষণ আগেই খেলা শেষ হয়ে গিয়েছিল প্রথম দিনের খেলা। দ্বিতীয় দিনেও বৃষ্টির প্রকোপে পুরো খেলা হল না। দ্বিতীয় দিন সুদীপের সেঞ্চুরি এবং শাকিরের ৯৫ রানে ভর করে আরও সুবিধাজনক জায়গায় থাকতে পারত বাংলা। রনজির তৃতীয় ম্যাচে অভিষেক পো।লের দলের রান ৯ উইকেটে ৩৩৬। ১৭১ / ১ স্কোর নিয়ে দ্বিতীয় দিন শুরু করে বাংলা। ত্রিপুরার উপর বড় রান চাপিয়ে দেওয়ার যাবতীয় সুযোগ ছিল বঙ্গ ব্রিগেডের সামনে। শাকির হাবিব গান্ধী এবং সুদীপ ঘরামি সেই লক্ষ্য নিয়েই ব্যাটিং করছিলেন। সেঞ্চুরি থেকে মাত্র ৫ রান দূরে আউট হন সাকির। বাংলার রান তখন ২ উইকেটে ২১৩। শাকির আউট হলেও সেঞ্চুরি করেন সুদীপ।

১০৮ রানের ধৈর্যশীল ইনিংস খেলে সাজঘরে ফেরেন সুদীপ। ২৫০ বলের ইনিংসটিতে ছিল ১৫টি চার। এরপর দ্রুত ব্যবধানে উইকেট খোয়ায় বাংলা। রান পাননি অনুষ্টুপ

মজুমদার (৬), অভিষেক পো।লে (১১), সুমন্ত গুপ্ত (৫)-রা। একটা সময় ২৬২ রানে ৬ উইকেট হারিয়ে চাপে প।ে যায় যায়।

সেখান থেকে শাহবাজ আহমেদ এবং উইকেটরক্ষক রাহুল প্রসাদ ৬১ রানের জুটি গ।নে। শেষ পর্যন্ত ৩৫ রানে আউট হন প্রসাদ। শাহবাজকে সঙ্গ দিতে পারলেন না মহম্মদ কাইফ (০), মহম্মদ শামি (৫)-রা। বাংলার রান যখন ৯ উইকেটে ৩৩৬, বৃষ্টির কারণে খেলা বন্ধ হয়ে যায়। ত্রিপুরার হয়ে রানা দত্ত নিলেন ৩ উইকেট। বিক্রমকুমার দাস ও মণিশঙ্কর মুরাসিংহ নেন দু'টি। বাকি উইকেট ভাগ করে নেন অভিজি সরকার এবং স্বপ্নিল সিং।

গোলরক্ষক অরিন্দম ভট্টাচার্য অবসর নিলেন

কলকাতা, ২ নভেম্বর (হি.স.)ঃ ভারতের অভিজ্ঞ গোলরক্ষক অরিন্দম ভট্টাচার্য শনিবার পেশাদার ফুটবল থেকে অবসর ঘোষণা করেছেন, যার ফলে আই-লিগ, ইন্ডিয়ান সুপার লিগ এবং জাতীয় দল জুড়ে প্রায় দুই দশকের কেরিয়ারের অবসান ঘটল।একটি আবেগঘন পোস্টে, ৩৫ বছর বয়সী এই খেলোয়াড় কলকাতার শহরতলি থেকে ময়দান পর্যন্ত তাঁর যাত্রার কথা স্মরণ করে বলেন, কীভাবে এটি শুরু হয়েছিল শৈশবের স্বপ্নের সঙ্গে যে তিনি ইস্ট বেঙ্গলের মোহনবাগানে খেলেছিলেন এবং ভাইচুং ভুটিয়ার মুখোমুখি হয়েছিলেন।দুই দশক পরে, আমি ট্রফি, যুদ্ধ এবং গল্প বলার ক্ষতগুলির দিকে ফিরে তাকাই।

আইএসএলের দিন জানলে ভাগ্য নির্ধারণ মোলিনার

২ নভেম্বর ঃ ডার্বি ড্র করে সুপার কাপ থেকে ছিটকে গিয়ে ম্যানেজমেন্টের ঘাড়ে ফুটবলার নির্বাচনের দায় চাপিয়ে দিয়েছেন মোহনবাগান কোচ জোসে মোলিনা। এমন মন্তব্যকে ভালো চোখে দেখেনি মোহনবাগান ম্যানেজমেন্ট। প্রশ্ন উঠে গিয়েছে, যদি ব্যর্থতার দায় শুধুমাত্র ম্যানেজমেন্টেরই হয়, তাহলে গতবার আইএসএল কাপ ও শিল্ড এবং এবারের আইএফএ শিল্ড জয়ের কৃতিত্বও কি মোহনবাগান কোচ ম্যানেজমেন্টকেই দিচ্ছেন? দুপুরে গোয়া থেকে বিদেশি ফুটবলাররা দেশে ফিরে গেলেও মোহনবাগান কোচ এসেছেন কলকাতায়। সোমবার কলকাতা থেকে সপরিবার মালদ্বীপ যাওয়ার কথা তাঁর। মোলিনার ভাগ্যে কী আছে, তা জানার জন্য তাকিয়ে থাকতে হবে ৫ নভেম্বর পর্যন্ত। সেদিনই আইএসএল টেন্ডার খোলা হবে। জানা যাবে এই মরশুমের আইএসএলের ভাগ্য।

ভারত শেষ কবে মহিলাদের ওয়ানডে বিশ্বকাপ ফাইনাল খেলেছিল!

মুম্বই, ২ নভেম্বর(হি.স.)ঃ রবিবার নবি মুম্বইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে ২০২৫ সালের ফাইনালে মুখোমুখি হবে ভারত এবং দক্ষিণ আফ্রিকা তাদের প্রথম মহিলা ওয়ানডে বিশ্বকাপ শিরোপার জন্য। একই ভেন্যুতে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় সেমিফাইনালে টুর্নামেন্টের ফেভারিট অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে রেকর্ড রান-চেজ সম্পন্ন করে হরমনপ্রীত কৌর অ্যান্ড কোং। অন্যদিকে, দক্ষিণ আফ্রিকা, উদ্বোধনী ম্যাচে ইংল্যান্ডের কাছে তাদের শোচনীয় পরাজয়ের প্রতিশোধ নিয়েছে চারবারের চ্যাম্পিয়নের বিরুদ্ধে ১২৫ রানের জয়ের মাধ্যমে। ভারত শেষ কবে মহিলা বিশ্বকাপ ফাইনালে অংশগ্রহণ করেছিল? ২০১৭ ফাইনাল-ভারত শেষবার ২০১৭ সালে মহিলা ওয়ানডে বিশ্বকাপের ফাইনালে খেলেছিল, হরমনপ্রীত কৌরের ১৭১ রানের ইনিংসের সাহায্যে অস্ট্রেলিযার বিপক্ষে ৩৬ রানের সেমিফাইনালে জয়ের পর, লর্ডসে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে শিরোপা লড়াইয়ের সূচনা করে। ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর, ন্যাট সায়ভার-ব্রান্টের অর্ধশতক এবং সারা টেলর (৪৫) এবং ক্যাথেরিন সায়ভার-ব্রান্ট (৩৪) এর অবদান ইংল্যান্ডকে সাত উইকেটে ২২৮ রানে উন্নীত করতে সাহায্য করে। ঝুলন গোস্বামী তিনটি উইকেট নিয়ে ভারতীয় বোলারদের মধ্যে সেরা ছিলেন। জবাবে, পুনম রাউতের ৮৬ রানের লড়াকু রান এবং হরমনপ্রীতের পঞ্চাশ রান ভারতকে কাছে টেনে নিয়ে যায়, তারপর আনিয়া শ্রাবসোল লোয়ার অর্ডারের মধ্য দিয়ে দৌড়ে গিয়ে ভারতকে ২১৯ রানে গুটিয়ে দেয, জয় থেকে মাত্র নয় রান দূরে। ২০০5 ফাইনাল-২০০5 সালে মিতালি রাজের নেতৃত্বে ভারত ফাইনালে উঠেছিল । ক্যারেন রোল্টনের সেঞ্চুরি এবং ভারতীয় টপ-অর্ডারের পতন অস্ট্রেলিয়াকে ৯৮ রানে জয় এনে দেয়।

বিশ্বকাপের আগেই আচমকা অবসর, টি-২০ ক্রিকেটকে বিদায় উইলিয়ামসনের

২ নভেম্বর ঃ টি-২০ থেকে অবসর নিলেন কেন উইলিয়ামসন। ১০০ ম্যাচ খেলার হাতছানি, বিশ্বকাপ জেতার স্বপ্ন-সমস্ত কিছুকেই উপেক্ষা করে সংক্ষিপ্ততম ফরম্যাটকে বিদায় জানালেন বর্তমান ক্রিকেটের অন্যতম সেরা ব্যাটার। তবে এখনই পুরোপুরিভাবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে সরছেন না উইলিয়ামসন। জানিয়েছেন, টেস্ট এবং ওয়ানডে'তে বেশি করে ফোকাস করবেন বলেই টি-২০কে বিদায় জানালেন। চলতি বছরেই বোর্ডের কেন্দ্রীয় চুক্তি প্রত্যাখ্যান করেন উইলিয়ামসন। টানা দ্বিতীয় বছর তিনি এমন সিদ্ধান্ত নেন। তাতেই জল্পনা শুরু হয়, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানাতে চলেছেন প্রাক্তন কিউয়ি অধিনায়ক? সেই পথেই একধাপ এগিয়ে গেলেন উইলিয়ামসন। সবার আগে তিনি সরলেন টি-২০ থেকে। আগামী বছর ফেব্রুয়ারি মাসে ভারতের মাটিতে টি-২০ বিশ্বকাপ হবে। কিন্তু মেগা টুর্নামেন্টের আগেই আচমকা সরলেন উইলিয়ামসন। টি-২০ বিশ্বকাপ

জেতার স্বপ্ন তাঁর অধরাই থেকে গেল। পুরুষদের টি-২০তে নিউজিল্যান্ডের জার্সিতে সবচেয়ে বেশি রান রয়েছে কেনের। তাঁর নেতৃত্বে একবার টি-২০ বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠেছে কিউয়িরা। তবে ২০২১ সালের ওই ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হারতে হয়। এছাড়া ২০১৬ এবং ২০২২ সালের টি-২০ বিশ্বকাপ সেমিফাইনালেও কেনের নেতৃত্বে উঠেছে নিউজিল্যান্ড। টি-২০ বিশ্বকাপের নকআউট পর্বে সর্বোচ্চ রান করা অধিনায়কের নজির রয়েছে উইলিয়ামসনের ঝুলিতে। কিউয়ি অধিনায়ক হিসাবে সবচেয়ে বেশি রান, সর্বোচ্চ গড়, সবচেয়ে বেশি চার, সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলারও রেকর্ড রয়েছে তাঁর। রবিবার ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ততম ফরম্যাটকে বিদায় জানিয়ে উইলিয়ামসন বলেন, এখন টি-২০ দলের ফোকাস পরবর্তী বিশ্বকাপ। তার আগে আমার সিদ্ধান্তটা পরিষ্কার করে দেওয়া দরকার। আমি দূর থেকে দলকে সমর্থন করব। তবে আন্তর্জাতিক টি-২০ থেকে অবসর নিলেও ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে সম্ভবত টি-২০ খেলতে দেখা যাবে কেন উইলিয়ামসনকে।

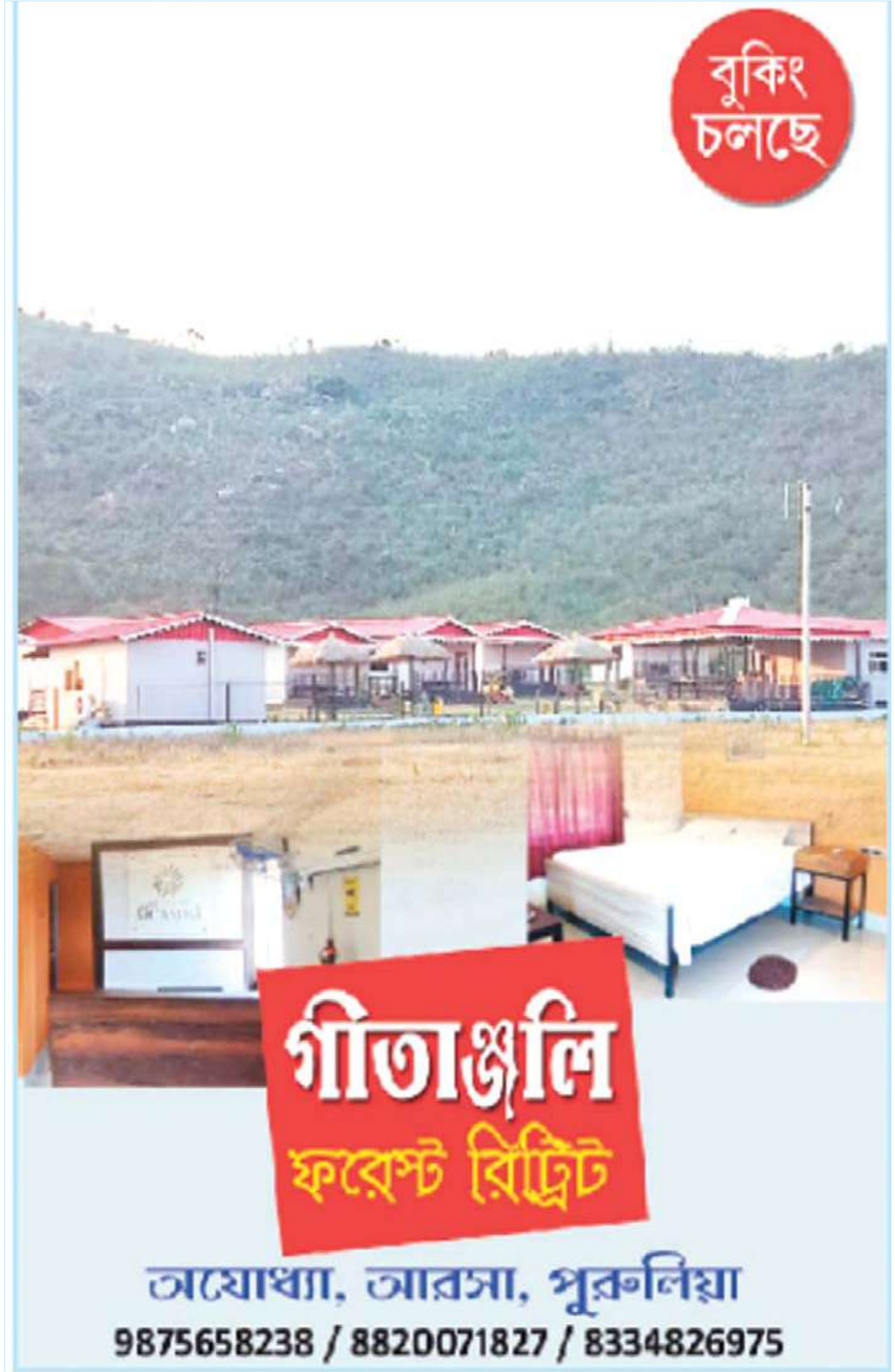

স্মৃতিমন্থনে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের প্রথম অধিনায়ক

১ নভেম্বর ঃ এক সময় মেয়েরা ক্রিকেট খেলবে, এমন বিশ্বাস করাটাও ছিল অন্যায়। একদিকে বিশ্বজোড়া খ্যাতির আহ্বান, অন্যদিকে মেয়ে মানেই ঘরকন্নাই মুখ্য - এমনই 'মনে করা মতো। সংস্কারে বিদ্ধ সমাজ কেবল ক্রিকেট নয়, যে কোনও খেলাতেই অংশ নেওয়ার ক্ষেত্রে একটা সময় নিরুসাহিত করত। রবিবার ভারতের মেয়েরা বিশ্বকাপ ফাইনাল খেলবেন। প্রতিপক্ষ দক্ষিণ আফ্রিকা। তার আগে স্মৃতিমন্থনে ভারতীয় মহিলা দলের প্রথম অধিনায়ক শান্তা রঙ্গস্বামী। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে বিশ্বকাপ ফাইনালের আগে তিনি বলেন, অসংরক্ষিত কোচে ভ্রমণ করতে হত আমাদের। ডরমিটরির মেঝেতে ঘুমাতে হত। নিজেদের বিছানা, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিজেদেরই বহন করতে হত। ক্রিকেট কিট পিঠে ব্যাকপ্যাকের মতো বেঁধে রাখা হত। এক হাতে থাকত স্যুটকেস। এহেন রঙ্গস্বামী ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটের উত্থানে খুশি। তাঁর সংযোজন, এখনকার ক্রিকেটাররা সমস্ত রকম সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে। এতে আমি খুবই খুশি। যার ফলাফল হাতের সামনে। বিসিসিআই-সহ রাজ্য ক্রিকেট সংস্থারা মহিলা ক্রিকেটের সাফল্যে বিশাল অবদান

রেখেছে।

সূত্রের খবর, ট্রফি জিতলে ভারতীয় মহিলা দলকে বিরাট অঙ্কের পুরস্কার মূল্য দেবে ভারতীয় বোর্ড। যা পুরুষদের টাকার অঙ্কের সমান। রঙ্গস্বামী যোগ করেন, প্রায় ৫০ বছর আগে আমরা যে ভিত্তি স্থাপন করেছিলাম, তা এখন ফল দিচ্ছে। এরজন্য তিনি প্রাক্তন বিসিসিআই সচিব জয় শাহর উদ্যোগকেও সাধুবাদ জানিয়েছেন। ২০১৯ সালের অক্টোবরে, তিনি প্রথম ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটার হিসাবে ভারতীয় ক্রিকেটার্স অ্যাসোসিয়েশন এবং বিসিসিআই অ্যাপেক্স কাউন্সিলের প্রতিনিধিত্ব করেন।

উল্লেখ্য, ১৯৭৬ থেকে ১৯৯১ পর্যন্ত ১৬টি টেস্ট খেলেছেন শান্তা। এর মধ্যে ১২টিতে অধিনায়কত্ব করেন। তাঁর নেতৃত্বে ভারত ১৯৭৮ সালের নভেম্বরে পাটনার মঈন-উল-হক স্টেডিয়ামে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টেস্ট জেতে। সেটা ছিল মেয়েদের প্রথম আন্তর্জাতিক টেস্ট জয়। ১৯৮১-৮৬ সাল পর্যন্ত ১৯টি ওয়ানডে'ও খেলেছেন তিনি। ১৬টি ম্যাচে নেতৃত্বও দিয়েছেন। টেস্টে সেঞ্চুরি করা প্রথম ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটারও তিনি। বিসিসিআইয়ের লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড প্রথমবার তুলে দেওয়া হয়েছিল তাঁরই হাতে।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com